NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ২৩ এপ্রিল ২০২৬ ৯ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩১১ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.04.2026, Vol.19, Issue No. 311, 12 Pages, Price 3.00

পশ্চিমবঙ্গকে

ভয়মুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত এবং সমৃদ্ধ করে তুলুন

ভয় OUT ভরসা IN BJP কে ভোট দিন

বিজেপি

পাল্টানো দরকার

চাই বিজেপি সরকার

Certificate Number - 257/2026

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 20/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 13538 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Saharab Ali (old name) S/o. Abdul Ajij Sekh, R/o. Kanakpur, Kaikala, Haripal, Hooghly-712405, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Saharab Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk. Sohrab Ali (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk. Sohrab Ali, Sk Saharab Ali, Sekh Soharab Ali, Sk Soharab Ali & Sk Sohrab Ali S/o. Abdul Ajij Sekh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **SUSAMA MAJI** W/o **RABINDRA NATH MAJI** & D/o **BIPIN SAHU,** residing at Vill.- Maguria, P.O.- Nankar Maguria, P.S.- Narayanghar, Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN - 721437 have changed my name from **SUSAMA RANI MAJI @ KALPANA RANI MAJHI** to **SUSAMA MAJI** as as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kharagpur vide Affidavit No. 3752, Dated 12/03/2026. **SUSAMA MAJI** and **SUSAMA RANI MAJI @ KALPANA RANI MAJHI** both are same and identical person.

LOST & FOUND

We, **Smita Ash** & **Arunava Jha**, Would like to inform the general public that I have lost of original land **Deed no- 2531**, RS & LR Dag no- 3084/3830 Under Rs khatian no - 1453 corresponding to LR khatian no - 5275 dated- 05.07.2025, We have lost the aforesaid original land Deed from my custody in between my above noted House Jaigiri Gupta Road Paschim Barisha on 21.06.2025. And G.D date- 13.08.2025, **If found call 9123626413**

আমি ওমপ্রকাশ সাউ, পিতা যদু সাউ, সাকিম ৭৯/২, বি.এম. রোড, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী নিবাসী আমমোক্তার গ্রহিতা ৩১/ ০১/ ২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে Deed No I-20/12, dt. 31/01/12 আমমোক্তারনামা দাতা (১) শ্রী কৃষ্ণ সাউ, (২) শ্রী বিপিন সাউ, (৩) শ্যাম বিহারী সাউ, (৪) সুরজ সাউ, সকলের পিতা দীননাথ সাউ, ইহারা আমাকে রেজিস্ট্রি করিয়া দেন। মৌজা-চাঁপদানী, জে.এল.- ২১, জমির পরিমান ০.১৯ একর, এল.আর. দাগ নং- ৪৬৬৩, হাল খতিয়ান- ১০৪৬, শ্রেনী-বাস্তু সম্পত্তি হইতেছে।

এই আমমোক্তারনামায় যদি কাহারও আপত্তি থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সিঙ্গুর খলিসানী (মানকুন্ডু) বি.এল. এন্ড এল.আরও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সত্বর যোগাযোগ করুন।

মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।
মিস কেস নং ৪ ।২৩
মানি জারি মামলা নং ৩ ।২০১৯
দরখাস্তকারী। ডিক্রীদার - মহাদেব দেবনাথ।
বনাম
প্রতিপক্ষ। দেন্দার - সোমা ভট্টাচার্য্য ।
বিজ্ঞপ্তি (দেঃ কাঃ বিধির অর্ডার ৫ রুল ২০ ও সেকশন ১৫১ ধারা মতে বিজ্ঞপ্তি)
এতদ্বারা **মহালক্ষ্মী কেবল সেন্টার** পক্ষে পার্টনার ১। **সোমা ভট্টাচার্য্য** ২। **অরূপ দত্ত** সাং এলানিয়া শিবতলা, দেয়াড়াপাড়া, থানা ও পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়াকে জানান যাইতেছে যে **কেবল ভিশন পক্ষের** মালিক **মহাদেব দেবনাথ** পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ দেবনাথ সাং সীতানাথ সাহা লেন, নয়নতারা ঘাট, থানা ও পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত মামলা করিয়াছেন। এখন আপনাদের জানান যাইতেছে যে আপনারা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় উক্ত মামলা একতরফা শুনানী হইবে।
আদালতের শীল মোহর যুক্তে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।
আদালতের আদেশানুসারে
Ashis Biswas (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া। ২৯.৮.২৫

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী বিশ্বজিত ঘোষ, পিতা শ্রী জয়দেব ঘোষ, ঠিকানা- মাথাপুররোড ২য় লেন, নবদ্বীপ, নদীয়া। আমার গত ২০/০১/২৬ তারিখে একটি গুরুত্বপূর্ণ পিঠদলিল হারিয়ে গেছে যাহার (Deed No-1-02791 of 2012, Serial No-02758 of 2012, মৌজা-20 নং, খতিয়ান- R.S. 5235 L.R. 23411, দাগ নং- R.S. 4460/10586 L.R. 6920) (Nabadwip P.S-GDE No-1725 Date-31/03/26) যদি কেহ আমার এই পিঠদলিল টি পেয়ে থাকেন তাহলে উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় অথবা এই ফোন নং ৭৭৯৭০৪১৭৯৯ যোগাযোগ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩শে এপ্রিল, ৯ই বৈশাখ। বৃহস্পতিবার । সপ্তমী তিথি । জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টত্তরী চন্দ্র র বিংশোত্তরী বৃহস্পতির মহাদশা কাল , মৃতে এক ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যৌটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ সত্যজিৎ রায়ের তিরোধান দিবস। বিশ্ব বই দিবস। কপিরাইট আইন দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বুধবার জয়নগর ও মন্দিরবাজার বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস এবং জয়দেব হালদারের সমর্থনে জনসভা করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন বলনে, যাঁরা আশীর্বাদ ও দোয়া প্রদান করে এবং এই জনসভাকে সার্থক করেছেন, তাঁদের সকলকে হৃদয়ের অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। যাঁরা সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বৈষম্যের বিষবাষ্প ছড়িয়ে আমাদের শান্তিপূর্ণ বাংলাকে অশান্ত করতে চায়, যাঁরা মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে বাংলা দখল করতে চায়, আগামী দিনে সেই বাংলা-বিরোধীদের সমূলে উৎখাত করার আহ্বান জানান অভিষেক।

বঙ্গের ভোট দেখতে শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: রাজ্যের ভোট আবহে এবার আন্তর্জাতিক আগ্রহও স্পষ্ট। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে হাজির হল একদল বিদেশি প্রতিনিধি। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ কর্মসূচির আওতায় এই সফর। শিলিগুড়ির ডিসিআরসি কেন্দ্রে পৌঁছে ভোট পরিচালনার নানা দিক খুঁটিয়ে দেখেন প্রতিনিধিরা। প্রশাসনের কর্তারা তাঁদের সামনে তুলে ধরেন কীভাবে বিপুল কর্মী, নিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রযুক্তির সমন্বয়ে এই বিশাল আয়োজন পরিচালিত হয়। উপস্থিত এক আধিকারিকের কথায়, এই নির্বাচনী ব্যবস্থার ব্যাপ্তি এবং শৃঙ্খলা বিদেশিদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা যদিও প্রকাশ্যে মত জানাতে চাননি, তবে তাঁদের বিস্ময় লুকোনো যায়নি। এত বড় পরিসরে সংগঠিত এই প্রক্রিয়া তাঁদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা বলেই মনে করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের এক কর্তার বক্তব্য, বাংলায় ভোট মানেই উৎসবের আবহ। সেই পরিবেশ এবং গোটা ব্যবস্থার কার্যকারিতা সরেজমিনে দেখতেই তাঁরা এসেছেন। তিনি আরও জানান, ভোটের দিন বুথ পর্যবেক্ষণও করবেন অতিথিরা। প্রশাসনিক সূত্রের মতে, এই সফর দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও সুদৃঢ় ভাবেই তুলে ধরবে।

ভোটের আগে ‘ঝামেলাকারী’ তালিকা ঘিরে আদালতে টানাপোড়েন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে সম্ভাব্য অশান্তি ঠেকাতে প্রস্তুতি, আর সেই প্রস্তুতিই এবার আইনি বিতর্কের কেন্দ্রে। রাজ্যের শাসকদলের বহু নেতা-কর্মীর নাম একটি বিশেষ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টে চড়ল উত্তাপ। নির্বাচন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এই তালিকার উদ্দেশ্য গ্রেপ্তার নয়, নজরদারি। আদালতে তাদের সাফ কথা, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কিছু ব্যক্তির উপর নজর রাখা জরুরি। চরম পরিস্থিতি না হলে কঠোর পদক্ষেপের প্রশ্নই নেই। অন্যদিকে আবেদনকারী পক্ষের অভিযোগ, তকোনও প্রমাণ ছাড়াই মানুষকে ‘ঝামেলাকারী’ তকমা দেওয়া হচ্ছে। এটি গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। তাঁদের আরও দাবি, এভাবে নামের তালিকা তৈরি করে ভয় দেখানো হচ্ছে। রাজ্যের পক্ষ থেকেও আপত্তি তুলেছে আইনজীবী মহল। তাদের বক্তব্য, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। নির্দেশ ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না, এই ক্ষমতা অন্য কারও নেই। তালিকায় প্রায় আটশো নাম থাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। যদিও প্রশাসনের একাংশের দাবি, বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ, যাতে ভোটের দিন কোনও গোলমাল না ঘটে। সমস্ত পক্ষের যুক্তি শুনে আপাতত রায় স্থগিত রেখেছে আদালত। ফলে ভোটের আগে এই বিতর্ক কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়েই এখন রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা।

বালিগঞ্জ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ড. শতরূপার সমর্থনে প্রচারে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সঙ্গে ছিলেন চিফ ইলেকশন এজেন্ট নীতিন প্যাটেল।

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে শুরু চন্দনযাত্রা মহোৎসব

বাগবাজার: কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী চন্দনযাত্রা মহোৎসব। আগামী ১০ মে পর্যন্ত টানা ২১ দিন ধরে চলবে এই উৎসব। প্রতিদিন সন্ধে ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মন্দিরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, নামসংকীর্তন ও পূজা, যা ভক্তদের মধ্যে গভীর ভক্তিভাবের সঞ্চার করছে। চন্দনযাত্রার মূল তাৎপর্য গ্রীষ্মকালে শ্রীকৃষ্ণকে শীতল রাখতে চন্দন ও সুগন্ধি ফুল অর্পণ করা। গৌড়ীয় মঠের আচার্য ও সভাপতি ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ জানান, ভগবানকে চন্দন অর্পণের মাধ্যমে ভক্তরা আত্মিক সংযোগ স্থাপন করেন, যা ভক্তি ও আত্মশুদ্ধির এক বিশেষ সাধনা। উৎসব ঘিরে প্রতিদিনই ভক্তদের ভিড় বাড়ছে। সন্ধের আরতি ও কীর্তনে ভরে উঠছে গোটা মন্দির প্রাঙ্গণ, বাগবাজার জুড়ে তৈরি হয়েছে এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহ।

জোড়াসাঁকোয় ভোট প্রচারে যোগী আদিত্যনাথ, তোপ তৃণমূলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট প্রচার। বুধবার বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে বিজেপি নেতা তথা উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কলকাতার জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার করেন। দলীয় প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। প্রচারসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, এই সেই ভূমি যা দেশকে জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় স্তোত্র উভয়ই দিয়েছে, এখন আমি এক গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলটিই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ঠাকুর বাড়ি’রও অবস্থান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্কিত এই এলাকাটি এক অপরিসীম ঐতিহ্যগত স্থান। কী মর্মান্তিক ব্যাপার যে, যে স্থানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বা ছবি প্রদর্শিত হওয়ার কথা ছিল, যেখানে ‘ভারত মাতা’-র ছবি যথাযথভাবে থাকার কথা ছিল, সেখানে তৃণমূলের গুন্ডারা জোর করে জায়গাটি দখল করে তার পরিবর্তে ‘মমতা দিদি’-র একটি ছবি স্থাপন করেছে। এটি ভারতীয়ত্বের চেতনার প্রতি এক অপমান, বাংলার মর্যাদা ও পরিচয়ের প্রতি এক চরম অবমাননা।

যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন কলকাতার মেয়র কী বলছেন। তিনি বলছেন, এখানে উর্দু ব্যবহার করা হবে। আমরা এখানে বলতে এসেছি, বাঙালি পরিচয় নিয়ে কেউ খেলতে পারবে না। বাংলার পরিচয় কাবা শরীফের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং বাংলার পরিচয় মা কালীবাড়ির সঙ্গে যুক্ত। বাংলায় গো-হত্যা ব্যাপক হারে চলে। ভগবান রামের নামে মমতা দিদি বিরক্ত হন। দুর্গাপুজোর সময় অনুমতি দেওয়া হয় না। যোগী বলেন, আমরা এখানে যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি দেখছি, তা ২০১৭ সালের আগে উত্তর প্রদেশে যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ছিল তার মতোই। এখন উত্তর প্রদেশে কোনও অশান্তি নেই... সর্বত্র উৎসব... এখন উত্তর প্রদেশের মানুষ ‘রামরাজ্য’-এর এক নতুন যুগে বাস করছে। উত্তর প্রদেশে একটাই কণ্ঠ, একটাই স্লোগান, হিন্দুদেও বিভক্ত হতে দেব না। এটা ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং এটা তখনই হয় যখন ডবল-ইঞ্জিন সরকার থাকে, বিজেপি থাকে।

উত্তর ভিজছে, পশ্চিম পুড়ছে, গরমে দুর্বিষহ অবস্থা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার আকাশে এখন দুই রূপ। উত্তরের পাহাড়ে মেঘ ভাঙছে, আর পশ্চিমের মাটি তেতে উঠছে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল ভোটকেন্দ্রের সামগ্রী রাখার ঘর। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, হিমালয় লাগোয়া এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত আর অক্ষরেখার টানে আগামী কয়েকদিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে বজ্রসহ মাঝারি বর্ষণ চলবে। রবিবার নাগাদ ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা আছে। উল্টো ছবি পশ্চিমে। পানাগড়ে পারদ ছুঁয়েছে ৪৩.৮, বাঁকুড়ায় ৪৩.২, আসানসোল, পুরুলিয়া, সিউড়িতেও চল্লিশ পেরিয়েছে। হাওয়া অফিসের সতর্কবার্তা, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহ তৈরি হতে পারে। বাকি দক্ষিণেও গরম আর ভ্যাপসা ভাব থাকবে। কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭ ডিগ্রি।

দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব এবং উপকূলীয় জেলাগুলির কিছু অংশে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকতে পারে। উপকূলীয় জেলাগুলিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ। রাজ্যের মধ্যভাগের জেলাগুলিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৭৫ থেকে ৮৫ শতাংশ। ফলে ভ্যাপসা গরম ভোগাবে বঙ্গবাসীকে। পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমে গরমের জন্য রয়েছে হলুদ সতর্কতা। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে গরম এবং অস্বস্তির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গরমে অবস্থা খারাপ কলকাতাতেও, বুধবার সকালে মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি।

ডিউটিরত কোনও আধিকারিক ফোন বন্ধ রাখতে পারবেন না!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ডিউটিতে থাকা কোনও আধিকারিক বা অবজার্ভারের ফোন কোনওভাবেই ‘সুইচড অফ’ রাখা যাবে না বলে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আধিকারিকদের কার্যকর মোবাইল নম্বর অবিলম্বে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে এবং তা প্রার্থীদের হাতেও তুলে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে এর আগের নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার বা সেক্টর অফিসারদের ফোন না পাওয়ায় জরুরি পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ ও প্রার্থীরা। বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে ছাপ্পা, ভোটারদের ভয় দেখানো বা প্রভাবিত করার ঘটনা ঘটলেও তাদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতি এড়াতেই কমিশনের নির্দেশ, সমস্ত আধিকারিককে ফোন সচল রাখতে হবে এবং যে কোনও অভিযোগ পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। কোথাও ফোন বন্ধ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বহরমপুরের ডিসিআরসি সেন্টার থেকে ইভিএম মেশিন, ভিভিপ্যাট সংগ্রহ করলেন ভোট কর্মীরা। ছবি: অদিতি সাহা

বালিগঞ্জ বিধানসভার এক জনসভায় জনসংযোগে ব্যস্ত তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

সুজিত বসু ও রথীন ঘোষকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে ফের সক্রিয় হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার দুই সদস্য তথা তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু এবং রথীন ঘোষকে নতুন করে সমন পাঠাল ইডি। সূত্রের খবর, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী ২৪ এপ্রিল তাঁদের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ২৯ এপ্রিল রাজ্যের দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। এই দফায় সুজিত বসু বিধাননগর এবং রথীন ঘোষ মধ্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনের প্রচার যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই এই জোড়া সমন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার এই দুই নেতাকে তলব করা হয়েছে এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় এজেন্সির সামনে উপস্থিত হয়েছেন। এর আগে একবার সুজিত বসুর পরিবর্তে তাঁর ছেলে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে ইডি দপ্তরে গিয়েছিলেন। কেবলমাত্র সুজিত বসু বা রথীন ঘোষই নন, তৃণমূলের আর এক প্রার্থী দেবাশিস কুমারকেও নির্বাচনী মরশুমের মধ্যে বারবার সমন পাঠানো হয়েছে। এমনকী তাঁর বাড়িতে আয়কর হানা পর্যন্ত হয়েছে।

নির্বাচনের মুখে এই ঘনঘন সমন ও তলব নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীদের প্রচারে বাধা দিতে এবং প্রার্থীদের মাঠ থেকে সরিয়ে রাখতেই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি একে ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখছেন। যদিও কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির পক্ষ থেকে এই রাজনৈতিক অভিযোগ নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রথম দফার ভোটের ঠিক আগেই এই তলব নির্বাচনী আবহে নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিল।

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ২৩ এপ্রিল ২০২৬ ৯ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩১১ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.04.2026, Vol.19, Issue No. 311, 12 Pages, Price 3.00

যে লড়ছে সবার ডাকে, সেই জেতাবে বাংলা মাকে

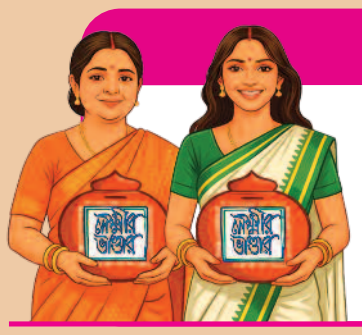

বাংলার জন্য দিদির ১০ প্রতিজ্ঞা

লক্ষ্মীদের জয়, স্বনির্ভরতা অক্ষয়
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাসিক ₹৫০০ বৃদ্ধি — সাধারণ মহিলাদের জন্য ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) এবং তপশিলি জাতি/জনজাতির মহিলাদের জন্য ₹১,৭০০ (বার্ষিক ₹২০,৪০০)

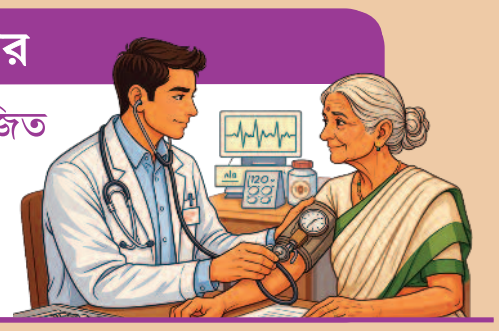

সুস্বাস্থ্যের অধিকার, বাংলার সবার
প্রতি বছর প্রতিটি ব্লক ও টাউনে আয়োজিত 'দুয়ারে চিকিৎসা' ক্যাম্প কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবে আপনার দোরগোড়ায়

যুবদের পাশে, জীবিকার আশ্বাসে
জীবিকাহীন যুবদের 'বাংলার যুবসাথী' প্রকল্পে মাসিক ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) আর্থিক সহায়তা

শিক্ষাই সম্পদ, ভবিষ্যৎ নিরাপদ
'বাংলার শিক্ষায়তন'-এর অধীনে সমস্ত সরকারি স্কুলগুলির সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

বাজেটে কৃষি, কৃষকের হাসি
কৃষক পরিবারগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক সাহায্য এবং কৃষিক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ₹৩০,০০০ কোটির কৃষি বাজেট এবং রাজ্য জুড়ে কৃষকদের সাহায্যার্থে ৫০টি নতুন হিমঘর

পূর্বের বাণিজ্যের কাণ্ডারী, বাংলাই দিশারি
বিশ্বমানের লজিস্টিকস, বন্দর, বাণিজ্য পরিকাঠামো এবং একটি অত্যাধুনিক গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার-সহ বাংলা হয়ে উঠবে পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার

নিশ্চিত বাসস্থান, চিন্তার অবসান
বাংলার সকল পরিবারের জন্য নিশ্চিত পাকা বাড়ি

প্রবীণদের পাশে, যত্নের আশ্বাসে
বর্তমান সকল উপভোক্তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বার্ধক্য ভাতার সহায়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ধীরে ধীরেএই ভাতার সুরক্ষা পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে সকল যোগ্য প্রবীণ নাগরিকদের এর আওতায় নিয়ে আসা

ঘরে ঘরে নল, পরিস্রুত পানীয় জল
বাংলার সমস্ত বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য

প্রশাসনিক সুবিধায়, নতুন দিগন্ত বাংলায়
৭টি নতুন জেলা তৈরি; সামগ্রিক ভৌগোলিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি

জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিন

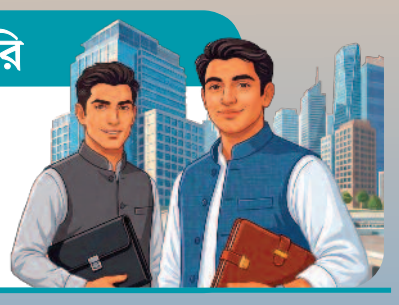

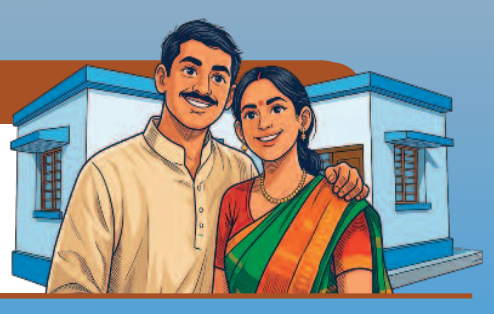

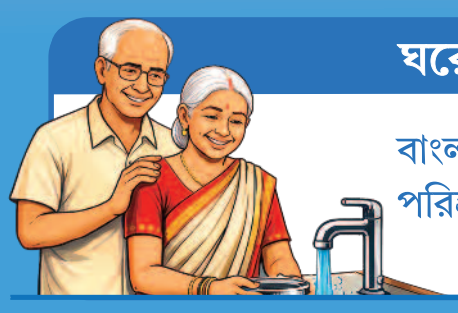

সম্পাদকীয়

কীসের আশঙ্কায় ভিত্তিহীন কুৎসার স্রোত বইছে রাজনৈতিক প্রচারে?

বাংলায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জনমতের সঠিক আম্‌দাজ না পেলেও তৃণমূল শিবিরের হার যে নিশ্চিত তা মোটামুটি ঠিক হয়ে গিয়েছে। আর পরাজয় নিশ্চিত হতেই কুৎসা ও অপপ্রচারকে সামনে রেখে শেষ বেলায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে তৃণমূল। সোজাসুজি বিজেপির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে এখন বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। চলছে সীমাহীন ও ভিত্তিহীন অপপ্রচার। কৌশল একটাই, শেষবেলায় মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়ে যদি নিজেদের পরাজয় রোখা যায়! কিন্তু কাজ কতটা হবে বলা কঠিন। কিন্তু তা বলে চেষ্টার ত্রুটি মেই ঘাসফুল শিবিরে। কখনও বলা হচ্ছে, এসআইআরের পর এনআরসি হবে। যাদের নাম নেই, তাদের বাংলাদেশে পাঠানো হবে। এই সব গপ্পো বলে সাধারণ মানুষের মনে ভীতি তৈরি করা হচ্ছে। তাঁদের এই নিরন্তর প্রচারে এরই মধ্যে রাজ্যে বেশ কয়েকজন আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। এর দায় পুরোটাই তৃণমূল কংগ্রেসের। কিন্তু তবুও এদের লজ্জা নেই। কোথাও বলা হচ্ছে, বিজেপি আসলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে যুবসাথী বন্ধ হয়ে যাবে। বিজেপিশাসিত রাজ্যে নাকি এগুলি ঘোষণা হলেও আর দেওয়া হয় না। কতবড় মিথ্যেবাদী এরা! এরা বলছে, দিল্লিতে নাকি বন্ধ হয়ে গিয়েছে! বিহারে নাকি এখন মহিলাদের থেকে টাকা ফেরত চাইছে বিজেপি সরকার! কিন্তু তৃণমূল নেতারা ভুলে যাচ্ছেন যে। বিজেপির ইস্তাহারের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মানুষ কিন্তু তাদের এই খেলা ধরে ফেলেছে। এতে কাজ হচ্ছে না বুঝেও এবার বাঙালির একদম খাবার ঘরে ঢুকে পড়েছে তারা। বলা হচ্ছে, বিজেপি আসলে নাকি মাছ কেনা-বেচাও বন্ধ করে দেওয়া হবে। মাছ খাওয়া বন্ধ হবে। মুসলিমদের নমাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। অথচ দেশশুদ্ধ লোক জানে এই দেশে ও দেশের প্রায় ১৭/১৮ টা রাজ্যে বিজেপির সরকার রয়েছে। কিন্তু কেউ কোনওদিন শোনেনি কোথাও মুসলিমদের নমাজ বন্ধ করা হয়েছে। যারা মাছ খেতে চায় তাদের ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে! সবটাই অপপ্রচার, কুৎসা। ৪ তারিখ এর জবাব দেবে বাংলার জনগণ।

শব্দছক ১৩৯

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অনুতাপ ২. নিষ্কৃতি ৬. কাগজের দৈর্ঘ্য মাপার একক ৭. একটি ফল বিশেষ ৯. অবাস্তব ১১. মাসের দিন-সূচক সংখ্যা ১৪. কামানের গোলার মশলা ১৬. একঘেয়ে ১৯. নিশ্চুপ ২০. শরীর ২১. কন্যা ২২. যিনি রক্ষা করেন
ওপর-নিচ: ১. যার মাধ্যমে পরিত্রাণ হয় ৬. রিমঝিম সুরের প্রথমার্ধ ৩. কমজোরি ৪. মোটা-র হাস্যাত্মক সম্বোধন ৫. কোমল ৮. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৯. ইক্ষু ১০. পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ ১২. শূন্যতা ১৩. সাদা রঙের ফুল ১৪. মুখের কথা ১৫. দস্যুদের আস্তানা ১৬. নির্মিত ১৭. নুন-এর ব্যবসায়ী ১৮. ব্যাধ ২০. তিরস্কার করা

সমাধান ১৩৮ — পাশাপাশি: ১. গাজন ৩. আঞ্চলিক ৫. বহেরা ৬. সীতা ৭. মলমাস ৯. মালঞ্চ ১০. অসম ১২. আনকোরা ১৪. মাহ ১৫. বলদ ১৭. রকমারি ১৮. রক্ষক
ওপর-নিচ: ১. গাধা ২. নবতাল ২. আরাম ৪. কলস ৬. সীমাহীন ৮. মাতামহ ১১. সমাদর ১২. আকর ১৩. রাবরি ১৬. তাক

আজকের দিন

- ১৯৬৭ — মহাকাশচারী ভ্লাদিমির কোমারভকে বহনকারী সোভিয়েত সয়ুজ ১ উৎক্ষেপণ করা হয়।
- ১৯৭১ — পূর্ব পাকিস্তানের জাতিভাঙ্গা এলাকায় প্রায় ৩,০০০ হিন্দু অভিবাসীকে গণহত্যা করা হয়েছিল।
- ১৯৮৪ — এইডস সৃষ্টিকারী ভাইরাস আবিষ্কারের ঘোষণা।

জন্মদিন

১৯৩৮ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এস জানকীর জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট পর্বাতোরোহী জেমলিং তেনজিং নোরগের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা মনোজ বাজপেয়ীর জন্মদিন।*

মনোজ বাজপেয়ী

চাঁদের দক্ষিণপুরে নিবাস নির্মাণে আর্টেমিস

সুবীর পাল

খুব ছোট্ট বেলায় আমরা সবাই আদুরে মায়ের কাছে শুনেছি, 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম তলায় কে?' আর আজ আমরা সেই চাঁদমামার দক্ষিণপুরেই বসবাস করবো বলে আশায় বুক বেঁধেছি আর্টেমিসের প্রোমোটিংয়ে।

উৎক্ষেপণের দিনক্ষণ ভারতীয় সময় ২ এপ্রিল ২০২৬ ভোররাত ৩৫৪ মিনিট। আমেরিকার স্থানীয় সময় ১ এপ্রিল ২০২৬ বিকেল ৬.৪২ মিনিট। স্থানটি ছিল স্থানীয় ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস লঞ্চ সেন্টার।

আর অবতরণের সময়পঞ্জী ১১ এপ্রিল ২০২৬। ভারতীয় সময় ভোর ৫.৩৭ মিনিট। মার্কিন আঞ্চলিক সময় ছিল রাত ৮.৭ মিনিট। সফল অবতরণ ঘটে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরে।

'ইন্টিগ্রিটি' নামক ওই ওরিয়ন ক্যাপসুলের সওয়ার চার নভোশ্চরকারী রিড উইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা হ্যামক কখ এবং জেরেমি হ্যানসেন নিরাপদেই পৃথিবীতে ফিরে আসেন। আর্টেমিস-২ মিশনের সৌজন্যে। খুব কাছের থেকে চাঁদের অরবিট পরিক্রমা সম্পন্ন করে। মহাকাশে মানব সভ্যতার বিজয় কেতন উড়িয়ে। নয়া ইতিহাসের পাতা উন্মোচিত করে।

অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে মানুষের পদচিহ্নের অধীর চাতক অপেক্ষায় থেকে গিয়েছে আমাদের রূপসী চন্দ্রিমা। সেই ক্লান্তিকর প্রতীক্ষার অবসান বোধ হয় শীঘ্রই ঘটতে চলেছে। তাই তো আবার চন্দ্রযাত্রা অভিযানের ট্রায়াল ভার্সানের একেবারে দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে মানবসভ্যতা। যার পোশাকি নাম আর্টেমিস মিশন।

অবশেষে সেই মিশনের ফিতে কাটতে মনুষ্যবাহী আর্টেমিস-২ মিশন উৎক্ষেপণ নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করেছিল। তবে এবার চাঁদে নামেননি নভোশ্চরেরা। এটা হলো আদতে চাঁদের কক্ষপথে একটি ফ্লাই বাই মিশন। চাঁদের মাটিতে ফের বিচরণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ২০২৭ সালের নির্ধারিত আর্টেমিস-৩ মিশনের সাফল্যের উপর।

এক সময় মানুষ চাঁদে গিয়েছিল, তারপর তার সেই অভিযাত্রা থেমে গিয়েছিল। ১৯৬৯ সালের সেই ঐতিহাসিক অ্যাপোলো-১১ অভিযানের পর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মানুষ মোট ছয়বার চাঁদে গেছে। তারপর অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে মানুষ আর চাঁদ মুখো হয়নি। সবকিছু ঠিকঠাক চললে এবার অবশ্য চাঁদে মানুষের কোলাকুলি পুনরায় সংগঠিত হওয়ার সন্ধিক্ষণ যেন দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে। মানুষ আবার চাঁদে হাঁটবে, এটাই তো আসলে সামগ্রিক আর্টেমিস মিশনের পরম্পরা লক্ষ্য।

১৯৬০ থেকে পরবর্তী দশকের মধ্যে অ্যাপোলো কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষ প্রথমবারের মতো চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিল। কিন্তু সেই অভিযান মূলত ছিল রাজনৈতিক ও কারিগরি সক্ষমতার প্রদর্শন। কিন্তু আর্টেমিস অবশ্য উল্টো পথে হাঁটছে। এর আসল লক্ষ্য শুধু চাঁদে যাওয়া নয়, চাঁদে বসবাস করা।

যতদূর জানা গিয়েছে, গ্রীক পুরাণ মতে অ্যাপোলো ছিলেন সূর্যের দেবতা। আর তাঁর যমজ বোন আর্টেমিস ছিলেন চাঁদের দেবী। আর এই মিথের অনুকরণে দুই নামের মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে নাসার পরিকল্পিত চন্দ্রযাত্রার প্রকৃত ব্লুপ্রিন্ট।

আর্টেমিসের মূল লক্ষ্য কি? প্রথমত, দীর্ঘ বিরতির পর মানুষকে আবার চাঁদে পাঠানো। দ্বিতীয়ত, প্রথমবারের মতো একজন নারী এবং একজন অশ্বেতাঙ্গ মানুষকে চাঁদের মাটিতে নামানো। এবং তৃতীয়ত, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে মানুষের বসবাস যোগ্য স্থায়ী ঘাঁটি বা কলোনি গড়ে তোলা। যেখানে বরফ, জল ও ভবিষ্যৎ জ্বালানির অসীম অবস্থানের প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আরও একটি মস্ত বড় পরিকল্পনা হলো, চাঁদের কক্ষপথকে ব্যবহার করা হবে আগামীর মঙ্গল অভিযানের প্রস্তুতি ক্ষেত্র হিসেবে। অর্থাৎ চাঁদ আক্ষরিক অর্থে এই মিশনের শেষ গন্তব্য স্থল হয়ে উঠবে না। চাঁদ ব্যবহৃত হবে ভবিষ্যতে মঙ্গলে যাওয়ার একটা জংশন স্টেশন হিসেবে।

২০২২ সালের নভেম্বর মাসে আর্টেমিস-১ মিশন ছিল একটি মানববিহীন পরীক্ষা অভিযান। শক্তিশালী এসএলএস রকেটে সংযুক্ত হয়ে ওরিয়ন মহাকাশযান চাঁদের কক্ষপথ ঘুরে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল। এটি তখনই সংকেত দিয়েছিল, আগামীর জন্য আমাদের যন্ত্রপাতি ও টেকনোলজি প্রস্তুত। পথও পরিশীলিত পর্যায়ে নিরাপদ।

২০২৬ সালের আর্টেমিস-২ মিশন হলো মানব সহকারে চন্দ্র কক্ষপথ ভ্রমণ। মানুষ আবার চাঁদকে খুব কাছ থেকে দেখবে। তবে এখনই অবতরণ একদম নয়। নাসার পরিকল্পনা অনুযায়ী মিশনটির ক্রু হিসেবে ছিলেন আমেরিকার রিড উইজম্যান (কমান্ডার), ভিক্টর গ্লোভার (পাইলট), ক্রিস্টিনা হ্যামক কখ (মিশন স্পেশালিস্ট) এবং কানাডার নভোশ্চর জেরেমি হ্যানসেন (মিশন স্পেশালিস্ট)।

পরবর্তীতে নাসার তুরুপের আসল তাস হয়ে উঠবে আর্টেমিস-৩ মিশন। এই নামটা একদা মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসের পাতায় নতুন করে লেখা হবে। কারণ এই অভিযানে মানুষ অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় পরে আবার চাঁদের মাটিতে নামবে। নাসার বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী মিশনটি ২০২৭ সালে হতে পারে। আর এর গন্তব্য হবে সবচেয়ে রহস্যময়, সম্ভাবনাময় এবং বিপদময় এলাকা রূপে চিহ্নিত চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চল।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সূর্যালোকের ক্ষণস্থায়ী স্বল্পতায় গভীর ছায়াযুক্ত গর্তে বরফ জমা জল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে গবেষকেরা অনুমান করছেন। ফলে এখানে 'লুনার বেস' তৈরির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে আর্টেমিস-৩ শুধুমাত্র একটি ল্যান্ডিং মিশন নয়। বরং চাঁদের বুকে দীর্ঘমেয়াদি মানব উপস্থিতির দরজা খুলে দেওয়ার সুযোগও ঘটতে চলেছে এই মিশনের হাত ধরে।

আর্টেমিস কর্মসূচীর সবচেয়ে যুগান্তকারী দিক হলো, এটা শুধু চাঁদে গিয়ে ফিরে আসা নয়। এই পর্যায়ক্রমের মিশন হলো, চাঁদে টিকে থাকার জন্য দীর্ঘকালীন প্রস্তুতির নক্সা তৈরি করা। এই লক্ষ্য পূরণে নাসার পরিকল্পনায় আছে দুটি বড় স্তম্ভ। প্রথমটি হলো, আর্টেমিস বেস ক্যাম্প। চাঁদের মাটিতেই বসবাসযোগ্য আবাসন, গবেষণাগার এবং আধুনিক রোভারসহ এমন একটি স্থায়ী ঘাঁটি, যেখানে বিজ্ঞানীরা দিনের পর দিন থেকে প্রয়োজনীয় গবেষণার কাজ করতে পারবেন। দ্বিতীয়টি হলো, লুনার গেটওয়ে যা চাঁদের কক্ষপথে ভেসে থাকা একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ স্টেশন। যেটা ভবিষ্যতে চাঁদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত যাতায়াত সহজ করে তুলবে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে। পাশাপাশি মঙ্গল অভিযানের লক্ষ্যে ট্রানজিট হাব হিসেবে কাজ করবে চাঁদের পরিমণ্ডল। সব মিলিয়ে, আর্টেমিস যেন ধীরে ধীরে আমাদের সামনে খুলে দিতে চলেছে একটি নতুন চন্দ্র সভ্যতার এক অজানা চিচিং ফাঁক।

এই মহাযজ্ঞের নেতৃত্বে রয়েছে আমেরিকার নাসা। তবে আর্টেমিস মিশন একক কোনও দেশের প্রকল্প নয়। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ব্রাজিল, বাহরাইন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, মেক্সিকো, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, ইউক্রেন, ওমান সহ ষাটটিরও বেশি দেশ এতে অংশীদার। বেসরকারি সংস্থাও যুক্ত রয়েছে, বিশেষ করে ল্যান্ডার ও রকেট প্রযুক্তির উন্নয়নে। পারস্পরিক সহযোগিতাই এখন আধুনিক মহাকাশ অভিযানের নতুন রীতি। একক দেশের পক্ষে এত বড় অভিযান পরিচালনা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য।

আর্টেমিস-২ মিশনের অধীন ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে যে বিশাল এক রকেট চাঁদের কক্ষে দৌড়ে ছিল তার নাম, 'স্পেস লঞ্চ সিস্টেম।' রকেটটির নিচে ছিল জ্বালানি ভান্ডার আর উপর অংশে ছিল চারজন মানুষ। সেই মানুষদের বহন করেছিল একটি আধুনিক মহাকাশযান- ওরিয়ন স্পেসক্রাফট।

মহাকাশযানটি সরাসরি চাঁদের দিকে ছুটে যায়নি। প্রথমে এটি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরেছে, তারপর এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে তার ইঞ্জিন জ্বালিয়ে এমন এক গতি নেয়, যাকে বলা হয় ট্রান্স-লুনার ইনজেকশন, বাংলায় বললে, চাঁদের পথে যাওয়ার চূড়ান্ত ধাক্কা।

সেই মুহূর্তটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানেই ঠিক হয়, মহাকাশযান পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে, নাকি পৃথিবীর বন্ধন ছেড়ে চাঁদের পথে বেরিয়ে পড়বে। এরপর শুরু হয়েছিল ৬ দিনের নিঃশব্দের মহাকাশ ভ্রমণ পরিক্রমা। অর্জুনের পাখির চোখের মতো একেবারে সুনির্দিষ্ট অভিমুখে। মহাকাশ যানের জানালার বাইরে ধীরে ধীরে দৃশ্যত ছোট হতে থাকে পৃথিবী। আর সামনে বড় হয়ে উঠছিল চাঁদ। সেই চাঁদের কাছে গিয়ে মহাকাশ যানটি একটিবার ঘুরেও এসেছে নির্ধারিত অরবিটে। কিন্তু চাঁদের মাটি ছুঁতে সেই উপগ্রহে নামেনি। কারণ এই মিশনের উদ্দেশ্য চাঁদে নামা নয়। বরং সেখানে পুনরায় যাওয়ার পথটি ঠিকঠাক বুঝে নেওয়া নিক্তির পরিমাপে। পুরো মিশনের সময়কাল ছিল ১০ দিন।

এবারের মিশনের পরম প্রাপ্তি বলতে, চাঁদের এক অদেখা অকল্পনীয় রূপ হঠাৎ করে যেন মানুষের চোখের সামনে খুলে গেল। আর্টেমিস-২ মিশনের নভোশ্চরেরা এবার এমন এক দৃশ্য পাঠিয়েছেন, যেটা মানব ইতিহাসে আগে কেউ নিজের চোখে দেখেনি। চাঁদের ওরিয়েন্টাল বেসিনের সম্পূর্ণ রূপ। এই ওরিয়েন্টাল বেসিন আসলে কোনও সাধারণ গর্ত নয়। প্রায় ৬০০ মাইল বিস্তৃত এক বিশাল আঘাতের দাগ। বিলিয়ন বছর আগে কোনও এক বিশাল মহাজাগতিক বস্তু চাঁদের গায়ে আছড়ে পড়ায় এই ক্ষত দাগ তৈরি করেছিল। আঘাতের শক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে কেন্দ্র থেকে ঢেউয়ের মতো বৃত্তাকার বলয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক যেন স্থির কোনও ঝিলের জলে পাথর ছুঁড়ে দিলে যেমন তরঙ্গ তৈরি হয়।

ওরিয়েন মহাকাশযান থেকে তোলা ছবিতে সূর্যের আলো একপাশ থেকে তির্যক ভাবে ঠিকরে পড়েছে। সেই আলো-ছায়ার খেলায় যেন হঠাৎ করে বেসিনের গভীরতা, বলয় আর ভাঙাচোরা পৃষ্ঠকে জীবন্ত করে তুলেছে। কোটি কোটি বছরের পুরোনো সেই ক্ষত চিহ্ন যেন আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। আর এই ছবিটি পৃথিবীতে ফিরে এসেছে আলোর গতিতে। কোনও সাধারণ রেডিও সিগন্যালে নয়, লেজার ভিত্তিক অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে। মহাকাশের গর্ভ থেকে তথ্য আসছে আলোকে বাহন করে, প্রায় তাৎক্ষণিক গতিতে। একদিকে বিলিয়ন বছর আগের এক আঘাতের চিহ্ন, অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তির নিখুঁত ছোঁয়া। দুটি ভিন্ন সময় যেন একই মিশন ফ্রেমে এসে মিলেছে কি অদ্ভুত নিপুণ সমন্বয়ে।

চাঁদের পাশ দিয়ে ঘুরে আসা মানে শুধু ইতিহাস ছোঁয়া নয়। এর পরের ফিরতি যাত্রাটিও ছিল সমান নাটকীয়। ওরিয়েন স্পেসক্রাফট যখন পৃথিবীর দিকে ফিরছিল তখন তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪০ হাজার কিলোমিটার। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ বা রিএন্ট্রিটা ছিল তাই সবচেয়ে ভয়ানক অধ্যায় এই ক্ষেত্রে। এ হেন গতিতে সরাসরি বায়ুমণ্ডলে ঢুকলেই ২,৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি ঘর্ষণ ও সংকোচন বাতাসে সৃষ্টি হতে বাধ্য। ফলে সেই চাপে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে প্লাজমায় পরিণত হয়। তখন পুরো ক্যাপসুলটাকে আগুনে জ্বলতে থাকা এক উল্কার মতো দেখাচ্ছিল। এই আগুনের হাত থেকে বাঁচার একটাই উপায় রূপায়িত হয়েছিল আগে থেকেই। ক্যাপসুলের উপরিভাগে হিট শিল্ডের ঢাল বানিয়ে। তীব্র তাপের মুখে ঢালের এই উপাদানটি ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ফলে ভেতরের অংশ তুলনামূলক ঠান্ডা থাকে এবং নভোশ্চরেরাও সুস্থ অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরতে সক্ষম হোন এযাত্রায়।

আমাদের পরিচিত ধরিত্রীর বুকে রিএন্ট্রির সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল 'ব্ল্যাকআউট' পর্ব। স্বাভাবিক ভাবে, যখন মহাকাশ যানের চারপাশে প্লাজমার স্তর তৈরি হয়েছিল, তখন রেডিও সিগন্যালও কিছু সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ, পৃথিবীর সঙ্গে ক্যাপসুলের যাবতীয় যোগাযোগ সাময়িক ভাবে স্তব্ধ থেকেছে। সেই কয়েক মিনিটই সবচেয়ে টানটান উত্তেজনার সময় ছিল নাসার কর্তাব্যক্তিরা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়। এর কিছুক্ষণ পড়েই হঠাৎ সেই মহা সন্ধিক্ষণের সাক্ষী থাকে গোটা বিশ্ববাসী। দুনিয়া আচমকা দেখতে পায়, অনেকটা ঝড় উঠিয়ে তীরের গতিতে নেমে আসছে বিশালাকার প্যারাশুট। অবশেষে বিভিন্ন পর্যায় কাটিয়ে নির্বিঘ্নে সফট ল্যান্ডিং সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয় সান ডিয়েগো উপকণ্ঠে। আর এরই সঙ্গে চাঁদের মাটিতে পৃথিবীর কলোনি স্থাপনের এক স্বপ্নময় সবুজ নক্সার প্রাথমিক মঞ্জুরি মহাজাগতিক বিশ্বের কাছে আদায় করে নিল নাসা।

আমেরিকার ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি একদা বলেছিলেন, 'আমরা চাঁদে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চরম সাহসিকতার সঙ্গে। এক সুগভীর স্বপ্নকে পুঁজি করে।' সেই কেনেডির আজকের স্বপ্ন সওদাগর যে নাসার উপাসক 'আর্টেমিস'। যার মন্ত্রে চন্দ্রিমার রূপোলি স্নিগ্ধ নগরী। যার তন্ত্রে চরকাকাটা বুড়ির মানব সাগরতীরে।

স্ক্রিনের আলোয় ঢেকে যাওয়া আড্ডার সোনালি বিকেল

বেবি চক্রবর্তী

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে এক সময় শহরের অলিগলি যেন নিজে থেকেই জেগে উঠত। পাড়ার মোড়ে, চায়ের দোকানের সামনে, কিংবা পুরোনো কোনো গাছের তলায় জড়ো হত কয়েকজন মানুষ;হাতে কাঁচের ভাঁড়, চোখে কৌতূহল, আর মনে অজস্র গল্পের ভাণ্ডার। সেই আড্ডা ছিল না কেবল কথোপকথন; ছিল সময়কে একটু থামিয়ে রাখার শিল্প, ছিল ব্যস্ত জীবনের ভিড়ে কিছুটা নিঃশ্বাস নেওয়ার অবকাশ।

আজ সেই দৃশ্য যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। মোবাইলের আলোয় আলোকিত মুখগুলো আর একে অপরের দিকে তাকায় না, বরং ডুবে থাকে নিজস্ব ভার্চুয়াল জগতে। যে আড্ডা একসময় বাঙালির জীবনকে রঙিন করে তুলত, তা এখন যেন স্মৃতির কুয়াশায় আবৃত এক অতীত।

আড্ডা মানে ছিল মুক্তির স্বাদ। কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না, ছিল না কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। তবুও সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকত গভীর অর্থ। রাজনীতি নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক, কবিতার পঙক্তি আবৃত্তি, ফুটবল ম্যাচের বিশ্লেষণ কিংবা সিনেমার দৃশ্য নিয়ে অনন্ত আলোচনা; সবকিছু মিলেই তৈরি হত এক অনন্য পরিবেশ। সেখানে মানুষ নিজের মত প্রকাশ করত নির্ভয়ে, আবার অন্যের মতকে শুনত মন খুলে।

সেই আড্ডা ছিল এক অদৃশ্য বিদ্যালয়, যেখানে বইয়ের পাতার বাইরেও শেখা হত জীবনের পাঠ। বহু চিন্তার জন্ম, বহু আন্দোলনের সূচনা, এমনকি সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা ধারার বিকাশও এই আড্ডার মধ্য দিয়েই ঘটেছে। কোনো কবির প্রথম কবিতা হয়তো জন্ম নিয়েছিল বন্ধুর মুখে শোনা একটি কথার মধ্যে দিয়ে, কোনো নাট্যকারের নতুন নাটকের বীজ হয়তো বপন হয়েছিল পাড়ার এক সন্ধ্যার আড্ডায়।

এক সময় কলকাতার কফি হাউস, কলেজ স্ট্রিট, শ্যামবাজারের মোড় কিংবা উত্তর কলকাতার পুরোনো বনেদি বাড়ির বারান্দা ছিল আড্ডার প্রাণকেন্দ্র। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল পেরিয়ে রাত;কথার শেষ ছিল না। কেউ আসত খবরের কাগজ হাতে, কেউ নতুন বইয়ের কথা বলতে, কেউ বা শুধু একটু মানুষের সঙ্গ খুঁজতে। সেই আড্ডায় বয়সের ফারাক থাকত, কিন্তু দূরত্ব থাকত না।

কিন্তু সময়ের স্রোত আজ অন্য পথে বয়ে চলেছে।

ডিজিটাল যুগ মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে গোটা পৃথিবী, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে পাশের মানুষটির সঙ্গে সহজ সংযোগের মুহূর্তগুলো। এখন আর তর্ক জমে না চায়ের কাপে, বরং তা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। এখন আর মুখোমুখি হাসি ভাগ করে নেওয়া হয় না, বরং ইমোজির আড়ালে লুকিয়ে থাকে অনুভূতি।

একটি ছোট্ট পর্দা যেন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে মানুষের সমস্ত সম্পর্কের মাঝখানে। আগে সন্ধ্যা হলে কেউ ডাকত; 'চল, একটু বাইরে গিয়ে বসি।' এখন সেই ডাক আর শোনা যায় না। বরং এক ঘরে বসে থেকেও প্রত্যেকে আলাদা হয়ে যায় নিজস্ব মোবাইলের ভেতরে। কথোপকথনের জায়গা নিয়েছে নোটিফিকেশন, আন্তরিকতার জায়গা নিয়েছে অনলাইন উপস্থিতি।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভেতরেও জন্ম নিচ্ছে এক অদৃশ্য নিঃসঙ্গতা। অনেক মানুষের ভিড়েও একাকীত্ব যেন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আগে যেখানে পাড়ার প্রতিটি মানুষ একে অপরের পরিচিত ছিল, আজ সেখানে পরিচয়ের জায়গা দখল করেছে দূরত্ব। একই ঘরে বসেও পরিবারের সদস্যরা আলাদা আলাদা স্ক্রিনে ডুবে থাকেন। মা রান্নাঘরে, বাবা টেলিভিশনের সামনে, সন্তান নিজের ফোনে;এক ছাদের নীচে থেকেও যেন সবাই আলাদা আলাদা দ্বীপে বাস করছে।

সমাজবিদদের মতে, এই বদলে যাওয়া জীবনযাত্রা শুধু সম্পর্ক নয়, মানুষের মননকেও প্রভাবিত করছে। আড্ডা মানুষকে সহনশীল হতে শেখাত। ভিন্ন মতকে সম্মান করতে শেখাত। আজকের ভার্চুয়াল পরিসরে মতের অমিল অনেক সময় তর্ক নয়, বিভাজন তৈরি করছে। অথচ আড্ডার টেবিলে মতভেদ থাকলেও সম্পর্ক ভাঙত না; শেষ পর্যন্ত এক কাপ চা-ই সব দূরত্ব মুছে দিত।

নগরজীবনের ব্যস্ততা এই পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। সময় যেন এখন আর কারও জন্য থেমে থাকে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছুটে চলা জীবনে আড্ডার জন্য আলাদা করে সময় বের করা যেন বিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে চায়ের দোকানে একসময় সন্ধ্যা হলেই জায়গা পাওয়া কঠিন ছিল, আজ সেখানে অনেক সময়ই ফাঁকা চেয়ারে ধুলো জমে।

পাড়ার রকের ওপর বসে থাকা ছেলেগুলোর জায়গায় এখন দাঁড়িয়ে আছে মোটরবাইক, আর হাতে হাতে বই বা খবরের কাগজের বদলে রয়েছে স্মার্টফোন। একসময় যে গলিতে রাত পর্যন্ত তর্কের গলা শোনা যেত, সেখানে এখন শুধু গাড়ির শব্দ, কিংবা নিঃশব্দে চলতে থাকা ইন্টারনেটের তরঙ্গ।

তবুও আশার আলো সম্পূর্ণ নিভে যায়নি। শহরের কিছু কোণে এখনও বেঁচে আছে সেই পুরোনো দিনের আড্ডা। বইয়ের গন্ধে ভরা গলিতে, কোনো পুরোনো কফি হাউসের কাঠের টেবিলে, কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরবর্তী আলোচনায়;এখনও শোনা যায় মানুষের সরাসরি কথোপকথনের সুর। কোনো বইমেলায়, কোনো নাটকের মহড়ার শেষে, কিংবা কোনো ছোট্ট কবিতা পাঠের আসরে এখনও মানুষ একে অপরের দিকে তাকিয়ে কথা বলে, হাসে, তর্ক করে।

অনেক তরুণ-তরুণীও এখন বুঝতে শুরু করেছেন, কেবল ভার্চুয়াল জগৎ মানুষকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। তাই কেউ কেউ আবার ফিরে যাচ্ছেন পুরোনো অভ্যাসে। বন্ধুরা সপ্তাহে একদিন ঠিক করছেন;সেদিন ফোন নয়, শুধুই গল্প। কেউ আয়োজন করছেন 'নো মোবাইল আড্ডা', কেউ আবার পাড়ার লাইব্রেরি বা ক্লাবে বসে নতুন করে কথোপকথনের পরিবেশ তৈরি করছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সরাসরি সংযোগের বিকল্প কখনও হতে পারে না। তাই প্রয়োজন সচেতনতার;নিজেদের মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে সেই হারিয়ে যাওয়া সময়। হয়তো প্রতিদিন নয়, কিন্তু কখনও কখনও মোবাইল সরিয়ে রেখে, একটু সময় বের করে, কাছের মানুষদের সঙ্গে বসে কথা বলার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই পুরোনো আনন্দের পুনরাবৃত্তি।

বাঙালির আড্ডা কেবল একটি অভ্যাস নয়; এটি এক অনুভব, এক ঐতিহ্য, এক সাংস্কৃতিক পরিচয়। সময়ের ঢেউয়ে তা আজ কিছুটা ক্ষয়ে গেলেও, তার অস্তিত্ব এখনও অমলিন। হয়তো কোনো এক নিরিবিলি সন্ধ্যায়, আবার কোথাও জমে উঠবে আড্ডা;চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠবে, তর্কের ঝড় বইবে, আর মানুষের মুখে ফুটে উঠবে সেই চিরচেনা হাসি।

হয়তো আবার কোনো পাড়ার মোড়ে কেউ বলে উঠবে, তঅনেকদিন বসা হয়নি, চল আজ একটু আড্ডা দেওয়া যাক।দ আর সেই একটুকরো ডাকেই ফিরে আসবে হারিয়ে যাওয়া এক পৃথিবী;যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব মাপা হত না নেটওয়ার্কের গতিতে, বরং মাপা হত একসঙ্গে বসে কাটানো সময়ের উষ্ণতায়। কারণ, আড্ডা কখনও সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় না। সে শুধু অপেক্ষা করে;মানুষ আবার মানুষকে সময় দেবে, এই আশায়।

চর্চাবাসর ১৬৩

বাংলা শব্দ 'আড্ডাবাজি'-এর মূল শব্দ হলো 'আড্ডা'। এটি মূলত 'আড্ডা' (gossip/casual gatherin) শব্দের সাথে '-বাজি' (suffix) প্রত্যয় যোগ করে গঠিত হয়েছে, যা আড্ডা দেওয়া বা খোশগল্প করার প্রবণতা বোঝায়। মূল শব্দ আড্ডা (Adda)। পরিচিত বা সমমনা ব্যক্তিদের অনানুষ্ঠানিক আড্ডা বা আড্ডা দেওয়ার প্রবণতা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

১১ এখনও সুযোগ আছে! কেকেআরকে বার্তা লক্ষান পেসার পাথিরানার

হিটম্যানের কাছে ক্ষমা চাইলেন বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন নির্বাচক ১১

কলকাতা ২৩ এপ্রিল ২০২৬ ৯ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩১১ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.04.2026, Vol.19, Issue No. 311, 12 Pages, Price 3.00

ট্রাইব্যুনালে ভোটাধিকার ১৩০ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংবিধানের ১৪২ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। জানিয়েছিল, ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে 'পাশ' করবেন যাঁরা, তাঁরা প্রথম দফায় ভোট দিতে পারবেন। বুধবার ভোররাতে ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বলছে, মাত্র ১৩০ জনকে ট্রাইব্যুনালে পাশ হয়ে প্রথম দফায় ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছেন। আবার ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া নামের মধ্যে ২ জন ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলায় এসআইআর-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। সেখানে ৬০ লক্ষের নাম বিবেচনাধীন ছিল। জুডিশিয়াল অফিসাররা সেইসব নামের নিষ্পত্তি করে। বিবেচনাধীনের তালিকায় থাকা যে ভোটারদের নাম বিচারকদের নির্দেশে ভোটার তালিকায় ওঠেনি, তাঁরা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ১৪২ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্দেশ দেয়, ট্রাইব্যুনাল ২১ এপ্রিল পর্যন্ত যাঁদের নামের নিষ্পত্তি করবে, তার মধ্যে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে, তাঁরা প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ভোট দিতে পারবেন। আর ২৭ এপ্রিল ট্রাইব্যুনাল যাঁদের নামের নিষ্পত্তি করবে, তার মধ্যে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে, তাঁরা ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট দিতে পারবেন।

সেইমতো ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের নামের তালিকা এদিন ভোররাতে প্রকাশ করে কমিশন। তবে মাত্র ১৩৬ জনের নাম ওঠা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। আবার ট্রাইব্যুনাল বলেছিল, নামের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ভোটারদের সঙ্গে কথা না বলে কারও নাম বাদ দেওয়া হবে না। অথচ, এদিন যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে ২ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তা কীভাবে হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিন ভোররাতে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগে তৃণমূলের রাজ্য সহ- সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'তিন সপ্তাহে ট্রাইব্যুনাল ১৩৬ জনের নামের নিষ্পত্তি করেছে। গরম তাওতায় জলের ছিটে দিলে যা হয়। এই ২৭ লক্ষ মানুষ কী দোষ করেছে? এই নির্বাচন কমিশনের আর নেই দরকার। এই নির্বাচন কমিশন মানুষের অধিকার হরণ করেছে।'

বেনজির নিরাপত্তায় আজ প্রথম দফার অগ্নিপরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন। ১৬টি জেলার ১৫২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের আগে বুধবার সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলায় কর্মীদের ছুটোছুটি, সরঞ্জাম বুঝে নেওয়া থেকে বুথে পৌঁছনো, সব কিছুই চলে শেষ মুহূর্তের তৎপরতায়। রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের আগে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের আচরণবিধি নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে ভোটের দিন সকাল ছটা থেকে ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও প্রার্থীই নিজের বিধানসভা এলাকা ছেড়ে বেরোতে পারবেন না। প্রত্যেক প্রার্থীকে নিজের কেন্দ্রের মধ্যেই থাকতে হবে এবং ভোট চলাকালীন পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে হবে।

একই সঙ্গে কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, ভোটের দিন কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, উত্তেজনা ছড়ানো বা গোলমালের মধ্যে জড়ানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ভোট প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন রাখতে প্রার্থীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, প্রতিটি প্রার্থীকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে ভোটাররা অবাধে, ভয়মুক্ত পরিবেশে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত রাখতে প্রার্থীদের সক্রিয় সহযোগিতা

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও জানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল-প্রায় সর্বত্রই নিরাপত্তার কড়াকড়ি চোখে পড়েছে।

আজ যে সব আসনে ভোট, সেখানে মোট ৫ হাজার ৬৪৪টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পুরো দায়িত্বে থাকছেন মহিলারা। পাশাপাশি ২০৭টি আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। তবে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের পরিচালিত কেন্দ্রের সংখ্যা নজর কেড়েছে মাত্র ২টি।

প্রথম দফায় ভোট দেবেন ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৭১ জন।

পুরুষ ভোটার ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৯৬, মহিলা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ২১০, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪৬৫ জন। প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ৪৪ হাজার ৩৭৮টি, তার মধ্যে মূল কেন্দ্র ৪১ হাজার ৪১৮, সহায়ক কেন্দ্র ২ হাজার ৯৬০টি।

গণতন্ত্রের বদলা নিতে চান মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: 'আগে আমাদের স্লোগান ছিল বদলা নয় বদল চাই। এবার আমাদের স্লোগান, বদল নয়, গণতন্ত্রের বদলা চাই। এবার খেলা হবে, দূরন্ত খেলা হবে।' বুধবার আমডাঙার উলুডাঙা সাধনপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী মাঠে আমডাঙার প্রার্থী কাসেম সিদ্দিকীর সমর্থনে জনসভা থেকে এমনই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রশাসনিক কর্তাদের কাজে লাগিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার এই ভোটকে কলুসিত করছে, তার বিরুদ্ধে এদিনও গর্জে ওঠেন নেত্রী। বাইরের পুলিশ, মিলিটারি এবং ভিনরাজ্যের আধিকারিক ও রাজ্যের কিছু আধিকারিকদের ব্যবহার করে যেভাবে এই রাজ্যের নির্বাচনে ও সাধারণ মানুষের উপর বুলডোজার চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন, তার বিরুদ্ধে এদিন আবার তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন তিনি। বলেন, 'বিজেপি প্রশাসনের সর্বশক্তি ব্যবহার করে মাঠে নেমেছে। এটা নজিরবিহীন ঘটনা। আগে এমনটা কোনওদিন ঘটেনি। দিল্লি থেকে দুই লাখ পুলিশ, মিলিটারি, বিএসএফ, সিআরপিএফ, যুদ্ধের সাজোয়া গাড়ি নিয়ে এসেছে। ১০০ বিমান আর হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছে। শুধু রাফালে বিমান বাদ দিয়েছে। বিজেপির এত ভয় কিসের! আর এখানকার কিছু গদ্দার আছে তারা বিজেপির হয়ে কাজ করছে। তারা আমাকে এখন চেনে না, বিজেপিকে চেনে।'

তিনি সকলকে অনুরোধ করে বলেন, 'পক্ষপাতিত্ব করবেন না, নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করুন। মনে রাখবেন নির্বাচন বিধির জন্য আমি এখন প্রশাসনে নেই। বাংলায় কিছু অঘটন ঘটলে তার দায় কিন্তু আপনাদের নিতে হবে।' মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'কয়েকটা দিন সহ্য করুন, তারপর আমরা গণতান্ত্রিকভাবে বুঝে নেব। গদ্দারেরা সাম্প্রতিক সুরসুরি দিচ্ছে। লঙ্কাকাণ্ড করে আগুন জ্বালাতে দেবেন না। আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। এবারের নির্বাচন রাজনৈতিক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে আমি যদি যোদ্ধা হই, তাহলে মা-বোনেরা আমার সহ যোদ্ধা। আপনারা যদি পাশে থাকেন, তবে আমি পাহাড়, জঙ্গল সব জয় করবো।'

এদিন নেত্রী আরও বলেন, 'ওয়াকফ নিয়ে কেউ কেউ মিথ্যা প্রচার করছে। আমরাই বিজেপির এই নীতির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছিলাম।'

হাবড়ায় মেট্রো, আশ্বাস শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: 'তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের উল্টো করে ঝুলিয়ে পেটানো হবে...।' হাবড়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে বুধবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বিআর আম্বেদকর মাঠে অমিত শাহের নির্বাচনী জনসভা ছিল। হাবড়া ও অশোকনগরের বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল ও সুময় হীরার সমর্থনে শাহ সভা করতে আসেন। নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সভামঞ্চে আসেন। বক্তব্যের শুরু থেকেই তিনি তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে গিয়েছেন।

এদিন শাহ বলেন, হাবড়ার যানজট সমস্যা নিয়ে সরকার কোনওদিন কিছু করেনি। সরকার গঠন করব। তারপর হাবড়া শহরের যানজট সমস্যার সমাধানে হাই ফ্রিকোয়েন্সির মেট্রো চালু করব।' অনুপ্রবেশ ও দুর্নীতি নিয়েও তিনি তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেছেন। এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তৃণমূলের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা কান খুলে শুনে রাখুন। আগামী ২৯ তারিখ আপনারা কেউ বাড়ি থেকে বেরোবেন না। যদি বেরোন, তাহলে জেনে রাখুন ৫ তারিখ আমরা সরকার গঠন করব। তারপর তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের উল্টো করে ঝুলিয়ে পেটানো হবে।' অনুপ্রবেশ নিয়েও এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তৃণমূল সরকারকে একহাত নিয়েছেন। শাহ বলেন, 'পিসি আর ভাইপোর সরকার অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবে না। ৫ তারিখ আমরা সরকার গঠন করব। ৬ তারিখ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর কাজ শুরু করব।'

হুমায়ুন কবির প্রসঙ্গেও এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আক্রমণত্মক ছিলেন। তিনি বলেন, 'হুমায়ুনকে ধরে বাংলায় বাবরি মসজিদ তৈরি করার চেষ্টা চলছে। বাংলায় আমরা কোনও বাবরি মসজিদ হতে দেব না।' রাজ্য সরকারের দুর্নীতি ও কর্মসংস্থান নিয়োগ নিয়েও অমিত শাহ আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'আপনারা কি এই চোরের সরকার চান? যদি না চান তাহলে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। এই সরকার দুর্নীতির সরকার, চুরির সরকার, রাজ্যে কর্মসংস্থান হয় না। আমরা সরকার গড়লে বছরে এক লক্ষ যুবক-যুবতীর চাকরি দেব।'

বক্তব্যের শুরুতে স্থানীয় আবেগকে কাজে লাগাতে হাবড়া ও অশোকনগরের বিভিন্ন মন্দিরের নাম উল্লেখ করে শাহ প্রণাম জানান।

ভোটের দিনেই বাংলায় মেগা প্রচারে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে যখন প্রথম দফার ভোটযুদ্ধ শুরু হচ্ছে, ঠিক তখনই বঙ্গ জয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে ময়দানে নামছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ, একদিকে যখন ১৫২টি কেন্দ্রে ভোটদান চলবে, অন্যদিকে তখন দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলায় ঝোড়ো প্রচার সারবেন তিনি। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, ব্যারাকপুর, মথুরাপুর ও হাওড়ায় পরপর তিনটি কর্মসূচি করবেন প্রধানমন্ত্রী।

নিরাপত্তার চাদরে মোড়া ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে মোদীর সভা নিয়ে পারদ চড়ছে। এরপরই তাঁর গন্তব্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর, শেষে বিকেলে হাওড়ার বেলুড় থেকে উত্তর হাওড়ায় রোড শো করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রচারের শেষলগ্নে ভোটারদের মন জিততে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। হাওড়া জেলাতেও এই মেগা সমাবেশের শেষ পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। হাওড়া সদর বিজেপি জানিয়েছে, 'ভোটের দিন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি আমাদের বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে।'

তবে এই কর্মসূচি নিয়ে শাসক শিবির কটাক্ষ করতে ছাড়েনি।

তাদের দাবি, ভোটের দিন প্রচার চালিয়ে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে।

অন্যদিকে, এক প্রবীণ ভোটারের সরস মন্তব্য, 'একদিকে বুথে বুথে লাইন, অন্যদিকে মোদীর ভাষণ, এবার লড়াইটা বেশ জমজমাট হবে।' প্রথম দফার এই হাই ভোল্টেজ দিনে প্রধানমন্ত্রীর এই 'ম্যারাথন' সফর নির্বাচনী সমীকরণে বড়সড় বদল আনে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

কেন্দ্রীয় তদন্তে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি 'কল্পনাও করিনি'

সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল: কেন্দ্রীয় তদন্ত চলাকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কতটা গ্রহণযোগ্য, এই প্রশ্নেই সরব হল সুপ্রিম কোর্ট। আইপ্যাক সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, এমন পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগজনক নজির তৈরি করতে পারে।

ঘটনার সূত্রপাত জানুয়ারিতে, যখন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আইপ্যাক কর্তার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেই সময়েই সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, তিনি সেখান থেকে নথি ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী নিজের হেপাজতে নেন। পরবর্তীতে একই দিনে সংস্থার কার্যালয়েও যান তিনি। এই প্রেক্ষাপটে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, 'তদন্ত চলাকালীন কোনও মুখ্যমন্ত্রীর এভাবে উপস্থিত হওয়া আমরা কল্পনাও করিনি। এতে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে।'

এদিকে, আইপ্যাক মামলায় জোর সওয়াল করেন রাজ্যের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। তিনি বলেন, কোনও অফিসারের অধিকার লঙ্ঘিত হয়নি। শুধু তাই নয়, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে একহাত নিয়ে আইনজীবীর আরও অভিযোগ, ইডি এই মামলায় এমন নতুন ধরনের আইন নিয়ে এসেছে, যা কখনও আগে তোলা হয়নি। এমনকী ফের একবার ইডি তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের আইনজীবী। তাঁর কথায়, কোনও ভয় দেখানো কিংবা চাপ ছিল না।

লঙ্ঘিত হয়নি কোনও অফিসারের অধিকারও।

আর এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই এদিন ইডির তল্লাশির সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌঁছে যাওয়ার বিষয়টি উঠে আসে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ইডির তদন্তে যখন মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেন, তখন তা কেন্দ্র বনাম রাজ্যের বিবাদ হতে পারে না। শুধু তাই নয়, যেভাবে তদন্তকারী সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে তা নিয়েও এদিন বিস্ময় প্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। এক্ষেত্রে আদালতের আরও পর্যবেক্ষণ, এক্ষেত্রে পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। এমনকী এই মামলাটিকে ব্যতিক্রমী মামলা বলেও এদিন উল্লেখ করে বিচারপতি। যদিও এদিনের মতো মামলার শুনানি শেষ হয়ে গেলেও, বৃহস্পতিবার ফের এই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী আগেই দাবি করেছিলেন, 'এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযান। বিরোধীদের চাপে রাখতেই এই পদক্ষেপ।' ইডি ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে উচ্চতর তদন্তের দাবি তুলেছে। ফলে প্রশাসন বনাম তদন্তকারী সংস্থার এই সংঘাত যে আগামী দিনে আরও জটিল মোড় নিতে চলেছে, তা স্পষ্ট।

'সন্ত্রাসের কাছে মাথা নোয়াবে না দেশ'

পহেলগাঁও হামলার বর্ষপূর্তিতে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল: এক বছর আগে ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হামলায় ২৬ জন নিহত হন। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পহেলগাঁওয়ে নিহতদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমবেদনা জানান স্বজনাহারা পরিবারগুলির প্রতিও। এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে মোদী লেখেন, হত্যাকাণ্ডে নিহতদের দেশ কখনও ভুলবে না। পাশাপাশি পাকিস্তানের নাম না করে মোদীর বার্তা, কোনও ধরনের সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না দেশ।

পহেলগাঁও হামলা এবং পরবর্তী সিঁদুর অভিযানকে স্মরণ করে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছিল ভারতীয় সেনা। সেনার পোস্টে প্রতিবেশী দেশকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, কিছু সীমা কখনওই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তার পরিণতি হয় ভয়ানক। কার্যত পহেলগাঁওয়ের বর্ষপূর্তিতে পাকিস্তান হুঁশিয়ারি দিয়েছে সেনা। এদিন এক্স হ্যান্ডলে একটি কার্ড পোস্ট করেছে ভারতীয় সেনা। সেখানে লেখা হয়, 'কিছু সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয়।' তার ঠিক নিচেই লেখা, 'ভারত কখনও ভুলবে না।' এইসঙ্গে পোস্টের

ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'যখন মানবতার সীমা লঙ্ঘন করা হয়, তার পরিণতি হয় ভয়ানক। তাই কিছু সীমা কখনওই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। বিচার অবশ্যই পাওয়া যায়। ভারত ঐক্যবদ্ধ।'

সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মোদী লিখেছেন, 'গত বছর এই দিনে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় নিহত নিরীহ প্রাণদের স্মরণ করছি। তাঁদের কখনও ভোলা যাবে না। 'আমি শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'জাতি হিসেবে আমরা শোক ও সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ। ভারত কোনও প্রকার সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না। সন্ত্রাসীদের জঘন্য পরিকল্পনা কখনও সফল হবে না।'

২০২৫ সালে ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা হামলা চালায়। এই হামলায় ২৬ জন নিহত হয়েছিলেন। এর মধ্যে ২৫ জন পর্যটক। একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী টাট্টুঘোড়াওলা। এই হামলার জবাবে সিঁদুর অভিযানে চালায় ভারতীয় সেনা। পাক ভূখণ্ডে ঢুকে জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এর পরেই ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হয়। এই সংঘর্ষে ভারতীয় সেনার হামলায় পাকিস্তানের একাধিক সামরিক বিপর্যস্ত হয়। হামলার পরে উপত্যকার প্রায় ৫০টির বেশি পর্যটনস্থল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ২০২৬ সালের মার্চে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে টিউলিপ বাগান-সহ ১২টি পর্যটনস্থল খুলে দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে, বুধবার বৈসরণ উপত্যকার একাংশ-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৯টি পর্যটনক্ষেত্র খুলে দেওয়া হয়েছে। পহেলগাঁও সন্ত্রাসের পর থেকে সেগুলি বন্ধ ছিল। পহেলগাঁও থেকে বৈসরণ উপত্যকাগামী হাঁটাপথে বুধবার কিছু পর্যটক গিয়েছিলেন। তাঁদের সুরক্ষার জন্য গোটা এলাকা জুড়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেছিল কেন্দ্রীয় আধাসেনা। চিহ্নিত এলাকার বাইরে পর্যটকদের যাওয়ার উপর ছিল কড়া বিধিনিষেধ।

হুঁশিয়ারি রাজনাথের

■ **ভারত 'ভবিষ্যতে কোনও অসদাচরণ' করলে কলকাতায় হামলা হবে। ক'দিন আগে এই ভাষাতে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। পহেলগাঁওয়া হামলার বর্ষপূর্তিতে পালটা হুমকি দিলেন রাজনাথ সিং। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এদিন বলেন, প্রতিবেশী যদি কোনও রকম ঝামেলার চেষ্টা করে তবে...।**

বুধবার জার্মানিতে একটি অনুষ্ঠানে রাজনাথ বলেন, 'ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আজ পর্যন্ত ভারত নিজে থেকে বিশ্বের কোনও দেশকে আক্রমণ করেনি। যিনি শক্তিশালী তিনি কখনও আক্রমণ করেন না। কিন্তু প্রতিবেশী যদি ঝামেলার চেষ্টা করে, তাহলে...। সব প্রতিবেশী ভালো, কেবল একটি ছাড়া।' রাজনাথ মনে করিয়ে দেন, 'ভারত এখন আগের চেয়েও শক্তিশালী। নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে আমাদের সেনা অপারেশন সিঁদুরে কী করেছে।'

বাংলায় ২০০ ও অসমে ১০০টি আসন পাবে বিজেপি: হিমন্ত বিশ্বশর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: আগামী ২৯শে এপ্রিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার কালনায় বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

কালনা বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী সিদ্ধার্থ মজুমদারের সমর্থনে কালনার বৈদ্যপুর রথতলায় আয়োজিত এই সভা থেকে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দেন তিনি। পাশাপশি ভোটারদের উদ্দেশে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার কথা বলেন। ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেই। খোলা মনে ভোট দিন। যাকেই খুশি ভোট দিন, নির্ভয়ে ভোট দিন। কারোর কিছু হবে না, আমরা সবাই আপনাদের সঙ্গে আছি।' তিনি বলেন, 'বাংলায় পরিবর্তন প্রয়োজন, পাল্টানো দরকার। আগের মতো ভয় ভীতির পরিবেশ আর নেই। আমার মনে হয় এবার কোনও গুন্ডা সাহসও করবে না গণ্ডগোল করার।' তিনি আরও বলেন, 'আমার মনে হয় এবার অসমে ১০০টি আর বাংলায় ২০০টি সিট পাবে বিজেপি।' এদিন হেলিকপ্টারে করে সভা মঞ্চের পাশের হেলিপ্যাডে নেমে সভায় যোগ দেন তিনি। হেমন্ত বিশ্বশর্মা ছাড়াও কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি স্মৃতিকনা বসু, জেলা ও মণ্ডলের কর্মীরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। পাশাপশি এদিন তার বক্তব্য শুনতে বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ এদিন সভায় যোগ দেন।

প্রথম দফার ভোটের প্রাক্কালে ঝাড়গ্রামে তুঙ্গে চূড়ান্ত প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আজ বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে বুধবার সকাল থেকেই ঝাড়গ্রামের রানি ইন্দিরা দেবী কলেজ চত্বর সরগরম হয়ে ওঠে। এখানেই তৈরি করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ডিসিআরসি কেন্দ্র, যেখান থেকে ভোট গ্রহণ কর্মীরা নিজেদের নির্দিষ্ট বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। ঝাড়গ্রাম জেলায় ১১৭৬টি বুথ রয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলেজ চত্বরে উৎসবের আবহের পাশাপাশি প্রশাসনিক ব্যস্ততার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভোট কর্মীরা নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে ইভিএম, ভিভিপ্যাট-সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করছেন। তবে এই ব্যস্ততার মাঝেই বাড়তি সমস্যা তৈরি করেছে তাপপ্রবাহ। ভোট গ্রহণ কর্মী সঞ্চারী ঘোষাল ও শর্মিষ্ঠা দাস জানান, অতিরিক্ত গরমের কারণে কাজ করতে গিয়ে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে সরঞ্জাম সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে যাত্রার প্রস্তুতি, সবকিছুই কঠিন হয়ে উঠছে তীব্র গরমে। তবুও দায়িত্ব পালনে তারা অটল। পুরো কলেজ চত্বর কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। মোতায়েন রয়েছে বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ। ভোট কর্মীদের সুবিধার্থে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পানীয় জল, বিশ্রামের জায়গা ও সহায়তা কেন্দ্রের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের দুর্গম ও স্পর্শকাতর বুথগুলিতে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ পরিবহণ ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, দুপুরের পর থেকেই ভোট কর্মীদের বহনকারী বাসগুলি একে একে বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে শুরু করে। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও লক্ষ্য একটাই শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সম্পন্ন করা।

মালদা কলেজ কেন্দ্রে একাধিক অব্যবস্থার অভিযোগ ভোটকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মালদায় থাকছে মোট ৭০টি মহিলা বুথ। এজন্য প্রিজাইডিং অফিসার থেকে ভোট কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে, প্রায় ৩ হাজার ২০০ জন মহিলা কর্মীকে। বুধবার সকাল থেকেই ইংরেজবাজার শহরের মালদা কলেজ মাঠেই ডিসিআরসি কেন্দ্রে ভোট কর্মীদের বিভিন্ন কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি পর্ব চালানো হয়। কিন্তু এই ডিসিআরসি কেন্দ্রের বেশ কিছু অব্যবস্থা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন পুরুষ ও মহিলা ভোট কর্মীরা। পাশাপাশি ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেট না মেলায় অনেক ভোট কর্মীরা ডিউটি চলাকালীন ভোট দিতে পারবেন না বলেও জানিয়েছেন। কেউ কেউ আবার ভোটের ডিউটির প্রথম দফার সাম্মানিক না মেলার অভিযোগ তুলেছেন। তীব্র গরমের মধ্যে এই কেন্দ্রে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয়নি বলে অভিযোগ তোলেন।

বুধবার সকাল থেকেই ইংরেজবাজার শহরের মালদা কলেজ মাঠেই ডিসিআরসি সেন্টার করা হয়েছিল। এছাড়াও চাঁচল মহকুমার সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল একইভাবেই নির্বাচনের জন্য ভোট কর্মীদের এমন সেন্টার করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তীব্র গরমের মধ্যে পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়নি বলে অভিযোগ। কেউ কেউ আবার ভোটের ডিউটির অগ্রিম সাম্মানিক না মেলার বিষয়েও অভিযোগ তোলেন। এদিকে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ শুরু হয়েছে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মালদার বৈষ্ণবনগর বিধানসভা-সহ একাধিক এলাকায় চলছে বিশেষ বুলেট প্রুফ গাড়ি নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। মালদা জেলায় ১৭২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। থাকছে এক কোম্পানি মহিলা বাহিনীও। সেই সঙ্গে ৩২৭টি কুইক রেসপন্স টিমের গাড়ি থাকছে। জেলার প্রায় বিভিন্ন প্রান্তে ৩৭টি নাকা চেকিং রয়েছে। মোট ভোটার ২৭ লাখ ৯১ হাজার ৭৩৬। মোট ভোট কেন্দ্র ৩২৪৯। মহিলা বুথ ৪২৮। মডেল বুথ ১২ টা। মোট ভোট কর্মী ১৫ হাজারেরও ওপর। মহিলা ভোট কর্মী ৩ হাজার ২০০। মূলত মালদা এবং ইংরেজবাজার বিধানসভার পাশাপাশি আরো কয়েকটি কেন্দ্রে মোট ৭০টি মহিলা ভোটকেন্দ্র করা হয়েছে। এদিন মালদা কলেজ মাঠে ডিসিআরসি সেন্টারে উপস্থিত ভোট কর্মী পম্পা দাস নিবেদিতা ধর বলেন, 'শেষ পর্যন্ত ইলেকশন ডিউটির সার্টিফিকেট আমাদের হাতে এল না। যার ফলে ভোটটা দিতে পারলাম না। আসলে এই সার্টিফিকেট পেলে নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রের যে কোনও বুথে গিয়ে ভোট দেওয়াটা সহজ হতো। যেহেতু আমার ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বাড়ি এবং এখানেই একটি বুথে ডিউটি পড়েছে তাই সহজেই ভোটটা দিতে পারতাম। কিন্তু এই সার্টিফিকেট পাওয়া যায় নি। অনেকে আবার অন্যান্য সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন। এদিকে দিন তীব্র গরমের মধ্যে বেশ কিছু ভোট কর্মীদের অসুস্থ বোধ করতে দেখা গিয়েছে। যদিও পরে ভোট কর্মীদের ট্রেনিং-এর প্রথম দফার সাম্মানিক দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয় ভোট কর্মীদের পক্ষ থেকে।

পাওনা চাওয়ায় খুন বৃদ্ধ পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে এক শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদার ও তার দলবলের হাতে হামলার শিকার হন এক বৃদ্ধ পরিযায়ী শ্রমিক। তড়িঘড়ি তাঁকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেন। আর এই খুনের ঘটনায় মৃতের পরিবার এলাকার শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদার লিটন শেখ ও তার দল বলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার মীরদাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের করিটোলা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ইদু শেখ (৬০)। তার ছেলে সামিম শেখ (২৬), প্রায় দুই মাস আগে ওই এলাকারই এক শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদার লিটন শেখের মাধ্যমেই মহারাষ্ট্রে দিনমজুরি করতে যান সামিম সেই সময় বলা হয়েছিল সামিমের পরিবারকে পাওনা টাকা বুঝিয়ে দেবে ওই ঠিকাদার। কিন্তু মাস পেরিয়ে গেলেও টাকা না মেলায় ওই শ্রমিকের পরিবার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং ঠিকাদার লিটনকে টাকার জন্য বারবার বলছিলেন। এদিন সকালে লিটনের বাড়িতে টাকা চাইতে গেলেই ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাবাকে বাঁশ, লোহার রড দিয়ে হামলা চালানো হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় আহতকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেয়।

মৃতের এক আত্মীয় ফজলুল শেখ জানিয়েছেন, 'লিটন শেখ এলাকায় এভাবে অনেক যুবককে ভিন রাজ্যে কাজে পাঠিয়ে ঠকিয়েছে।' পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তেরা। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

বাস সংকটে অচল আরামবাগ

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলির পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক কাজে ব্যাপক হারে বাস তুলে নেওয়ায় কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে। দক্ষিণবঙ্গের এই জেলাগুলি ছাড়াও উত্তরবঙ্গেও হুগলি জেলা থেকে ভোটের জন্য বাস নেওয়া হয়। এমনটাই জানা যাচ্ছে প্রশাসন সূত্রে। এদিন সকাল থেকেই বাসের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে কম থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে যাওয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও বাস না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। বুধবার ভোর হতেই আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের ভিড় জমতে শুরু করে। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, ততই স্পষ্ট হয়েছে বাসের সংকট। বহু রুটেই বাস প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী, রোগী, সকলেই সমস্যায় পড়েছেন। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে টোটো, ছোট গাড়ি কিংবা ভাড়ার গাড়িতে গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আবার অনেকে কোনো উপায় না পেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। নিত্যযাত্রী সুভাষ মণ্ডল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রতিদিন কাজের জন্য আরামবাগ থেকে মেদিনীপুর যাতায়াত করি। আজ সকাল সাতটা থেকে দাঁড়িয়ে আছি, এখনও কোনো বাস পাইনি। ভোট এলেই আমাদের এই ভোগান্তি বাড়ে। কাজের জায়গায় দেরি হলে আমাদেরই সমস্যায় পড়তে হয়, সেটা কেউ ভাবে না।' গৃহবধূ মমতা দাস জানান, 'চিকিৎসার জন্য হুগলিতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস না থাকায় এখন কী করব বুঝতে পারছি না। ছোট বাচ্চা নিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, খুব অসুবিধা হচ্ছে। প্রশাসনের উচিত ছিল আগে থেকে ব্যবস্থা করা।' কলেজ পড়ুয়া রাহুল হাজরা বলেন, 'আজ আমার টিউশন ছিল। বাস না থাকায় সময়মতো পৌঁছানোই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' শুধু সাধারণ যাত্রীই নন, সমস্যায় পড়েছেন ছোট ব্যবসায়ীরাও। অনেকেই জানিয়েছেন, বাজারে জিনিসপত্র পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ছে। এই বিষয়ে আরামবাগ বাস মিনিবাস অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদনা মধুমিতা ভট্টাচার্য বলেন,'আমরা পুরুলিয়া ৩৬টি, মেদিনীপুর ১০টি ও বাঁকুড়ায় ৬১টি বাস দিয়েছি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটের জন্য বাস দেওয়া হয়। জনগণ সমস্যায় পড়লেও কিছু করার নেই।' সবমিলিয়ে এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। যাত্রীদের দাবি, ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। পর্যাপ্ত বিকল্প পরিবহণের ব্যবস্থা না থাকলে প্রতি নির্বাচনে একই দুর্ভোগের শিকার হতে হবে সাধারণ মানুষকে, এমনটাই আশঙ্কা নিত্যযাত্রীদের।

ভোটের প্রস্তুতিতে সরগরম দঃ দিনাজপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাত ফুরোলেই প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন। এই গণতান্ত্রিক উৎসবকে ঘিরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে এখন সাজ সাজ রব। ভোটের আগের দিন জেলার বালুরঘাট ও বুনিয়াদপুরে ডিসিআরসিতে ভোট কর্মীদের ব্যস্ততা ও তৎপরতা তুঙ্গে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে প্রশাসন কোনও খামতি রাখতে চাইছে না। জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে খবর, জেলার ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য দুটি পৃথক কেন্দ্র থেকে নির্বাচনী সরঞ্জাম বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বালুরঘাট কলেজে মূলত বালুরঘাট, তপন, কুমারগঞ্জ এবং গঙ্গারামপুর এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্ব রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, বুনিয়াদপুর কলেজ থেকে কুশমণ্ডি ও হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হচ্ছে। জেলায় এবার মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ ৬০ হাজার। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য জেলায় মোট ১ হাজার ৩৯৮টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫টি অতিরিক্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রও রয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে জেলায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার ভোট কর্মী নিরলস পরিশ্রম করছেন। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলেছে গোটা জেলা। নির্বাচনে নিরাপত্তার মূল দায়িত্বে থাকছে ৮৩টি কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি রাজ্যের প্রায় ২ হাজার পুলিশ কর্মীও সরাসরি ভোট পরিচালনার কাজে যুক্ত থাকছেন। প্রতিটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার, ক্ষুদ্র পর্যবেক্ষক এবং নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক আধিকারিকদের নিয়োগ করা হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই বালুরঘাট কলেজের মাঠে ভোট কর্মীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সেখান থেকে তাঁরা বৈদ্যুতিন ভোট যন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী বুঝে নিচ্ছেন। সব সরঞ্জাম সংগ্রহ করার পর একে একে তাঁরা নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষ যাতে নির্ভয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারেন, তার জন্য সব রকম আগাম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

বিপুল মাদক উদ্ধার বর্ধমানে, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটের আগেই বিপুল পরিমাণে মদ উদ্ধার হল বর্ধমানে। পূর্ব বর্ধমানের তেজগঞ্জ এলাকায় অভিযানে নেমে বিপুল পরিমাণে বেআইনিভাবে মজুদ বিদেশি মদ ও বিয়ার উদ্ধার করেছে প্রশাসন। মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযানে নামে জেলা পুলিশ, আবগারি দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তেজগঞ্জের বাসিন্দা সুশোভন অধিকারী নামক এক ব্যক্তির বসতবাড়িতে আচমকা হানা দেয় যৌথ দলটি। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পর বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে মোট ১০১ কার্টুন বিদেশি মদ এবং ৩৬ কার্টুন বিয়ার উদ্ধার করা হয়েছে। যার বর্তমান বাজারমূল্য আনুমানিক ২৭ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রশাসনের নজর এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে মদের বেআইনি কারবার চলছিল। উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত সুশোভন অধিকারীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তি এই বিপুল পরিমাণ মদের চালান কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং এর আসল গন্তব্য কোথায় ছিল, তা জানতে পুলিশ জেরা শুরু করেছে। আবগারি দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, তারা গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিলেন, যে তেজগঞ্জ এলাকায় বড়সড় একটি বেআইনি মদের মজুত হয়েছে। জেলা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহায়তায় তারা সফলভাবে এই উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করেন। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তাদের সন্ধানে শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি।

দুর্গাপুরের ডিসিআরসি কেন্দ্র পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি বিধানসভা নির্বাচনের। তার আগে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে প্রশাসনের তরফে। নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও অন্যান্য কর্মীরা ভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয় কিট সংগ্রহ করতে ভিড় জমাচ্ছেন ডিসিআরসি কেন্দ্রে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মোট তিনটি ডিসিআরসি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়, রানিগঞ্জ এবং আসানসোল। বুধবার সকালে দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ডিসিআরসি কেন্দ্র পরিদর্শনে যান জেলার জেলাশাসক পন্নামবলাম এস। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক এবং নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৫ জন। মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ২,৫৮৮টি এবং নজরদারির জন্য বসানো হয়েছে ৫, ৪৫৫টি ওয়েব ক্যামেরা। জেলাশাসক পন্নামবলাম এস জানান, 'অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রতিটি এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নির্দেশিকা মেনেই কাজ করা হচ্ছে। বাইক চলাচলের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা উভয় ধরনের আধিকারিক মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, যাতে ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

ডিসিআরসি কেন্দ্রে বিএলওদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ভোটের আগের দিনই বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠে এলো দুর্গাপুরের ডিসিআরসি কেন্দ্রে। নোটিস পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বহু বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও), কিন্তু পৌঁছে তাঁরা জানতে পারেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কোনও কাজ নেই। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন উপস্থিত বিএলওরা। অভিযোগ, অযথা ডেকে এনে গরমের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করানো হয়েছে তাঁদের। জল, বসার ব্যবস্থা এমনকী গাড়ি প্রবেশ নিয়েও সমস্যা তৈরি হয় বলে দাবি করেন তাঁরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং মহকুমা শাসকের সামনেই বিএলওরা বিক্ষোভ দেখান ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন। জয়ন্তী টুডু নামে এক বিএলও বলেন, 'আমাদের ডাকা হয়েছে, কিন্তু এসে দেখি কোনও কাজই নেই। এই গরমে আমাদের হয়রানি করা হচ্ছে। পানীয় জল নেই, গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে না, সব মিলিয়ে আমরা চরম অসুবিধার মধ্যে পড়েছি।' পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে জানানো হয়, ভুলবশত তাঁদের ডাকা হয়েছিল। সকল বিএলওকে বাড়ি ফিরে যেতে বলা হয় এবং বৃহস্পতিবার সকালে সরাসরি নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ভোটের আগে প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ভোটের 'ড্রাই ডে'তে তালরসই ভরসা!

আউশগ্রামে সুরাপ্রেমীদের নতুন ঠিকানা তালগাছতলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশ। নির্দিষ্ট সময় থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ মদ বিক্রি ও সেবন। কিন্তু বাঙালির বুদ্ধি আর 'উপায় খোঁজার' স্বভাব যে চিরন্তন, তারই এক চিত্র ধরা পড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে। ভোটের দু'-তিন দিন আগে থেকেই মদ নিষিদ্ধ হওয়ায় সমস্যায় পড়েন সুরাপ্রেমীরা। তবে সেই সমস্যার সমাধানও তাঁরা খুঁজেও নিয়েছেন নিজেদের মতো করে। সকাল হতেই দেখা যাচ্ছে, বহু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন তালগাছের নিচে। কারও হাতে কাঁচা তালরসের ভাঁড়, আবার কোথাও গোপনে বসে তৈরি হচ্ছে ছোটখাটো 'ঠেক'। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সময়টায় তালরসের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সাধারণত গরমকালে এই রস পান করা হয় শরীর ঠান্ডা রাখতে, কিন্তু এখন তা যেন হয়ে উঠেছে 'ড্রাই ডে'র বিকল্প পানীয়। কেউ বলছেন, 'মদের মতো না হলেও, মনের খিদে তো মেটে!' হাসতে হাসতেই এমন মন্তব্য অনেকের। এদিকে প্রশাসনের নজরদারি এড়াতে অনেকেই ভোরবেলা বা নির্জন জায়গায় গিয়ে তালরস পান করছেন। যদিও তালরস স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রাকৃতিক পানীয়, তবে তা ফারমেন্টেড হলে হালকা নেশার প্রভাব ফেলতে পারে এই বিষয়টিও অজানা নয় অনেকের কাছে। ভোটের আবহে এমন 'বিকল্প পথ' বেছে নেওয়া নিয়ে এলাকাজুড়ে চলছে নানা চর্চা। কেউ মজা করে বলছেন, ভোট এলেই তালগাছের কদর বাড়ে, এইবার ভোট তো আরও কড়াকড়ি। তাই তালরসই ভরসা!' আবার কারও মতে, 'এও এক ধরনের গ্রামবাংলার ঐতিহ্য, যা নতুনভাবে সামনে আসছে।' সব মিলিয়ে, নির্বাচনী কড়াকড়ির মধ্যেও আউশগ্রামে তালগাছতলায় জমে উঠেছে অন্যরকম 'সকালবেলা আড্ডা'। যেখানে রাজনীতি নয়, মূল আকর্ষণ এখন তালরসের স্বাদ।

নালিকুলে প্রচার সভা থেকে বিস্ফোরক মমতা

বনস্পতি দে ● হুগলি

বুধবার হুগলির নালিকুলে এক প্রচার জনসভায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেন, 'আমরা সব সময় আলু চাষিদের পাশে আছি। আলু চাষিদের জন্য দাম বাড়িয়েছি ক্যুইন্টাল প্রতি সাড়ে ৯০০ টাকা। ওরা আলু চাষিদের জন্য দরদ দেখাচ্ছে। আলু চাষিদের জন্য কোল্ড স্টোরেজ করে দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা সেখানে প্রচুর আলু রাখতে পারবেন। আলু চাষিরা জানিয়েছেন আলু বাইরে পাঠাবার জন্য ট্রেন দিচ্ছে না। আমি বলি কী ওসব আশা না করে লরিতে করে আলু বাইরে রাজ্যে পাঠাও। আমরা আলু অনেক বাইরে পাঠাই।' এরপর কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, 'ওরা যে কোনওভাবে বাংলা দখল করতে চাইছে। দু'লাখ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এসেছে ভোটের দিনটাকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে দিয়েছে। মিলিটারি আনছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী আনছে, সাজোয়া গাড়ি আনছে, আরো কত কি আনছে। পুলিশের মাথার উপর বসছে। যেটা আগে কোনওদিন হয়নি। অনেক কিছুই দেখাবে ওরা, আপনাদের সবাইকে বলছি অবশ্যই ভোট দিতে যাবেন। কারুর কথা শুনবেন না। ভোটের দিন কেউ কিছু করলে আপনারা আইনের আশ্রয় নেবেন।' মমতা আরও বলেন, 'ওদের আশা পূর্ণ হবে না। ওরা একটা লোককে চাকরি দেয়নি। আমরা প্রচুর ছেলেমেয়েদের চাকরি দিয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি দুয়ারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে ওষুধ ডাক্তার সব আপনি বাড়িতেই পাবেন। সব প্রকল্প করেছি। কোন মানুষের আর কাঁচা বাড়ি থাকবে না।' দেশের নিরাপত্তার কথা তুলে বিজেপির উদ্দেশ্যে মমতা আরও বলেন, 'তোমরা পুলওয়ামা ঠেকাতে পারো না, দিল্লির সন্ত্রাস ঠেকাতে পারো না, তখন কোথায় ছিল এত কেন্দ্রীয় বাহিনী? মনিপুরের কিছুই করতে পারছ না কেন?' এরপরই জন প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মা-বোনেদের লক্ষ্মীর ভান্ডার আজীবন থাকবে এটা বলে গেলাম। যুব সাথী প্রকল্প এরপরেও হবে। লক্ষ্মীর ভান্ডার যারা পাননি, পরে তারাও পাবেন। কন্যাশ্রী প্রকল্প ২০১৩ সালে আমরা করেছি। আমাদের দেখে ওরা বলে 'বেটি বাঁচাও'। উনি ঝাল মুড়ি খাচ্ছেন তা ভালো কিন্তু যে দোকান থেকে খাচ্ছেন, সেখানে তো ক্যামেরা লাগানো ছিল। তবে কি আগে থেকে সব ঠিকঠাক করেছিল উনি আবার দশ টাকা বার করে দিচ্ছেন। সেটা ওনার কাছে ছিল? আমার কাছে তো খুচরো টাকা থাকে। কিন্তু ১০ টাকা থাকে না। এগুলো আপনারা দেখুন।' মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'তারকেশ্বরে বিপুল উন্নয়ন হয়েছে, কামারপুকুর উন্নয়ন হয়েছে।' ফের খাবার বিভেদ নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'বন্যার সময় ওদের দেখা পাওয়া যায় না। শুধু ভোটের পাখি। ওরা কে কি খাবে, ওরা ঠিক করে দেবে? ওরা আবার মাছ খাচ্ছে এখন? শুনে রাখুন, ওরা আসলে মাছ, মাংস, ডিম খেতে দেবে না। বাংলার বাইরে বাংলায় কথা বললেই বিদেশি। সবাই অনুপ্রবেশকারী। এসআইআরে জেনুইন নাম বাদ দিয়েছে। হজ করতে যেতে বলছে, যাতে ভোট দিতে না পারেন। আপনারা যাবেন তবে অবশ্যই ভোট দিয়ে তবে যাবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। ওরা খুব ডেঞ্জারাস। এবার আর বদল নয়, বদলা চাই। তবে ভোটের মাধ্যমে বদলা চাই। এটা অবশ্যই আপনারা মনে রাখবেন। যতই করিস হামলা এবার জিতবে বাংলা। তৃণমূলই আবার আসবে। তবে মনে রাখবেন অবশ্যই ভোট দেবেন না হলে ওরা এনআরসি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে।' এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন হরিপালের তৃণমূল প্রার্থী ডাক্তার করবি মান্না, চণ্ডীতলার তৃণমূল প্রার্থী স্বাতী খন্দকার, সিঙ্গুরে তৃণমূল প্রার্থী বেচারাম মান্না-সহ তৃণমূল নেতৃবৃন্দ।

অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে একজন হিন্দু থাকলে, আমি আজই রিজাইন দেব: হিমন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: 'অসমের কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প হিন্দু বাঙালিদের জন্য নয়। অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে একজন হিন্দু থাকলে আমি আজই রিজাইন দেব।' বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়াতে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের সমর্থনের জনসভাতে বক্তব্য রাখার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই বললেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বাস শর্মা। রাজ্যের যে ১৫২টি আসনে নির্বাচন রয়েছে, তার মধ্যে ১১০টি আসন বিজেপি পাবে বলে দাবি করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি, রাজ্যে ২০০টি আসন নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে বলেও দাবি করেন হেমন্ত। এদিনের জনসভা থেকে মতুয়াদের পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ শানালেন তিনি। এদিন হেমন্ত বলেন, 'দিদি যখন ভাষণ দেন, তার অর্ধেক সময় মোদীকে কটূক্তি করেন, না হয় অমিত শাহাকে কটূক্তি করেন। এখন আবার ৬-৭ দিন ধরে আমাকেও গালাগালি দেওয়া শুরু করেছেন। আমার ওপরে এফআইআর করেছেন। দিদিকে বুঝিয়ে দি-ই, দিদি আমাকে এক গুলি মারলে, আমি দুই গুলি মারব। আপনার কাছে পুলিশ আছে, আমার কাছেও পুলিশ আছে। টক্কর বরাবর হবে।' এরপরই হিন্দুদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'বাংলাদেশের হিন্দুদের ঘরই ভারত। লোকেদের এখানেই থাকতে হবে, এখানেই মরতে হবে। এ ভারত আমাদের। বিশ্বের যেখানের হিন্দুরা বিপদ অনুভব করবেন, তাদের আমরা ভারতে নিয়ে আসব।' একই সঙ্গে মতুয়াদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'একবার বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতে দিন। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে মতুয়াদের সমস্ত দুঃখের নিবারণ হবে। তৃণমূলের কোনও গুন্ডাই ছোটবেলায় কুস্তি করেনি। এরা গুন্ডা, তার কারণ এদের পিছনে পুলিশ আছে। আমার সঙ্গে মারামারি হলে আমিই এদের হারিয়ে দেব।' সীমান্তের কাঁটাতার নিয়ে সরব হয়ে হেমন্তের বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গে একবার বিজেপি সরকার আসলে এমন কাঁটাতার বানাব, হাত দিলেই কারেন্ট লাগবে।'

ট্রাইব্যুনালে নাম বাতিল

কালনায় নাম তুলতে আদালত চত্বরে ভিড় ভোটারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কারোর নামের বানান ভুল, আবার কারো রয়েছে অন্য সমস্যা। যার কারণে ট্রাইব্যুনালে বাদ গিয়েছে নাম। সেই সমস্ত মানুষদের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে প্রয়োজন কোর্টের এভিডেবিট। ফাস্ট ক্লাস জুডিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট-এর জন্য কেউ ঘুরছেন বিগত ১০ দিন ধরে, কেউ আবার তারও বেশি সময় ধরে। কেউ দুদিন ধরে রাত জেগে পড়ে রয়েছেন কালনা মহকুমা আদালত চত্বরে। এই ছবি বিগত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় দেখা যাচ্ছে। বুধবার সকালে পৌঁছে দেখা যায় কেউ ক্লান্ত শরীরে মাটিতেই শুয়ে আদালত চত্বরে ঘুমাচ্ছেন। কেউ আবার বসে রয়েছেন এক কোনায়। কেন এইভাবে দিনের পর দিন রাত জেগে বসে রয়েছেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে তারা জানান, ট্রাইব্যুনালে নাম বাদ গিয়েছে। নামের বানান ভুল থাকার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কোর্টের এফিডেভিট। ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিদিন ২০টি করে এফিডেভিট করছেন। আর লাইন পাওয়ার জন্যই মানুষজনকে জাগতে হচ্ছে রাত। নাম তোলার জন্য আইনের বেড়াজালে মানুষের ওষ্ঠাগত প্রাণ, কবে নিষ্কৃতী পাবে এই নিয়ে চিন্তায় গ্রামবাসীরা।

মমতার খেলা শেষ হবে: যোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, উদয়নারায়ণপুর: বুধবার হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে বিজেপি প্রার্থী প্রভাকর পন্ডিতের সমর্থনে এক জনসভায় যোগ দিলেন উত্তরপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেখান থেকে তৃণমূল সরকার এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করতে দেখা যায় তাঁকে। তিনি বলেন, 'এখন রাজ্যে যে ধরনের গুন্ডারাজ চলছে তা ২০১৭ সালের আগে উত্তরপ্রদেশে চলত। গত ৯ বছরে উত্তরপ্রদেশে আর কোনও গুন্ডারাজ নেই। কোনও অশান্তি নেই, কোনও কারফিউ জারি নেই। এ রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি করলে গুন্ডা রাজের অবসান হবে এবং ধর্ষণকারীদের কোনরকম প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। অন্যায়ভাবে জমি দখল করলে তার সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন খেলা হবে। আমি বলছি এবার খেলা শেষ হবে।' এমনই তীক্ষ্ণ আক্রমণ শানালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথ। এদিন যোগীর ভাষণে উজ্জীবিত হলেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। বেলা একটার সময় তীব্র গরম উপেক্ষা করে বিজেপি কর্মীরা যোগী আদিত্যনাথের সভায় উপস্থিত থাকেন। এই জন্য সকল কর্মীদের সাধুবাদ জানিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ নিজেই।

গত পাঁচ বছরে অশোকনগরে উন্নয়ন খাতে ব্যয় ৪৫৫ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: গত ৫ বছরে অশোকনগর বিধানসভায় উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪৫৫ কোটি টাকা। খরচের খতিয়ান বই আকারে ছাপিয়ে এবং তথ্যচিত্র তৈরি করে অশোকনগরবাসীর কাছে পৌঁছে দিলেন বিদায়ী বিধায়ক তথা অশোকনগরে দ্বিতীয়বারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নারায়ণ গোস্বামী। যা দেখে বিরোধীরা ভোটের ময়দান থেকে প্রায় ছিটকে গেলেন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে রাজ্যের উন্নয়ন করেছেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও তিনি যে ভাবে উন্নয়নের জন্য টাকা দিয়েছেন তাতে কাজ না করে ঘরে বসে থাকা যায়না। মূলত তাঁর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় অশোকনগরবাসীর চাহিদা তাঁদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছি। আগামীদিনে শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান এই আশোকনগরে আরও কাজ করব। এখানে একটা পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলব বলে ঠিক করেছি।'

উন্নয়নের খতিয়ান হিসেবে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরনা, রাজ্য সরকার, জেলা পরিষদ, বিধায়ক তহবিলের অর্থে অশোকনগরে গত ৫ বছর ধরে রাস্তা, ড্রেন, ব্রিজ, খালের সংস্কার, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার সমাধান, পরিশ্রুত পানিয় জলের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, অডিটোরিয়াম সংস্কার সবই ধাপে ধাপে করেছেন বিধায়ক। সেই সঙ্গে শহরকে আরও সুন্দর ও নিরাপদ করার জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির মানোন্নয়ন, বিনোদনের ব্যবস্থা এমনকি রাতে খেলাধুলার জন্যও মাঠে লাগানো হয়েছে উচ্চ আলোকস্তম্ভ। এই সব মিলিয়ে মোট ব্যয় হয়েছে ৪৫৪ কোটি, ৫৭ লক্ষ, ৬৮ হাজার, ৫০১ টাকা। এছাড়াও বিধায়কের ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয়েছে বিনামূল্যে কোচিং সেন্টার, বিনামূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা, বিনামূল্যে দুঃস্থ মানুষদের বাড়ি বাড়ি ওষুধ পরিষেবা নাগরিক কনভেনশন নারায়ণ গোস্বামী মানবিক উদ্যোগে সাফল্যের নতুন পালক যোগ করেছেন। অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনার ৩৩টি বিধানসভার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানসভা। ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত, একটি পুরসভা নিয়ে গঠিত অশোকনগর বিধানসভার এই উন্নয়ন।

দেবাংশুকে দেখে স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরালেন স্বামীহারা স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য প্রচারে যান হুগলি স্টেশন সংলগ্ন কৃষ্ণপুর লাইন ধারে। সেখানে ভাঙাচোরা টালির চাল কিছুটা পলিথিন দেওয়া একটি বাড়িতে ভোট চাইতে যান তিনি। সেই বাড়ি প্রয়াত তৃণমূল কর্মী লক্ষ্মেশ্বর সরকারের। তাঁর স্ত্রী ইলা সরকার ছিলেন সেই সময় বাড়িতে। তৃণমূল প্রার্থীকে দেখে স্বামীর কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন মহিলা। মারা গেলেও দলীয় কর্মীর খোঁজ নেয় না স্থানীয় নেতা। নেতৃত্বের কথা শুনে মেজাজ হারালেন তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। ভাইরাল হল সেই ভিডিও। তার দুঃখের কথা শুনে দেবাংশু কর্মীদের বলেন, 'ছেড়ে দিন। এই জন্যই এই অবস্থা। সামান্য বুথের সভাপতি আসেননি, এই বুথের লোক কই? কী পার্টি করছেন? কী করতে করছেন? ছেড়ে দিন। দরকার হলে ফাঁকা থাকবে বুথ। সারা জীবন পার্টি করেছে। স্ট্রোক হওয়ার পর ১৫ বছর দল করেছে। একমাস আগে মৃত্যু হয় তার। সে মারা যাওয়ার পর কেউ একজন এলো না। শুধু বুকে একটা ব্যাজ আর উত্তরীয় পরে নেতা হওয়ার জন্য দল করার দরকার নেই।' সঙ্গে-সঙ্গে মহিলার নম্বর নিয়ে বলেন, 'আমি যোগাযোগ করব।' তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীকে বলেন, 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি আর কী বলব।' মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আশীর্বাদ করি ভাল থাকো, ভাল হোক।'

শাহ ভোটের সময় বাংলায় থাকলেও তৃণমূলের কিছু হবে না: অলোক মাঝি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। সেইমত গলসি বিধানসভার অন্তর্গত কাঁকসা ব্লকে ৪টি পঞ্চায়েতে ওই দিন নির্বাচন রয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার কাঁকসার পানাগড় গ্রামে মিছিল করেন তৃণমূলের প্রার্থী অলোক কুমার মাঝি। এদিন গ্রামে ঢুকে প্রবীণ ব্যক্তি ও প্রাক্তন প্রবীণ তৃণমূল কর্মীদের গলায় মালা পরিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে গ্রাম জুড়ে মিছিল করেন তৃণমূল প্রার্থী। এদিন তৃণমূল প্রার্থী অলোক কুমার মাঝি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা পিরু খান, ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপ্না বাগদি, উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। অলোক কুমার মাঝি বলেন,'অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে ৭দিন থাকুক, আর যতদিন খুশি থাকুক তাতে তৃণমূলের কিছু যায় আসে না।' অমিত শাহকে কটাক্ষ করে অলোক আরও বলেন, 'গাছে যদি বেল পাকে তাতে কাকের কী? বিজেপির গোটা দিল্লির নেতা, নেত্রী-সহ অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বাংলায় এসে শুধু মিথ্যা কথা বলে চলে যাচ্ছে। মানুষ সবই জানে সবই বোঝে। বিজেপি যত খুশি নেতা নেত্রীদের নিয়ে আসুক। যুদ্ধের গাড়ি নিয়ে এসে বাংলায় যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করুক, লাভের লাভ কিছুই হবে না। কারণ মানুষ জানে বাংলার মানুষের পাশে তৃণমূল নেত্রী আছেন।' তাঁর দাবি, 'বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন।' তৃণমূল নেতা পিরু খান জানান,' পানাগড় গ্রামে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে মিছিল করা হয়। সেই মিছিল এক প্রকার জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। বাংলায় ফের তৃণমূল ক্ষমতায় আসছে। ব্যাপক সংখ্যা গরিষ্ঠ নিয়ে তৃণমূল চতুর্থ বার সরকার গঠন করছে এটা নিশ্চিত। তার সাথে গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে অলোক কুমার মাঝিও বিপুল ভোটে জয়ী হবেন।'

ভোটের দিন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বাইকের উপর নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, গতকাল রাত থেকে ভোটের দিন অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত বেশ কিছু নিয়ম কার্যকর থাকবে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী জরুরি মেডিক্যাল পরিষেবা ছাড়া সাধারণ মানুষের বাইক নিয়ে বাইরে বের হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বাইরের এলাকা থেকে আগত ব্যক্তিদের ভোটের আগেই সংশ্লিষ্ট এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষ হলে তারা পুনরায় ফিরতে পারবেন। এই নিয়মগুলি কার্যকর করতে প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই মাইকিং শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের স্মার্ট বাজার এলাকায় সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পক্ষ থেকে গতকাল রাতেই প্রচার চালানো হয়, যাতে সাধারণ মানুষ এই নির্দেশিকা সম্পর্কে অবগত হন। প্রশাসনের মতে, এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা এবং কোনওরকম অশান্তি বা বেআইনি কার্যকলাপ রোধ করা।

ঝাড়গ্রামে ভোটাধিকার নিশ্চিতের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে ঝাড়গ্রাম জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন একাধিক গাড়িচালক। বুধবার ডিএম অফিসের সামনে অবস্থান কর্মসূচি নেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রতি বছর তাঁদের জন্য ব্যালট ভোটের ব্যবস্থা করা হলেও এবারে সেই ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে ভোট দিতে পারবেন না, এই আশঙ্কা থেকেই আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। চালকদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা না করা হলে তাঁরা ভোটের দিন গাড়ি নিয়ে কেন্দ্র পর্যন্ত যাবেন না। এতে ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রঘুনাথপুর চালকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথপুর: ভোটদানের অধিকার নিয়ে বুধবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কলেজের ডিসিআরসি সেন্টারে আসা গাড়ির চালকেরা বিক্ষোভ দেখান। তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের এই স্থানে প্রায় ৫০০র বেশি ছোট-বড় গাড়ির চালক ও খালাসিরা সকাল থেকে ভোটদানের দাবি নিয়ে সরব হন। কাশিপুর, রঘুনাথপুর এবং পাড়া এই তিনটি বিধানসভার ভোট সামগ্রী বণ্টন ও গ্রহণ কেন্দ্র ছিল রঘুনাথপুর কলেজ। বিক্ষোভকারীরা জানান, 'আমরা প্রতিবার নির্বাচনের সময় গাড়ি নিয়ে আসি। কিন্তু নিজেদের ভোট দিতে পারি না। এসআইআরে আমাদের অনেক সমস্যা হয়েছে। তাই আমাদের দাবি, এবার আমাদের ভোটদানের যেন ব্যবস্থা করা হয়।' পুরুলিয়ার বাসিন্দা এক গাড়ির চালক জানান, 'এ বিষয়ে প্রশাসনের সাথে কথা হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয় নি। এ বিষয়ে চালকদের নিজেদেরকেই ব্যবস্থা করার জন্য বলা হয়েছে।' বিক্ষোভরত চালকদের অভিযোগ, তাদের বাড়ি এক জায়গায় আর তাঁদের গাড়ি নিয়ে যেতে হবে অন্য জায়গা। কিভাবে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। এর ব্যবস্থা না হলে গাড়ি বের করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন নির্বাচনের কাজে আসা গাড়ির ওই চালকেরা। যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন এবং কোনও বাহন বের হতে দেবেন না।

ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সোনার বালা চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শান্তিপুর: ভোটার তালিকায় নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রলোভন দেখিয়ে এক বৃদ্ধার কাছ থেকে সোনার বালা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক ভুয়ো সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে নদিয়ার শান্তিপুরে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রমীলা কুণ্ডু নামে এক বৃদ্ধা বাড়িতে একাই থাকতেন এবং সেখান থেকেই ব্লাউজের ব্যবসা করতেন। অভিযোগ, সকাল প্রায় ৯টা ৪০ মিনিট নাগাদ 'রাহুল' নামে পরিচয় দেওয়া এক যুবক তাঁর বাড়িতে আসে। সে নিজেকে সরকারি কর্মী বলে দাবি করে এবং ভোটার তালিকা দেখিয়ে পরিবারের চারজনের নাম বাদ পড়েছে বলে জানায়। এরপর বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা পাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বৃদ্ধার বিশ্বাস অর্জন করে অভিযুক্ত। অভিযোগ, কথোপকথনের এক পর্যায়ে বৃদ্ধাকে সম্মোহিত করে ফেলে যুবক। তার নির্দেশে বৃদ্ধা তুলসী পাতা, দুব্বো ঘাস ও গঙ্গাজল এনে একটি পাত্রে রাখেন এবং নিজের হাতের দুটি সোনার বালা খুলে তাতে দেন। পরবর্তীতে যুবকটি সেখান থেকে চম্পট দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে বৃদ্ধা বুঝতে পারেন, প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকার গয়না খোয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যে শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

পুরুলিয়ায় ডিসিআরসি কেন্দ্রে ভোট কর্মীদের লম্বা লাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বুধবার তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেই সকাল থেকে পুরুলিয়া সিধু কানহো বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিআরসি সেন্টারে ভোট কর্মীদের লম্বা লাইন। ইভিএম-সহ ভোটের সামগ্রী সংগ্রহ করলেন ভোট কর্মীরা। রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা এবং সিসি ক্যামেরায় চলছে নজরদারি। পুরুলিয়া জেলায় মোট ভোটার ২২৫২৮০৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছে ১১,৫৬,৮৩৭ জন মহিলা ভোটার রয়েছে ১০,৯৫,৯৫৬ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার রয়েছে ১৪ জন । মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ২ হাজার ৮০২টি। এর মধ্যে মহিলা পরিচালিত বুথ রয়েছে ২৫০ টি । পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সর্বত্র ভোট কর্মীরা বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাবেন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নিয়ম নীতি মেনেই সমস্ত কাজ হচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ৯ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার

তলব উপেক্ষা, আইনজীবীর মাধ্যমে সময় প্রার্থনা শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ডাকে সাড়া না দিয়ে আবারও বিতর্কে কলকাতার ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। বালি পাচার সংক্রান্ত মামলায় হাজিরা এড়িয়ে গিয়ে তিনি আইনজীবীর মাধ্যমে সময় চেয়েছেন;এই খবরেই চাঞ্চল্য প্রশাসনিক মহলে। বুধবার সল্টলেকের দপ্তরে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি যাননি। পরিবর্তে তাঁর আইনজীবী পৌঁছে তদন্তকারীদের সামনে হাজির হন। সূত্রের দাবি, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় এখনই হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়, এই বার্তাই দেওয়া হয়েছে। এর আগেও অন্য এক মামলায় তল্লাশি চালানো হয়েছিল তাঁর বাসভবনে। দীর্ঘ সময় ধরে সেই অভিযান চলে। তারপর থেকেই তিনি কার্যত আড়ালে।

তদন্তকারী মহলের এক আধিকারিকের কথায়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে প্রয়োজন। তথ্য জানার বেশ কিছু দিক রয়েছে। বালি পাচার মামলার পাশাপাশি আরেকটি বিতর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগসূত্র নিয়েও তদন্ত এগোচ্ছে। রাত ২টো পর্যন্ত ডিসির বাড়িতে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। তল্লাশির পরদিনই শান্তনুর দুই পুত্র সায়ন্তন এবং মণীশকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়। যদিও সেদিন কেউ ইডি দপ্তরে হাজিরা দেননি। সেই সূত্রে ইতিমধ্যে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, আর্থিক লেনদেনের সূত্র খুঁজতেই এই তলব। তবে এই অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক স্তরেই। এক প্রাক্তন পুলিশকর্তার মন্তব্য, তদন্তে সহযোগিতা না করলে সন্দেহ আরও বাড়বে। এখন দেখার, পরবর্তী তারিখে তিনি নিজে উপস্থিত হন কি না, নাকি রহস্য আরও গভীর হয়।

মহাজঙ্গলরাজ শেষ করার ইউএসপি বিজেপি: নীতিন নবীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মহাজঙ্গলরাজ শেষ করার ইউএসপি বিজেপি। বুধবার বিকেলে নৈহাটির পাওয়ার হাউস মোড় থেকে সাহেব কলোনি মোড় পর্যন্ত রোড শো-তে অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। হুডখোলা গাড়িতে করে নৈহাটি ও নোয়াপাড়া কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী যথাক্রমে সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অর্জুন সিংকে সঙ্গে নিয়ে এদিন তিনি রোড শো করেন। রোড শো শেষে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তৃণমূল শাসনের গুন্ডাগিরি এবং অত্যাচার তিনি তুলে ধরেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন বলেন, গুন্ডাগিরি শাসন সমাপ্ত করতে বাংলায় বিজেপি কর্মীরা প্রস্তুত আছেন। তাঁর দাবি, বিজেপি হল মহাজঙ্গলরাজ শেষ করার ইউএসপি। তাঁর কথায়, বিজেপির কার্যকর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং বাংলার জনতা রাস্তায় নামলে গুন্ডারাজ নিশ্চিতরূপে সমাপ্ত

হয়ে যাবে। এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি সদর্পে ঘোষণা করেন, আগামী ২৯ এপ্রিল তৃণমূলের গুন্ডারা ভয়ে কেউ বেরোবে না। শুধু জনতা বাইরে বেরিয়ে ভোট দেবেন। এদিন তিনি বলেন, তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। যাঁরা বন্দেমাতরমকে অপমান করেছে, নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ এবার অপমানের বদলা নেবে। তাঁর জোরালো দাবি, গুন্ডাগিরি, অত্যাচার, দুর্নীতি শেষ করতে বাংলায় তৃণমূলকে বিসর্জন দিতে হবে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে নীতিন নবীন বলেন, ব্যারাকপুরে সাতটি আসন জিততে হবে। সাতটি আসনেই পদ্ম ফোটাতে হবে। অপরদিকে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল এবং কংগ্রেস কোনওদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মান দেয়নি। কিন্তু বিজেপি সাহিত্য সম্রাটকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা নিশ্চিত নৈহাটির মানুষ বঙ্কিম চন্দ্রের উত্তরসূরি সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করবেন। তাঁর কটাক্ষ, এখানে কিছু চোর, চ্যাংরা আছে। এঁরা সবাই গর্তে ঢুকে যাবে। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বলেন, বাংলায় পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তনের মূল কান্ডারি কিন্তু জেন জি-রা। জেনারেশন জি-রা বুঝতে পেরেছে, মমতা সরকার থাকলে তাঁদের ভবিষ্যত অথৈ জলে। তাই ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি ছেলেমেয়েরা পরিবর্তন চাইছেন। তাঁরা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছেন। তাঁর দাবি, পরিবর্তন দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা সেটা দেখতে পারছেন না।

বদলের ডাক শুভেন্দু-শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রথম দফার ভোট আজ। জনতার উদ্দেশে সরাসরি আহ্বান জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁদের বক্তব্যে উঠে এল অংশগ্রহণ, পরিবর্তন ও রাজনৈতিক পালাবদলের জোরালো সুর। শুভেন্দু অধিকারী একটি ভিডিও বার্তায় জানান, এইবারের নির্বাচন কোনও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, দেশের নিরাপত্তা ও মানুষের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন। তিনি সকল ভোটারকে পরিবার-পরিজন নিয়ে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছনোর আহ্বান জানান। রাজ্যের বাইরে থাকা মানুষদেরও ভোট দিতে ফিরে আসার বার্তা দেন তিনি। তাঁর কথায়, পরিবর্তন নিশ্চিত করতে সকলে এগিয়ে আসুন। অন্যদিকে শমীক ভট্টাচার্যও একই সুরে বলেন, এই ভোট রাজ্যের স্থিতিশীলতা ও নতুন সরকার গঠনের ভোট। তিনি আরও যোগ করেন, পরিবার, বন্ধু সবাইকে নিয়ে ভোট দিন, পদ্মফুল চিহ্নে সমর্থন জানান। বিজেপি

নেতৃত্বের দাবি, এই নির্বাচনের ফলেই গড়ে উঠতে পারে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার, যা রাজ্যের উন্নয়নে নতুন দিশা দেখাবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে এই ধরনের আবেগঘন ও প্রত্যক্ষ আহ্বান ভোটারদের মনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলতেই পারে। যার উত্তর পাওয়া যাবে ৪ মে।

মমতা ব্যানার্জি এখন পিসি পার্টির মতো কাজ করছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের নোয়াপাড়া, টিটাগড় এবং জগদ্দল বিধানসভা এলাকায় সভা করেছেন। বুধবার সকালে পুত্র পবন কুমার সিংয়ের সমর্থনে কাঁকিনাড়া বাজারে আয়োজিত চায়ে পে চর্চায় অংশ নিয়ে এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং কটাক্ষের ছলে বলেন, মমতা ব্যানার্জি এখন পিসি পার্টির মতো কাজ করছেন। নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর এবং জগদ্দলে উনি সভা করেছেন। এরপর উনি ভাটপাড়া এবং নৈহাটিতে সভা করবেন। তাঁর কথায়, পিসি পার্টি যেমন ঘুরে বেড়ায়। তেমনি উনিও ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল এখন পিসির পার্টি হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার টিটাগড় ও জগদ্দলের জনসভা থেকে বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেছেন, বলছে ঝুট, করছে লুঠ। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের নেতা অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জির মতো মিথ্যাবাদী মুখ্যমন্ত্রী পৃথিবীতে নেই। একমাত্র মমতা ব্যানার্জিই বলতে পারেন, রাকেশ রোশন চাঁদে গিয়েছিল। একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে অভয়ার ঘটনা নিয়ে উনি বলতে পারেন, রাতারাতি মৃতদেহ পুড়িয়ে দাও। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুটি সভা থেকে মমতা ব্যানার্জি হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, আমরা বাংলা দখল করব। আর নেতাজির ছবি সামনে রেখে তাঁরা দিল্লি দখল করবেন। এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের পালটা জবাব, বাংলা ছেড়ে দিন। আগে উনি ভবানীপুর বাঁচান। তারপর উনি দিল্লি নিয়ে ভাববেন। প্রসঙ্গত, জগদ্দলে সভা থেকে মমতা ব্যানার্জি বলেছেন দলীয় প্রার্থী সোমনাথ শ্যামকে নাকি নির্বাচনের আগেই গ্রেপ্তার করা হবে। এই বিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছেন, চোর, ডাকাত, খুনিরা এবার গ্রেপ্তার হবে। সেই কারণেই উনি হয়তো এটা বলেছেন। চায়ে পে চর্চায় এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, শ্রমিক নেতা পরমেশ্বর সিং ও উমেশ রায়, গোপাল সাউ, দীপক সাউ প্রমুখ।

১৪ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী মাসের ১৪ তারিখ উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বুধবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দিন ঘোষণা করেছে। পরীক্ষা শেষের ৮৫ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ হবে। সংসদ জানিয়েছে, সেদিন সকাল সাড়ে দশটায় সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশ করা হবে। তার আধঘণ্টা পর, বেলা এগারোটা থেকে পরীক্ষার্থীরা ঘরে বসেই নিজের নম্বর জানতে পারবে। কোন ওয়েবসাইটে ফল দেখা যাবে, সেই তালিকা পরে সংসদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে জানানো হবে। এবারের পরীক্ষায় বড় বদল ছিল। প্রথমবার সেমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। চতুর্থ সেমেস্টারের সঙ্গে তৃতীয় সেমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারিও নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুরনো বার্ষিক পদ্ধতিতেও পরীক্ষা চলেছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু হয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাত লক্ষ দশ হাজারের বেশি। ভোটের কারণে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে প্রথম থেকেই অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ অধিকাংশ শিক্ষকদের এসআইআরের কাজে লাগানো হয়। তারপর ভোটের ডিউটিতে তাঁদের নিয়োগ করা হয়। ফলে শিক্ষকরা সময়মতো পরীক্ষার খাতা দেখে জমা দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।

নির্বাচনী প্রচারে মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডে।

অমিল বাস, ধর্মতলা চত্বরে সাধারণ মানুষের ভিড়। ছবি- অদিতি সাহা

হাতের মুঠোয় নির্বাচন কর্তারা, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কড়া দাওয়াই কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট-বৈতরণী পার করতে এবার কোমর বেঁধে ময়দানে নামল নির্বাচন কমিশন। অভিযোগ ছিল, ভোটের ময়দানে অশান্তি বা নিয়মভঙ্গের খবর দিতে গিয়ে অনেক সময়েই আধিকারিকদের খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল; সকলের এই দীর্ঘদিনের ক্ষোভ মেটাতে এবার সরাসরি দাওয়াই দিল মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তর।

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির পর্যালোচনায় ধরা পড়েছে এক চরম অব্যবস্থা। দেখা গিয়েছে, বহু গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক বা পর্যবেক্ষকের যোগাযোগের নম্বরই জনসাধারণের অগোচরে। এই দূরত্ব ঘোচাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি জেলার নির্বাচনী আধিকারিক থেকে শুরু করে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল এবং পুলিশ সুপারদের যোগাযোগের সমস্ত নম্বর তৎক্ষণাৎ সরকারি পোর্টালে প্রকাশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা প্রার্থীদের কাছেও পৌঁছে দিতে হবে এই

তালিকা।

কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এক ভোটার বলেন, এতদিন বিপদে পড়লে কার কাছে যাব তাই বুঝতাম না। এখন হাতের কাছে নম্বরগুলো থাকলে অন্তত ভরসা পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, এক পদস্থ আধিকারিক জানান, জনসাধারণ এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে সরাসরি সেতু গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। নির্দেশ পালনে কোনো রকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসন চাইছে, প্রতিটি মুহূর্তের খবর যেন দ্রুত পৌঁছয় সংশ্লিষ্ট মহলে। এই ডিজিটাল স্বচ্ছতা কি আসন্ন নির্বাচনের দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বোধ বাড়িয়ে তুলবে বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতামত।

আমরা কমিশনের ভরসায় লড়তে নামিনি: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট বলেন, ভোট যেভাবেই হোক ফল বদলাবে না। তাঁর কথায়, পুরনো ভোটার তালিকা দিয়েই ভোট হোক, তাতেও আমরা জিতব। কমিশনের উপর নির্ভরতা নিয়েও কটাক্ষ শোনা গেল তাঁর গলায়। তিনি বলেন, আমরা কমিশনের ভরসায় লড়তে নামিনি। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। শমীকের বক্তব্য, ইডি-সিবিআইয়ের দরজায় তালা লাগিয়ে দিন, তবু মানুষের রায় বদলাবে না। তাঁর আরও সংযোজন, এই সব তদন্তে সাধারণ মানুষের কোনও আগ্রহ নেই, তারা পরিবর্তন চায়। ট্রাইবুনালে নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের নাম প্রকাশকে ঘিরে যখন শাসকদলের প্রশ্ন তুঙ্গে, তখন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এই বিতর্ককে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলেই স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। শমীকের দাবি, তৃণমূল এখন অতীত, মানুষ মুক্তি চাইছে। ভোটের আগে এই বার্তা যে রাজনৈতিক ময়দানে নতুন করে চাপ বাড়াবে, তা বলাই যায়। এখন নজর, ভোটবাক্সে এই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে কি না।

ইডি অফিসে নুসরত, ফ্ল্যাট মামলায় নতুন করে জেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজারহাট-নিউটাউনের ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় আবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দপ্তরের মুখোমুখি প্রাক্তন সাংসদ নুসরত জাহান। ডাক ছিল সকাল এগারোটায়। কিন্তু তার আগেই বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হন অভিনেত্রী। রেশনের গম পাচার মামলা নয়। অভিযোগ, একটি আবাসন প্রকল্পের নামে সাধারণ ক্রেতাদের কাছ থেকে মোটা টাকা তোলা হয়েছিল। সময় পেরিয়ে গেলেও ফ্ল্যাট মেলেনি। বহু ক্রেতার দাবি, কাজ শুরু হয়ে থেমে গিয়েছে, কোথাও আবার শুরুই হয়নি।

টাকা কোথায় গেল, সেটাই খুঁজছে তদন্তকারী সংস্থা।

দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন কিছু নথি হাতে এসেছে। আগের বয়ানের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা হবে। অর্থের গতিপথ বোঝাই মূল লক্ষ্য। নুসরত অবশ্য আগেই জানিয়েছিলেন, তিনিও ওই প্রকল্পে টাকা ঢেলেছিলেন। আমি নিজেও প্রতারিত, দাবি করেছিলেন তিনি। তবে সংস্থার সঙ্গে তাঁর যোগ কতটা, সেটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন দপ্তরে ঢোকার সময় কোনও মন্তব্য করেননি অভিনেত্রী। নিরাপত্তা ছিল আঁটোসাঁটো। তদন্তকারীদের প্রশ্ন, ফ্ল্যাটের নামে তোলা কোটি কোটি টাকা প্রকল্পে খরচ হয়েছে, না অন্য খাতে গিয়েছে? এর পিছনে কি কোনও চক্র কাজ করেছে? জেরা চলবে দীর্ঘক্ষণ।

আবাসনে বহিরাগত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দফার ভোটকে ঘিরে নিরাপত্তায় আরও এক ধাপ কড়া হল নির্বাচন কমিশন। নতুন নির্দেশে স্পষ্ট যে বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার নন, তিনি আর সংশ্লিষ্ট আবাসনে থাকতে পারবেন না, এমনকী আত্মীয় হলেও নয়। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, বহিরাগতদের উপস্থিতি ভোটের স্বচ্ছতা নষ্ট করতে পারে, তাই কোনও ঝুঁকি নিচ্ছি না। বহু বহুতলেই এবার ভোটকেন্দ্র তৈরি হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত। তবে এই কড়াকড়ি নিয়ে প্রশ্নও উঠছে। এক বাসিন্দার বক্তব্য, তত্ত্বীয় এলে কোথায় রাখব, সেটাই এখন বড় চিন্তা। শুধু এটুকুতেই থেমে থাকেনি কমিশন। ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে মিছিল-সভা বন্ধ, প্রচারে নিষেধাজ্ঞা। পূর্ব মেদিনীপুরে জারি হয়েছে বিশেষ বিধিনিষেধ; ভোটার নন এমন রাজনৈতিক কর্মীদের এলাকা ছাড়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, প্রয়োজনে আলাদা সহায়তা কেন্দ্র খোলার কথাও ভাবা হচ্ছে। সব মিলিয়ে স্পষ্ট, ভোটের আগে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না কমিশন; কিন্তু সেই কড়াকড়িই এখন নতুন বিতর্কের কেন্দ্র।

শ্রীজাতকে নিয়ে ছড়ানো খবর ভুয়ো, উলটো সুর কবির গলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। বুধবার দুপুরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হল, এমন কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সকালে হঠাৎ রটে যায়, ২০১৭ সালের এক পুরনো মামলায় ভোটের আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বলা হয়েছে। সেই খবরকে উড়িয়ে দিয়ে কমিশন বলেছে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এটা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থাও নষ্ট করে। দপ্তরের হুঁশিয়ারি, যাচাই না করে মিথ্যা প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ হবে। যদিও এবিষয়ে ভিন্ন সুর শোনা গেল শ্রীজাতর গলায়। তিনি জানান, সত্যিই আমার নামে কৃষ্ণনগর আদালত থেকে একটি মামলার অধীনে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। সেই পরোয়ানা কলকাতার লালবাজারে এলে তারপরে আমার আঞ্চলিক থানা সেই মতো ব্যবস্থা নেবে। ২০১৯ সালে করা একটি মামলার ভিত্তিতে ২০২৬ সালে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হবে। তা-ও আবার পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার নির্বাচনের আগের দিন! এই কথাও শুনলাম যে, চলতি বছরের শুরুর দিকে আমার কাছে নাকি হাজিরার জন্য কৃষ্ণনগর আদালত থেকে সমন এসেছিল। কিন্তু আমি বা আমার স্ত্রী দু'জনেই এ ধরনের চিঠি বা বিজ্ঞপ্তি বা কোনও সমন হাতে পাইনি। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে একটি কবিতাকে ঘিরে শ্রীজাতর বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি-সহ কয়েকটি জায়গায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। বিজেপি ও হিন্দু পরিষদের তরফে করা সেই মামলার সূত্র ধরেই এদিনের গুজব ছড়ায়।

'ভুয়ো' প্রচার, হুমকি ও ব্যালট বিতর্কে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি

দেবাশিস দে

বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গে বহুচর্চিত বিধানসভা ভোটের প্রথম দফার ১৫২টি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই আবহে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে পালটা অভিযোগের লড়াই নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিরোধী বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যজুড়ে পরিকল্পিতভাবে ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হচ্ছে, যার মাধ্যমে সাধারণ ভোটারদের মনে ভয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। বিজেপির দাবি, বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে যে ভোটার পরিচয়পত্র, আধার পরিচয়পত্র এবং রেশন কার্ড পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং একটি বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে কে কোথায় ভোট দিচ্ছেন তা সহজেই জানা যাবে। এই দাবিকে সম্পূর্ণ ভুয়ো ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের বক্তব্য, সারা দেশে এখনো পর্যন্ত এমন কোনো প্রযুক্তি বা পদ্ধতি চালু হয়নি যার মাধ্যমে একজন ভোটার কোন দিকে ভোট দিচ্ছেন তা চিহ্নিত করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞ মহল ও নৈতিক হ্যাকারদের একাংশও এই দাবিকে সমর্থন করে জানিয়েছেন, ইভিএম সংক্রান্ত হ্যাকিং বা ভোট অনুসরণ সংক্রান্ত অভিযোগ এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি, ফলে এই ধরনের

প্রচারে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিকে বিজেপির আরও অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের কর্মীদের উদ্দেশ্যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও সরাসরি আক্রমণের ঘটনাও ঘটছে। আর কয়েকদিন পর রাজ্যে আমরাই থাকব, আমাদের হাতেই আপনাদের ভবিষ্যৎ- এই ধরনের বার্তা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও দাবি তাদের। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক শিবির।

অন্যদিকে, ডাকযোগে ব্যালটকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অভিযোগ, নির্বাচনী কৌশল সংস্থা আইপ্যাকের কর্মীদের সহযোগিতায় ডাকযোগে ব্যালটে ব্যাপক কারচুপি চলছে। সংগঠনের নেতা ভাস্কর ঘোষ দাবি করেছেন, বহু সরকারি কর্মচারীর হাতে এখনো ব্যালট পৌঁছয়নি এবং স্থানীয় বিডিও কার্যালয়ে বেআইনি হস্তক্ষেপের ফলে নির্ধারিত ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, এর ফলে বহু সরকারি কর্মচারী তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে ডেপুটেশন জমা পড়ে। কমিশন পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে জানিয়েছে, ভোটের দিন নির্দিষ্ট সংগ্রহ ও বণ্টন কেন্দ্রে বকেয়া থাকা সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের ভোট দিতে পারবেন। তবুও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি, এখনও প্রায় ২০ শতাংশ সরকারি কর্মচারী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। পাশাপাশি অভিযোগ উঠেছে, কিছু ভোটগ্রহণ ও সভাপতিত্বকারী আধিকারিকের নাম যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় বাদ পড়ায় তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকেও মুছে গেছে, যা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে প্রশাসনিক মহলেও।

নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল: নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালো বিজেপি। বুধবার বিজেপি-র প্রতিনিধিদল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এদিন বলেন, 'বর্ষীয়ান মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, আমি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল-সহ একটি উচ্চ-পর্যায়ের প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করেছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ব্যবহৃত অবমাননাকর ভাষার বিষয়টি তুলে ধরেছি। এটি একটি জাতীয় বিষয়, একটি গণতান্ত্রিক বিষয়। প্রধানমন্ত্রীকে সন্ত্রাসী বলা একটি অপরাধ। কোনও রাজনৈতিক দলই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেনি। আমরা কমিশনকে অনুরোধ করেছি, দেশের কোনও রাজনৈতিক দল যদি এমন ভাষা ব্যবহার করে, তবে তা আমাদের দল বা সরকারের বিষয় নয়, বরং এটি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি জঘন্য কাজ এবং এটি গণতন্ত্রকে নানাভাবে দুর্বল করে। আমরা দাবি করেছি, কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে ও কংগ্রেস দলকে দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। নির্বাচন কমিশন আমাদের কথা শোনার পর জানিয়েছে, তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। তাদের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে।'

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, 'আজ আমরা নির্বাচন কমিশনের সামনে হাজির হয়ে তাদের নজরে এনেছি যে, কংগ্রেস সভাপতি এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা একটি নির্বাচনমুখী রাজ্যে সংবাদমাধ্যমের সামনে এমন নিন্দনীয় কথা বলেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে 'সন্ত্রাসী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বারবার আপত্তিকর ভাষা ব্যবহারের একটি ধারাবাহিকতা দেখিয়ে আসছে। নির্বাচন কমিশনের সামনে আমরা এই বিষয়টি তুলে ধরেছি, কোনও দল যদি বারবার এমনটা করে, তবে তারা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতি ঘোষণা করেছেন, যা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যারা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই নেয়নি। আমরা দাবি জানিয়েছি, কমিশন যেন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এবং দৃঢ় ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।'

সময়ের সঙ্গে ভারত-জার্মানির সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে: রাজনাথ সিং

বার্লিন, ২২ এপ্রিল: ভারত ও জার্মানির সম্পর্ক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, জার্মানিতে বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে এই বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার জার্মানির বার্লিনে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে রাজনাথ বলেন, 'এটি জার্মানিতে আমার প্রথম আনুষ্ঠানিক সফর এবং আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর আমন্ত্রণে এখানে এসেছি। আমি বিশ্বাস করি, এটি একটি বড় প্রাপ্তি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও জার্মানির সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই বছর, ২০২৬, আমাদের জন্য বিশেষ, কারণ এই বছর জার্মানির সঙ্গে আমাদের আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্ণ হল। আমাদের সম্পর্ক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারত ও জার্মানি শুধু রাজনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্কই ভাগ করে না, বরং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের শিল্প ও সংস্কৃতিও আদান-প্রদান করে। এখন আমার হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল, যেখানে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে গিয়ে ফুল অর্পণ করার সুযোগ পাই।' প্রবাসী ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'বিগত ৭ দশকে জার্মানির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রতিটি ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী হয়েছে। এখন জার্মানি ইউরোপে ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হয়ে উঠেছে। ভারতে ২,০০০-এরও বেশি জার্মান সংস্থা সক্রিয় রয়েছে। জার্মানির শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলি ভারতের শিল্প উন্নয়ন এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগেও গতি সঞ্চার করছে। অন্যদিকে, অনেক ভারতীয় সংস্থাও জার্মানিতে নিজেদের শক্তিশালী উপস্থিতি তৈরি করছে।'

শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে অভূতপূর্ব মাত্রায় কাজ করছে ভারত, জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার জার্মানির বার্লিনে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতার এক অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং বলেন, 'যখন বিশ্বের অনেক বড় দেশ অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হচ্ছে, তখন ভারতের অর্থনীতি এখন প্রায় ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হারে এগিয়ে চলেছে। ভারত শিক্ষা, দক্ষতা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনে অভূতপূর্ব মাত্রায় কাজ করছে। এখন, যদি আমি অর্জন নিয়ে আলোচনা শুরু করি, তাহলে তার তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। এখন ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম হয়ে উঠেছে। বিশ্বের প্রতি দশটি ইউনিকর্নের মধ্যে একটি ভারতীয়। ভারত তৃতীয় বৃহত্তম এআই ইকোসিস্টেম।

তিনি আরও বলেন, 'গত কয়েক বছরে আমরা বিশ্ব বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা দেখেছি এবং এই বিষয়টি মাথায় রেখে, আমাদের দেশ প্রায় ৩৮টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যা ভারতের বাণিজ্য ইতিহাসে একটি মাইলফলক। এটি আমাদের নির্মাতা ও উৎপাদকদের অনেক বাজারে তাদের পণ্য বিক্রি করার সুযোগ করে দেয়।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেন, 'ভারত এশিয়ার প্রধান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি, অন্যদিকে জার্মানি ইউরোপের অর্থনৈতিক পরাশক্তি। এই দুটি দেশই গণতান্ত্রিক শক্তি, যাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বে নতুন সমৃদ্ধি আনার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত ও জার্মানির সম্পর্ক শুধু গণতন্ত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, কৌশলগত এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। এই সম্পর্কগুলো দিন দিন আরও শক্তিশালী হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের প্রবাসী ভারতীয়রা ভারত ও জার্মানির মধ্যে একটি জীবন্ত সেতু হিসেবে কাজ করে। যদিও ভারত জার্মানি থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে, আপনারা ভারতের হৃদয় থেকে মোটেই দূরে নন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কর্মরত বর্তমান ভারত সরকার জুনে ১২ বছর পূর্ণ করতে চলেছে। ভারত সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ধারণায় একটি পরিবর্তন এসেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মানুষও এটা মেনে নিতে শুরু করেছে যে ভারত আর আগের মতো নেই। ভারত বিশ্বের অন্যতম দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বের অর্থনীতিতে ১৬ শতাংশ অবদান রাখছে।'

ইরান আর্থিক ভাবে ভেঙে পড়ছে, দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২২ এপ্রিল: ইরান আর্থিক ভাবে ভেঙে পড়ছে, এমনই দাবি করলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করে ট্রাম্প জানান, 'ইরান আর্থিক ভাবে ভেঙে পড়ছে! তাঁরা অবিলম্বে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে, নগদ টাকার অভাবে তাঁরা হাবুডুবু খাচ্ছে! প্রতিদিন ৫০ কোটি ডলার লোকসান হচ্ছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ অভিযোগ করছে, তাঁরা বেতন পাচ্ছে না।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও দাবি করেন, 'ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ রাখতে চায় না, তাঁরা এটি খোলা রাখতে চায় যাতে প্রতিদিন ৫০ কোটি ডলার আয় করতে পারে। তাঁরা শুধু এ কারণেই এটি বন্ধ রাখতে চায়, কারণ আমি এটিকে পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে রেখেছি, তাই তাঁরা কেবল নিজেদের মুখ রক্ষা করতে চায়। চার দিন আগে লোকজন আমার কাছে এসে বলেছিল, স্যার, ইরান অবিলম্বে প্রণালীটি খুলে দিতে চায়। কিন্তু আমরা যদি তা করি, তাহলে ইরানের সঙ্গে আর কোনও চুক্তি হতে পারবে না, যদি না আমরা তাঁদের দেশের বাকি অংশ, তাঁদের নেতাদের সহ উড়িয়ে দিই!'

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স ডিটিসি প্রোজেক্টস প্রা লি. -তাদের প্রস্তাবিত রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স অ্যান্ড রো হাউসিং প্রকল্প - দাগ নং ৮৩৩, এবং ৮৮৪ (অংশ) মৌজা- কামদুনি, ব্লক- বারাসত-২, জেএল নং - ১৮৭ এবং ১৮৮, পো - কামদুনি, থানা- রাজারহাট, কীর্তিপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এর জন্য স্টেট এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (এসইআইএএ) এর কাছ থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত অনুমতিপত্র পেয়েছে। উল্লেখ্য ই সি আইডেন্টিফিকেশন নং : ইসি২৬বিও৮১৩ডব্লুবি৫৬৭৪৮৯৭এন তারিখ ২১.০৪.২০২৬। উক্ত ছাড়পত্রের কপি এমওইএফঅ্যান্ডসিসি এর পরিবেশ পোর্টাল থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

NOTICE

Executive Engineer, Berhampore Division – I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 08 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(One) location under Samsherganj Police Station in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026. The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **23/04/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents is **23/04/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **23/04/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **23/04/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D.

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ

ডে. সিএমই/রিপেয়ার -চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর এর পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইন ই-অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রম নং -১,** ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম : টেন্ডার নং "০১-জিকেপি-এমডব্লুএস- ২০২৬-২৭" "উত্তর পূর্ব রেলওয়ে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর -আরডিএসও নির্দেশাবলি অনুযায়ী সিবিসি কপলার শ্যাঙ্ক এর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ডিপিটি এবং পরিচ্ছন্নকরণ"। আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ : ১৪,৮০,৪২৮ টাকা, বায়না জমা : ২৯,৬০০ টাকা, টেন্ডার ফর্ম মূল্য-নেই, টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ১৩.০৫.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা পর্যন্ত। চুক্তির মেয়াদ : ২৪ মাস।
●উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে ভারতীয় রেলওয়ে ওয়েবসাইট **http://www.ireps. gov.in** থেকে।
ডে. সিএমই/রিপেয়ার, মেকা. ওয়ার্কশপ, CPRO/Yantrik-08 গোরক্ষপুর

কখনও ছাদে এবং পুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, **আইডিবিআই ব্যাংক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল) শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** -এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিতব্য আইনের ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উল্লিখিত তারিখে হিসাবগুলোর বিপরীতে একটি দাবি নোটিশ জারি করেন। ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষত এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধির সাথে পঠিতব্য আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরবর্তীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, তার উপর খরচ এবং **আইডিবিআই ব্যাংক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল) এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** চার্জ হিসেবে প্রযোজ্য হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত বিষয়ে, ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি ২০০২ সালের আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	**সমীর মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) এবং অপু মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা)** ১৯৪১৬৭৫১০০০০০৯৩০	১. ২৪.১১.২০২৫ ২. ২১.০৪.২০২৬ ৩. ১১,২৮,৩৩২ টাকা (এগার লাখ আঠাশ হাজার তিনশ বত্রিশ টাকা) ২৭.০৯.২০২৫ অনুযায়ী ০৯.০৮.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ই, দোতলায়, বহুতল ভবনে নাম এবং পরিচিত সুবর্ণরেখা অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ৭৬৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫৩ বর্গফুট , দুই বেড রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, দুই ব্যালকনি,এক ডাইনিং তথা ড্রইং স্পেস, আরএস প্লট নং ১০৮১/১১৫০, এলআর প্লট নং ১৯২৭, আরএস খতিয়ান নং ১০৮৫, এলআর খতিয়ান নং ২৬২০, মৌজা - জঙ্গলখাস, জেএল নং ৩৯৫, ওয়ার্ড নং ১৪ (পুরানো ১০), ঝাড়গ্রাম পুরসভা, থানা -ঝাড়গ্রাম, পূর্বতন জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্তমানে জেলা -ঝাড়গ্রাম, পিন - ৭২১৫০৭, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং / বা স্বার্থ ভবনের চাতাল এবং জমির সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ডি। **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ। **উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং এফ। সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ এবং সকল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ী বা অন্যভাবে।
২	**লালু ঢাল (ঋণগ্রহীতা) এবং সুধাংশু ঢাল (সহ ঋণগ্রহীতা)** ১২৪৭৬৭৫১০০০০০৬০২	১. ১৭.১১.২০২৫ ২. ২১.০৪.২০২৬ ৩. ৫,১৫,৩১৬ টাকা (পাঁচ লাখ পনের হাজার তিনশ ষোলো টাকা) ২৯.১০.২০২৫ অনুযায়ী ১০.১০.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি পরিমাপ ০.১০ একর, আরএস প্লট নং ২৬০ এবং এলআর প্লট নং ৩৬৩, অবস্থিত মৌজা -ধেরুয়া, জেএল নং ০২৮, খতিয়ান নং ৫৪৬ (হাল এলআর) জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা -গুড়গুড়িপাল, পশ্চিমবঙ্গ, **চৌহদ্দি : পূর্বে :** ঋণগ্রহীতার অপরিবর্তিত জমি এবং পরে সুজিত সাউ এর ভবন। **পশ্চিমে :** লালগড় ধেরুয়া রোড। **উত্তরে :** সীতারানি পাদিয়া। **দক্ষিণে :** স্বদেশ রঞ্জন সিংহ। এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ এবং সকল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ী বা অন্যভাবে।

তারিখ : ২১.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

Format C-1

(for candidate to publish in Newpapers, TV)

Declaration about criminal cases
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]

Name and address of candidate : **Pradip Sarkar,** Vill - Belemath Belgoria, P.O.- Fulia Boyra, P.S.- Santipur, Dist.- Nadia, Pin- 741402.
Name of Political Party (Independent candidates should write "Independent" here) : **Independent**
Name of Election : **General Election to WBLA-2026**
*Name of Constituency : **87- Ranaghat Uttar Paschim Assembly**

I, **Pradip Sarkar** a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending Criminal Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	Ld. A.C.J.M Ranaghat	Santipur P.S. 1034/23	Pending	u/s-341/384/323/325/34/506 IPC Political Cases
2.	Ld. A.C.J.M Ranaghat	Santipur P.S. 1062/24	Pending	u/s-126(B)/115(2)/117(2)/3(5) of B.N.S. Political Cases

(B) Details about cased of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
2.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
3.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Format C-2

(for candidate to publish in Newpapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]

Name of Political Party : **Independent**
Name of Election : **General Election to WBLA-2026**
Name of State / UT : West Bengal.

1	2	3	4		5		
Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(a) Pending Criminal Cases		(b) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, Case No. & Status of the Case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	**87/ Ranaghat Uttar Paschim**	**PRADIP SARKAR**	**Santipur PS**	**1034/23 u/s 341/384/323/ 325/34/506 IPC**	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
			Santipur PS	**1062/24 u/s 126(b)/115(2)/ 117(2)/3(5) of B.N.S.**	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to council of states or election to legislative council by MLAs mention the election concerned in place of name of Constituency.

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

Institute of Co-Operative Management for Agriculture & Rural Development

ICMARD Building, 3rd Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Expression of Interest (EOI) has been issued by the ICMARD under **Memo No. 2096/Admn./26/27/20 dated April 17, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1023655_1** inviting Bids from reputed, registered, eligible Electrical Firms / Vendors having adequate experience and credentials in Electrical Designing & Estimation for selection of **Consultant** for:- i) conducting Survey of the Indoor type Sub-Station, Preparation & submission of Detailed Drawings and Preparation of Estimate for Replacement of Main Electrical Low Tension Panel Board and ii) Detailed Electrical Load Survey (Floor wise) of the ICMARD Building, situated at Block – 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700 067.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **May 06, 2026.**
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**

April 17, 2026
Sd/-
Principal, ICMARD

AKIVAS CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

Registration No. 89/RTAH/HIG of 2012 dated 28.06.2012
Registered Office at JC-4/1B, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098

Election to the Board of Directors of the society is going to take place at the Co-operation Directorate, RATH Cell, WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor) on 28.05.2026 at 13.00 PM.

Name	Father's/Husband's Name	S.N. in M.R.	Admission Date
Neha Kejriwal	Purushottam Kejriwal	10	24.10.2014
Prity Kejriwal	Shravan Kejriwal	11	24.10.2014
Pankaj Kakarania	Kanhaiya Lal Kakarania	12	24.10.2014
Sudhir Kumar Tekriwal	Prahlad Rai Tekriwal	13	12.05.2015
Gautam Tekriwal	Pawan Kumar Tekriwal	14	28.01.2016
Pawan Tekriwal	Matadeen Tekriwal	15	20.07.2016
Rahul Tekriwal	Pawan Tekriwal	16	10.01.2017
Kushal Kakarania	Pankaj Kakarania	17	28.03.2017

If anybody has objection can file objection on or before 30.04.2026, in any official day under Govt. of W.B. at WBHIDCO BHABAN (Ground Floor) between 12 Noon - 05.00 PM, before Sushmita Chakrabarti, CDO, Cooperation Directorate, RATH Cell & Assistant Returning Officer, Akivas Co-operative Housing Society Ltd.

17.04.2026
By Order
Sd/-
SUSHMITA CHAKRABARTI
CDO & ARO, AKIVAS CHS Ltd.

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ **ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in**

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা/ শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**শ্রীমতি ঋতু কুমারী,** পিতা সুশান্ত করন। ঠিকানা : ডি-৭১, ২য়তল, বিশ্বকর্মা কলোনি, পুল প্রহ্লাদপুর, পো - বাদারপুর, পিন - ১১০০৪৪। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, উত্তর পূর্ব পশ্চিম মুখী, ৩য় তল, প্রেমিসেস নং ১৩/৩/২এ, অনিল মিত্র রোড, পো : বালিগঞ্জ, থানা -গড়িয়াহাট, কলকাতা- ৭০০০১৯, **আরও ঠিকানা :** মেসার্স বায়োনিক প্রা লি., এইচআর ম্যানেজার, অফিস নং -৩১৫, ৪র্থতল, ৬ আনসাল চেম্বার -২, ভিকাজি ক্যামে প্লেস, পিন - ১১০০৬৬। **হোম লোন এ/সি নং : ৪৪৩৭৪৭৮৮৬৯৯ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং : ৪৪৩৮৫৮৯৬৫১১। শাখার নাম : সিএফ ব্লক সল্ট লেক শাখা (১২৩৬০)**	<u>অংশ -১</u> দায়বদ্ধতার ধরন : নেই <u>অংশ -২</u> **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিট বা অংশ নবনির্মিত ভবন এর ইউনিট নং ২এ, ৩ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ বাথ রুম তথা প্রিভি, ২ ব্যালকনি , সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪৬৬ বর্গফুট কমবেশি , বিল্ট আপ এরিয়া ১০৯৯.৫ বর্গ ফুট কমবেশি কার্পেট এরিয়া ৯৫২.৬২ বর্গফুট কমবেশি ইটালিয়ান মার্বেল এবং টাইলস এর মেঝে, ৩য় তলের অংশে নবনির্মিত ভবনে নাম অ্যাটাম, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ কমবেশি ০৬ কাঠা ০৯ ছটাক অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৩/৩/২এ,অনিল মিত্র রোড,পোস্ট অফিস : বালিগঞ্জ, থানা : গড়িয়াহাট, কলকাতা- ৭০০০১৯, অ্যাসেসি নং - ১১০৬৮০১০০২২৬, এডিএসআর-আলিপুর, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৮, সিএস প্লট নং ১৩, মৌজা- বালিগঞ্জ, জেএল নং ১১, ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম,ডিভিশন -৫, সাব ডিভিশন -জে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং ১(এক) ঢাকা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ এরিয়া আনুমানিক কমবেশি ১৩৫ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের জায়গা ভোগ দখলের অধিকার সহ। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০১-২০২৫, পৃষ্ঠা ২২৮৪৩৩ থেকে ২২৮৪৭০, **দলিল নং ১৯০১০৭২৯৭ - ২০২৫ সালের,** সম্পত্তি **শ্রীমতি ঋতু কুমারী,** পিতা শ্রী সুশান্ত করন এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১৩/৩/১, অনিল মিত্র রোড, কলকাতা -৭০০০১৯। দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১৩/৩/২বি, অনিল মিত্র রোড, কলকাতা ৭০০০১৯, পূর্বে : প্রেমিসেসনং ১৩/১১এ এবং ১৩/১২ , অনিল মিত্র রোড, কলকাতা -৭০০০১৯, এবং ২০ ফুট চওড়া কানা গলি। পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক এবং অংশত ১২ ফুট চওড়া সড়ক।	১৬.০৪.২০২৬	১৩.০৪.২০২৬	২,০১,০৯,৭২৫.৫০ টাকা (দুই কোটি এক লক্ষ নয় হাজার সাতশ পঁচিশ টাকা) **১৬.০৪.২০২৬** অনুযায়ী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২৩.০৪.২০২৬
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা -৭০০০৬৪

ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৬.০৫.২০২৬ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিশ

যেহেতু, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮ ও ৯ ধারার সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছে দাবি নোটিশ জারি করেছেন এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক উল্লিখিত তারিখ, স্থান এবং সময়ে ই-নিলাম আয়োজনের মাধ্যমে উক্ত আইনের ৮ নং নিয়মের ৫ ও ৬ ই-নিলামের অধীনে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। জনসাধারণ এবং সাধারণ ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, সারফেসি আইনের অধীনে ই-নিলাম, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এ উপস্থাপিত শর্তাবলী এবং ব্যাংকের কাছে পাওনা ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রয়ের জন্য পরিচালিত হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
সেক্টর ৫ শাখা। ঋণগ্রহীতা -বন্ধকদাতা : শ্রী সাধন বিশ্বাস এবং শ্রীমতি তুলি বিশ্বাস। ঠিকানা : চাঁদপুর লেনিনগড় বিলকান্দা সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১২৯	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত ৪৮০ বর্গফুট পাকা ছাদ এবং ১৯০ বর্গফুট সম্পূর্ণশেড , আরএস দাগ নং : ১৩৫০, আরএস খতিয়ান নং ৬৩,অবস্থিত মৌজা - দোহারিয়া,জেএল নং ৪৫,আরএস নং ১৩২,তৌজি নং ১৪৬, পরগনা-আনোয়ারপুর, থানা : বারাসত বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, এডিএসআরও -বারাসত, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় মধ্যমগ্রাম পুরসভা ওয়ার্ড নং ৯ অধীন, হোল্ডিং নং ২৬৯, পেয়ারাবাগান ৭০০১২৯।	**১৮,৭০,০০০ টাকা** ০৮.০৪.২০২৬ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	২৬.০৮.২০২৫ এবং ০৮.০১.২০২৬ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**৯,৩০,০০০ টাকা এবং ৯৩,০০০ টাকা**
মীরহাটি শাখা, ঋণগ্রহীতা : গোপাল সাহা। ঠিকানা : পিতা ক্ষিতিশ সাহা, গ্রাম : মধুমুরালী, পো : পূর্ব কাজিপাড়া, থানা : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১২৯	জমি তদস্থিত ভবন পরিমাপ ৩.০২ ডেসিমেল জমি মৌজা - সন্তোষপুর, তৌজি নং ১৪৬, জেএল নং ৮৯, আরএস দাগ নং ৩৮৩, আরএস খতিয়ান নং ৪১১ এবং ৪১৫, হাল এলআর খতিয়ান নং ২১১৪, উত্তর ২৪ পরগনা।	**১০,৬৩,২১৩.৯৫ টাকা** ০৮.০৪.২০২৬ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	২৩.০৯.২০২২ এবং ১৪.১২.২০২২ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**৭,৫৪,০০০ টাকা এবং ৭৫,৪০০ টাকা**
শিবালয় শাখা, ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা : শ্রীমতি রুবি চক্রবর্তী, পিতা তারক চক্রবর্তী, ঠিকানা : গ্রাম : কাশিমপুর ঘোষ পাড়া, পো : আদি কাশিমপুর দত্তপুকুর।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ০২ কাঠা ০৯ ছটাক ০২ বর্গফুট তদস্থিত ৩৫০ বর্গফুট কমবেশি পাকা ভবন (দলিল এবং বিক্রয় চুক্তি মোতাবেক) মৌজা- সন্তোষপুর, জেএল নং ৮৯, তৌজি নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৬০, হাল এলআর খতিয়ান নং ৭৮০,আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৮৮, অবস্থিত সন্তোষপুর, তালপুকুর,কালীতলার নিকট, পোর আদি কাশিমপুর, থানা : দত্তপুকুর, পিন - ৭৪৩২৪৮, কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বারাসত -১, উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রীমতি রুবি চক্রবর্তীর নামে।	**১২,৬৫,০০০ টাকা** ১৬.০৩.২০২৬ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১১.০৩.২০২৫ এবং ৩০.০৫.২০২৫ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**৯,৭৯,০০০ টাকা এবং ৯৭,৯০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) **নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট https://baanknet.com -এর মাধ্যমে হবে।**
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। ডাকদাতারা তাদের দর ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) গুণিতকে বাড়াতে পারেন। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ২০.০৫.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত দেখতে পারেন।**
৩. **আগ্রহী দরদাতাদের https//BAANKNET.com/ পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভাব্য দরদাতারা নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের পদ্ধতি এবং অনুসরণীয় অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপরোক্ত লিঙ্কে জানতে পারবেন। আগ্রহী দরদাতারা যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১-৮২৪৯৩২৮৫৪৭) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**
৪. উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদসমূহ **"যেখানে যেমন আছে, "যেখানে যা আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীতী"** বিক্রি করা হবে। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার পূর্বে, নিলামে তোলা সম্পত্তির দায়, মালিকানার দলিল, সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, এবং (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) ভৌত দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও খরচ সম্পর্কে নিজস্ব অনুসন্ধান করে নিতে হবে। সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সহ সমস্ত বকেয়া বিধিবদ্ধ পাওনা সফল দরদাতাকে বহন করতে হবে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/প্রাপ্যতার জন্য এবং (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) ভৌত দখল গ্রহণের সাথে জড়িত বিলম্ব, খরচ এবং/অথবা আইনি সমস্যার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
৫. উপরোক্ত তফসিলে উল্লেখিত বিবরণসমূহ অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের প্রাপ্ত সর্বোত্তম তথ্য অনুযায়ী বিবৃত করা হয়েছে। এই গণবিজ্ঞপ্তিতে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/অথবা ব্যাংক জবাবদিহি করবে না।
৬. উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী দরদাতাদের ই-ব্যাঙ্কনেট -এ প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লিখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
৭. **আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগেই, যেকোনো অবস্থায় ২৬.০৫.২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০টার মধ্যে উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে।**
৮. **সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে, বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক দর গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই, ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ দরের পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লেখিত সম্পত্তিগুলির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে, যদি তিনি আইনত দর দেওয়ার যোগ্য হন।**
৯. **অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিত করার পর, দরপত্র/ক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অর্থ ১৫তম দিনের মধ্যে (ব্যাংকিং কার্যঘণ্টার মধ্যে) অথবা শুধুমাত্র অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত কোনো বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সফল দরদাতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, তার দ্বারা ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক নিলাম বাতিল করে নতুন করে নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা পাবে।**
১০. **সম্পূর্ণ বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত কর্মকর্তা দরদাতার নামে বিক্রয় সনদপত্র প্রদান করবেন এবং এরপর বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে এবং ব্যাংক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।**
১১. অনুমোদিত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ দর বা যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং তাঁর সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং মওকুফ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১২. সফল দরদাতা/ক্রেতা হস্তান্তর দলিলের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি, পরিষেবা কর/টিডিএস সহ কর (আয়কর আইন ২০২৫ অনুযায়ী ধারা ৩৯৩ অনুসারে ৫০ লক্ষ টাকা ও তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য) বহন করবেন, যদি থাকে।
১৩. এই প্রকাশনাটি 'দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২'-এর বিধি ৮(৬) অনুসারে অগ্রিমের উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ হিসেবেও গণ্য হবে।
১৪. আরও বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া পরিপালন এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন **www.bankofindia.bank.in**।

তারিখ: ২৩.০৪.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্রথম দফায় কি ভাবছে বাংলা

নির্বাচনী ইস্যুর প্লেয়িং ইলেভেন

তন্ময় সিংহ

পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ এর নির্বাচন যেন ভারতীয় রাজনীতিতে এক হটস্পট। বাংলার গরমের সাথে পাল্লা দিয়ে দিল্লির তরফে গরম বাড়ানো হচ্ছে বাংলায়। সেন্ট্রাল বাহিনীর উর্দীধারীদের মিটিং এর ছবি ফলাও করে প্রচার হচ্ছে, রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের সাঁজোয়া গাড়ি দেখা যাচ্ছে তবুও মানুষ চুপচাপ। শাসক দলের সভাতে যেভাবে বাংলার মানুষ আগেও ভিড় করে এসেছে সেই ভিড় এখনো অব্যাহত, ২০১৯ এর পর থেকে বিজেপির পালে যে হাওয়া লেগেছিল ২০২১ এর পরে যে ভাটার হাওয়া চলছে, প্রকাশ্যে এখনো তা অব্যাহত শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর সভাতে লোক হচ্ছে যথেষ্ট। এই সবকিছু মিলিয়ে পশ্চিমবাংলা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক অভূতপূর্ব নির্বাচনে ভোট দিতে চলেছে। এখন দেখার এবারের এই ভোটের প্রচারে এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের প্রচারে কি নজর কাটলো এবং এই নির্বাচনের যদি আমরা প্লেয়িং ইলেভেন ইস্যুভিত্তিক তুলে ধরি সেগুলি কি ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ যে মেরুকরণের রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে তা হঠাৎ করে মানুষ বুঝতে পারে ২০১৯ এর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথে। প্রথম দফাই যে ১৫২ টি আসনে ১৬ টি জেলায় ভোট হতে চলেছে সেখানে বিজেপি পেয়েছিল ৮৪ টি আসন ২০১৯ সালে, তৃণমূল ৫৯ টি । কিন্তু ২০১৯ এর লোকসভা ভোটের পর বিজেপির দাপাদাপি এবং দিল্লী বাসীদের অতিরিক্ত উৎসাহ ও তৃণমূল ত্যাগ করে নেতাদের বিজেপিতে যোগদান করার হিড়িকে তিতিবিরক্ত মানুষ ২০২১ শে ওই একই ১৫২ টি বিধানসভায় মাত্র ৫৯ টি দিয়েছিল বিজেপিকে এবং ৯২ টি তৃণমূলকে। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি আরো কমে হয় ৫৭টি এবং তৃণমূল মোটামুটি শক্তি ধরে রাখে জয়লাভ করে ৮৩ টি তে। বিধানসভাতে খাতা না খুলতে পারলেও লোকসভা গুলিতে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট এগিয়েছিল ১০-১২ টি আসনে। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ এর ফলাফল কি হতে চলেছে তা যে নির্ধারণ করবে এই প্রথম দফার ভোট অন্তত বিজেপি শিবিরের জন্য সে সম্পর্কে কোন শিবির এই সন্দেহ নেই। তাই লাস্ট মুহূর্তে প্রস্তুতি তুঙ্গে সমস্ত দলেরই অন্যদিকে সিপিএমের লড়াই শুধুমাত্র খাতা খোলার এবং কংগ্রেসের ক্ষেত্রে মালদা, উত্তর দিনাজপুর,মুর্শিদাবাদ এবং পুরুলিয়াতে ত্রিমুখী লড়াইয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্কে ধরে রেখে বিশেষত সংখ্যালঘু মানুষকে কংগ্রেস মুখী করে ডাবল ডিজিটে পৌঁছানো। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের সাথে দলগুলি যে জন মুখী কর্মসূচি গুলো নিয়েছিল তার ফ্যাক্টরগুলো আলোচনা করলেই আমরা এই প্রথম দফার নির্বাচনে বাংলা কি ভাবছে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা পাবো।

ইস্যু ১: লক্ষীর ভান্ডার বনাম অন্নপূর্না ভান্ডার

সারাদেশে একক ভাবে চলা সর্ববৃহৎ সরাসরি অর্থ প্রদানের প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভান্ডার যাতে প্রায় আড়াই কোটি মহিলা মাসে দেড় হাজার টাকা এবং জনজাতি হলে ১৭০০ টাকা পায়। অন্যান্য সময় ভোট এলেই এই টাকাটিকে ভিক্ষা বলে এক শ্রেণীর দল কটাক্ষ করলেও ২০২১ এবং ২০২৪ এ তৃণমূলের ভোট বাক্সে মহিলা ভোট উজাড় করে পড়ে যাওয়া কি আটকাতে বিজেপি এবারে নিয়ে এসেছে জুন মাস থেকে চালু করবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যাতে মাসিক ৩০০০ টাকা পাবে মহিলারা এরকম একটি প্রতিশ্রুতি। কিন্তু লক্ষীর ভান্ডার যেভাবে গ্রামের এবং প্রান্তিক শহরের মহিলাদেরও স্বশক্তিকরণ করেছে সেখানে প্রতিশ্রুতি কতটা এই মোবাইল ফোনের জমানায় দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তৃণমূলের তরফ থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে বিজেপির প্রচার করেও বিভিন্ন জায়গাতে এই টাকা দেয়নি এবং তার উদাহরণ হাতের কাছে আছে বিহার, ওড়িশা এবং দিল্লী। দুটি দলেরই আইটি সেলের তরফ থেকে প্রচার এবং পাল্টা প্রচারে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের অন্যতম নির্ণায়ক হতে চলেছে মহিলা ভোট কোন দিকে থাকবে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অন্তত এই ১৬ টি জেলার ১৫২ টি বিধানসভায় ক্ষেত্রে এই মহিলা ভোট যে এবারেও বেশিরভাগটাই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে যাবে সে সম্পর্কে বিরোধীদল অবহিত তাই নির্বাচন চলাকালীন তারা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য ফর্ম ফিলাপ শুরু করেছে কিন্তু তবু দিনের শেষে অন্নপূর্ণার থেকে অ্যাডভান্টেজ লক্ষী ই।

ইস্যু ২: বাংলার ডোল বনাম ডাবল ইঞ্জিনের ডোল

পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬-এর নির্বাচনের প্রথম দফার অন্যতম বড় ইস্যু ছিল শাসকদলের জনমুখী পরিকল্পনা। মমতা ব্যানার্জির সরকারের মানবিক প্রকল্প এবং মানুষের কাছে সরাসরি সরকারি সুযোগ-সুবিধা গুলো পৌঁছে দেওয়া যে সারা পশ্চিমবঙ্গে জনমত দলনির্বিশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে সে সম্পর্কে বিরোধী দলগুলোও স্বীকার করে একবাক্যে। কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক ঠিক না থাকার জন্য কৃষক বন্ধু, স্বাস্থ্য সাথী যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের বিকল্প তেমনি সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বিনামূল্যে চাল দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে সাথে নিয়ে রাজ্য সরকারের একটি অভাবনীয় পদক্ষেপ। এর সুফল ভোট বাক্সে পড়বেই এ আশা শাসক শিবির করে। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা না পাওয়াই রাজ্য সরকার নিজেরাই এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে দিয়ে গ্রামে যে বাড়ি তৈরির প্রকল্প নিয়েছে তার সুফল অনেক মানুষ পেলেও এই টাকাতে বাড়ি হচ্ছে না এই ধারণাও সাধারণ মানুষকে খুব একটা সরকারের প্রতি আস্থাশীল রাখতে পারেনি। চাষীদের ফসলের দাম ঠিকঠাক না পাওয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও, সারের দাম বৃদ্ধি নিয়ে এবং কালোবাজারি নিয়ে বাংলার কৃষক সমাজ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আস্থাশীল নয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ না থাকায় ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং গ্যাসের দাম বৃদ্ধি সহ অন্যান্য ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা কম এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। এই সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য মানুষের ভরসা যে বর্তমান তৃণমূল সরকারের প্রতি বেশি সে সম্পর্কে নিঃসংশয় শাসক শিবির।

ইস্যু ৩ : বহিরাগত বনাম ঘুষপেটিয়া

নির্বাচনের ন্যারেটিভ ঠিক করার জন্য নিজস্ব যন্ত্র কে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রোহিঙ্গাতে ভরে গেছে। নির্বাচন তালিকা সংশোধন হলে প্রায় দেড় কোটি রোহিঙ্গা ধরা পড়বে। এস আই আর এর প্রথম পর্বে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ মৃত অথবা স্থানান্তরিত হিসেবে বাদ যায়, রোহিঙ্গা মুক্ত পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই পরবর্তীকালে লজিক্যাল ডিস্ক্রিমিনেন্সি নিয়ে আসা হয় এবং তাতে আরো ২৭ লক্ষ মানুষকে বাদ দেওয়া হয়। যদিও সবমিলিয়ে দেখা যায় মোট বাতিল ভোটারের প্রায় ৭০ শতাংশই হিন্দু। ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬৩ লক্ষ হিন্দু এবং ২৭ লক্ষ মুসলমানের নাম বাদ যায় । এই এস আই আর পর্বে সাধারণ মানুষকে যেভাবে তাদের তথ্যের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অথবা নাকানি চোপানি খেতে হয়েছে, তাতে এস আই আর এর শুরুতে যে সমস্ত মানুষজন ভাবছিল যে রোহিঙ্গা ধরা পড়বে কিন্তু দিনের শেষে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর যেভাবে নাম বাদের খাড়া নেমে এসেছে তাতে ন্যারেটিভ হিসেবে যতই আকর্ষণীয় লাগুক না কেন ঘুসপেটিয়া শব্দটি এস আই আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অযথা হয়রানির দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের মত তাই এর সুফল কতটা শাসকদলের বিপক্ষে বিরোধী দলের কাছে যাবে, এ সম্পর্কে সন্দিহান সব পক্ষ ই। তবে বিভিন্ন বিধানসভা নির্বাচন যেগুলি ২০২১ এ কম মার্জিনে ফলাফল হয়েছিল, সেখানে এই নাম বাদ যাওয়া এবং যদি তা এক শ্রেণীর বিশেষত হয় তাহলে শাসকদলের কাছে চিন্তার এর সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আবার খড়গপুর এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার কিছু আসনে হিন্দু ভোট বেশি মাত্রায় বাদ পড়ে শাসক শিবির কে যে অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে সে সম্পর্কেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইস্যু ৪: কেন্দ্রীয় এজেন্সি বনাম রাজ্য প্রশাসন

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে যেভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি গুলি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার অধীনে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে হিংসা মুক্ত নির্বাচন করার কথা বলছে, এবং তা আসলে রাজ্য প্রশাসনকে যে চাপে রাখছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্যান্য রাজ্যের মতন না হলেও পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের তৈরি করা রাজ্য প্রশাসনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যেভাবে বদলি করে নাড়া দিয়েছে নির্বাচন কমিশন এবং তাতে রাজ্য প্রশাসনকে কার্যত অসহায় লেগেছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল শাসক শিবির। আঘাত আসতে পারে এ সম্পর্কে আগাম ধারণা থাকা সত্ত্বেও ব্যাপকতা আন্দাজ করতে পারেনি তারা। যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাঁজোয়া বহরের সাথে সাথে, বিজেপির পালে হাওয়া লাগছে বলে ভাসিয়ে দেওয়ার যত চেষ্টাই হোক না কেন ২০১১ এর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে ভয় মুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রশাসন নির্ভর শাসনকার্য পরিচালনা করার পরে নির্বাচনের মুহূর্তে শাসক শিবির কিছুটা ব্যাকফুটে এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই।

ইস্যু ৫: শাসক শিবিরের নেতৃত্বের অভাব বনাম বিরোধী শিবিরের মুখের অভাব

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে স্থানীয় নেতার অভাব দুই শিবিরেই খুব স্পষ্ট। প্রশাসনে ঝাঁকুনির পরে তাকে সামাল দেওয়ার মতো নেতৃত্ব এই মুহূর্তে বেশিরভাগ ব্লকে জেলাতে শাসক শিবিরে নেই তা বুঝতে পেরেছে শাসক। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্যাক কে ম্যানেজ করে নেতৃত্বে থাকা অংশ যে আদতে জনবিচ্ছিন্ন এবং সামনে দাঁড়িয়ে কোন সমস্যা সমাধানে অক্ষম, সব কিছুই কলকাতার কেন্দ্রিক আদেশের প্রতিফলন এটা পরিষ্কার। তবু নির্বাচনের দিনের যে মেশিনারি, ভোট দাতাদের সাথে নিরন্তর যোগাযোগের সেখানে শাসনে থাকায় সুবিধা পাচ্ছে তৃণমূল। অন্যদিকে সিপিএমের শেষের জমানাতে তৃণমূলে যেভাবে বিকল্প মুখ এবং মানুষের ভরসার বিকল্প তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সাত বছর পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বিরোধী দল হয়েও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এখনো তাদের সংগঠন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি বুথ স্তরে। স্থানীয়ভাবে আস্থাশীল কোন মুক্তি বিরোধী শিবিরে বেশিরভাগ অংশেই নিয়ে আসতে পারেনি সিপিএমের একটি অংশ আজও সক্রিয় বিরোধী শিবিরে। যাদের ও যার পরিবারের অত্যাচারের ইতিহাস আজও মানুষ ভুলতে পারেনি। তাই এবারের নির্বাচন সংগঠন ভিত্তিক না হলেও শাসনে থাকার সুবিধা পাবে শাসকদল।

ইস্যু ৬: ঝালমুড়ি বনাম বাঙালি অস্মিতা

বাঙালিরা ঝালমুড়ি খেতে ভালোবাসে না চপ মুড়ি খেতে ভালোবাসে, কাতলা খেতে ভালোবাসে না ইলিশ, পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ এর নির্বাচনের অন্যতম বড় ইস্যু এটি। মাছে ভাতে বাঙালির যে পরিচয়, তা বিজেপি এলে থাকবে না এ প্রচার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে। ২০২১ এর কুফল ভোগ করা বিজেপি তাই প্রচার করছে, হাতে মাছ নিয়ে। গতবারে বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে নিরামিষ ভোজনের যে জনসংযোগ প্রক্রিয়া চালিয়েছিল বিজেপি, তা সম্পূর্ণ বন্ধ। অন্যদিকে শাসক শিবির বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির জারি করা ফতেয়া গুলি প্রচার করছে আগামীদিনের জন্য। বাঙালি অস্মিতার প্রচার ২০২১ এর মত তাদের দিকে রাখতে বদ্ধপরিকর শাসক শিবির। অন্যদিকে বিজেপিও বহিরাগত বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসছে ভোটদানের জন্য শাসক শিবির প্রচার করছে বাইরের বিজেপি রাজ্যগুলিতে যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের ঘটনাগুলো। সবে মিলিয়ে কে বেশি বাঙালি হতে পারে সেই নিয়ে জমজমাট নির্বাচন। নির্বাচনের প্রথম দফা তে ঝাড়গ্রামে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খেয়ে সেই বাঙালিয়ানা কেই ভালবাসতে চাইলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

ইস্যু ৭: যুবসাথী বনাম দুর্নীতি

পশ্চিমবঙ্গে সরাসরি যুব সমাজকে আকৃষ্ট করার জন্য ১৮ থেকে ৪০ বছরের মাধ্যমিক পাস বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য রাজ্য সরকার চালু করেছে যুব সাথী যেখানে দেড় হাজার টাকা মাসিক ভাতা পাঁচ বছর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আসলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির পরে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি যেন সমার্থক হয়ে গেছে এটা একটা ধারণা সাধারণ মানুষেরও। রাজ্যে চাকরি নেই বেসরকারি শিল্প গড়ে ওঠেনি স্বয়ং একজন জনপ্রিয় এমপি একটি ইংরেজি ভাষার সাক্ষাৎকারে বলছিলেন যতজন এম এসএমই অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেদেরকে নথিভুক্ত করেছেন তারা চাকুরিজীবী এই অনুযায়ী ৯৩ লক্ষ MSME হয়েছে। তার নিজের মুখের এক্সপ্রেশনই বলে দিচ্ছিল এই একটা বিষয়ে তিনি কত অসহায়। অন্যতম বিরোধী শিবিরের প্রচারের মূল অস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্ব এবং দুর্নীতি সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষ এই প্রচার গ্রহণ করছে কিন্তু গ্রামের দিকে প্রান্তিক মানুষদের জন্য সেখানে নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা থাকায় একটি পরিবারের সংসার চালাতে যেটুকু দরকার তা ভাতার থেকে হয়ে যাচ্ছে এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হওয়ায় বেকার যুবকেরা এই দেড় হাজার টাকা কে সরকারের তরফ থেকে তাদের জন্য নিয়মিত মাসোহারা ভেবে সরকারের পক্ষে থাকবে না এই সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং কর্মসংস্থানের ইস্যুতে বিরোধী শিবিরে যাবে, তা নির্বাচনে এস আই আরের প্রভাব কার পক্ষে যাবে তার মতনই জটিল একটি ধাঁধা।

ইস্যু ৮: ভাইজান বনাম নিরাপত্তা

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে শাসক শিবিরের পক্ষে সব দিন থেকে এসেছে সংখ্যালঘু সমাজ। ২০১৯ এর পর থেকে এই সংখ্যালঘু সমাজকে শাসকদের থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য কখনো ভাইজান কখনো বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে নতুন সংখ্যালঘু নেতার ও দলের বেড়ে ওঠা দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে প্রায়শই রাজনৈতিক প্ররোচনায় দাঙ্গা ও ভাঙ্গচুরের সাক্ষী থেকেছে পশ্চিমবঙ্গ। মোথাবাড়ির ঘটনা নির্বাচনের আগে তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ অন্যদিকে এস আই আর এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সমাজকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী তালিকা থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলছে শাসক পক্ষ। সবে মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০ ভোট যে শতাধিক আসনে নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত সব পক্ষই। নির্বাচনের আগে বিভিন্ন ইস্যুতে হুমায়ুন কবির, মিম, নৌশাদ সিদ্দিকী সহ কংগ্রেস এবং সিপিএমেরও একটা অংশ যে সংখ্যালঘুদের সাথে সক্রিয় হচ্ছিল এবং নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এসআইআর এবং পরবর্তীকালে একটি গোপন ভিডিও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে এই সংখ্যালঘু ভোটকে আবার তৃণমূলের দিকে সম্পূর্ণ রূপে ফিরিয়ে দিয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে কংগ্রেসের প্রার্থী নির্ভর কিছু বিধানসভা ছাড়া, এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত শাসক শিবির। বিরোধী শিবির যতই ক্ষুদ্রধেল গাইক্ষু হিসেবে প্রচার করুক, যোগী ও হেমন্ত বিশ্ব শর্মার মতো নেতাকে এনে পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণ করুক ২০২৬ এও এই ৩০ শতাংশের আশীর্বাদ প্রায় সম্পূর্ণরূপে শাসক শিবির পাবে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

ইস্যু ৯: হিংসা ও মেরুকরণ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নির্বাচন মানেই হিংসা এবং মানুষের প্রাণহানি এই ধারণাটা বিগত কয়েকটি নির্বাচনে আরো দৃঢ় হয়েছে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনাতে। দু একটি জেলাতে নিজেদের মধ্যে এই ঘটনা সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নিয়ে একটি ভুলবার্তা দিয়েছে যারই প্রতিফলন আজকে স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কেউ বলতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মতো মেরুকরণ সারা ভারতে কোথাও হচ্ছে না। এই মেরুকরণে সুফল তুলতে সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সমস্ত হিন্দু হৃদয় সম্রাটরা এসে সভা করে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গে। তাদের বুলডোজার রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োগ করবার জন্য তারা সাহায্য চাইছেন হিন্দু সমাজের। এ কথা অনুস্বীকার্য কিছু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাতে এবং সীমান্তবর্তী জেলা তে হিন্দু সমাজ যে কিছুটা হলেও ধর্মীয় দাপাদাপি ও জোর জুলুমে এবং আইনের শাসন সবক্ষেত্রে না থাকায় তারা ভীত। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে তাই এস আই আর এ সংখ্যালঘু সমাজের নাম বাদ দিয়ে এবং ভোট চলাকালীন কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োগ করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে সমস্ত হিন্দু সমাজের ভোট নিজেদের দিকে একত্রিত করতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রীয় সরকার। পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামের মতো পশ্চিমবঙ্গেও তাদের রাজনৈতিক উর্বর ভূমি তে পরিণত করেছে বিজেপি। উত্তরবঙ্গ এবং সীমান্তবর্তী এলাকা গুলিতে এর সুফল তারা এই নির্বাচনে পাবে এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত সবাই।

ইস্যু ১০: মুখ ও প্রতিপক্ষ

একদা মোহন ভাগবত স্বয়ং মমতা ব্যানার্জিকে মা দুর্গার সাথে তুলনা করেছিলেন এবং এখনো কান পাতলে শোনা যায়, আরএসএসের নেতৃত্বের সাথে শাসক দলের সখ্যের চর্চা। পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে অবাধে নিজেদের সংগঠন বিস্তার করেছে আরএসএস এ সম্পর্কে বাম দলগুলি সব সময় আঙ্গুল তুলে শাসকের দিকে। যাই হোক পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে শাসকদলের প্রধান মুখ স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেক বারের মতন তিনি অনেকটা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ধাঁচে ঘোষণা করেছেন, সমস্ত বিধানসভাতে তিনি প্রার্থী তাই তৃণমূল কে ভোট দেয়া মানে দিদিকে ভোট দেওয়া।তাকে অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ঘোষনা করেছেন সমস্ত বিধানসভাতে তিনি প্রার্থী, তাই বিজেপিকে ভোট দেয়া মানে তার হাতকে শক্ত করা। লড়াইটা ২০২৬-এ দাঁড়িয়েও দিদিই ভার্সেস মোদি। গতবারের মতন আর দিদি ও দিদি নয় বরং নামই উচ্চারণ করছেন না প্রধানমন্ত্রী, নেত্রী হিসেবে বাংলার মানুষের সাথে মমতা ব্যানার্জির আজো যে সখ্যতা সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেই তার সরকারকে আক্রমণ করছেন তিনি। বাংলার উন্নতির জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকারের জন্য চাকরির জন্য ভোট চাইছেন বিজেপির হয়ে। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভোট চাইছেন তাকে আর একবার সুযোগ দিতে যাতে বাংলার মানুষকে তিনি আরো ভালো রাখতে পারেন। লড়াই রাজায় রাজায়, এবং এখনো সরাসরি দাদা এবং দিদির লড়াইয়ে কেউ কাউকে নিয়ে কটুক্তি করেননি, সেই অর্থে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে মানুষ দাদা এবং দিদির মধ্যে কাকে চাইবে বা ভালোবাসবে, তার উত্তর পাওয়া যাবে আগামী দিনে। তবে দুজনেরই সভায় মানুষের ভিড় হচ্ছে ব্যাপক এবং দুজনেরই ভাষণ শুনে উচ্ছাসে ফেটে পড়ছে জনতা। ভোট বাক্সে তারা বাংলার মেয়েকে চায় না মোদীজি কে পাঁচ বছর দিতে চায় তার ওপর নির্ভর করবে পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল।

ইস্যু ১১: দুই পক্ষের কুশীলবরা

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে দুই পক্ষের কুশীলবদের লড়াই চোখে পড়ার মতো। অভিষেক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে মমতা ব্যানার্জির দলের হয়ে যারা ক্যাম্পেইন করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম দেব, সায়নী ঘোষ, মহুয়া মৈত্র, জুন মালিয়া সহ অনেকে। মোটামুটি রাজনীতির লোক না হলেও তাদের দেখতে মানুষ আসছে উৎসাহ নিয়ে এবং দেবের সভায় ভিড় চিন্তায় রাখছে বিরোধীপক্ষকে। অন্যদিকে ২০২১ এর মতন বিজেপির সাথে এবারে তারকার ভিড় নেই বরং তাদের হয়ে আট মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে নেমেছে। যোগী আদিত্যনাথ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা হিন্দুত্বের প্রচার করছেন আবার অমিত শাহ পুরো প্রচার টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন সুকান্ত মজুমদার,শমিক ভট্টাচার্যের মতন নেতাদের নিয়ে। তবে পশ্চিমবঙ্গেও কত পাঁচ বছরে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী তো চষে বেরিয়েছেন গোটা পশ্চিমবঙ্গ। এই নির্বাচনে বিজেপির স্টার ক্যাম্পেনার এবং হবু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অলিখিত নিজের দাবি রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভবানীপুরে গিয়ে লড়াই করার কথা বলে। সবে মিলিয়ে অভিষেক এবং শুভেন্দুর নেতৃত্বে দ্বিতীয় প্রজন্মের নেতাদের এই লড়াই যে ২০২৬ এর নির্বাচনে অন্যতম বড় সহায়ক হতে চলেছে জেতা হারায় মানুষকে প্রভাবিত করতে সে সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। এই কুশীলবদের প্রচারে যাদের সাথে মানুষ একাত্ম হতে পারবে, ভোট বাক্সে প্রতিফলন ঘটবে তাদের হয়েই। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ইস্যুর প্লেয়িং ইলেভেন এটাই।

লেখক: এপেক্স রিসার্চ সলিউশনের জনমত সমীক্ষার সাথে যুক্ত

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

এখনও সুযোগ আছে! কেকেআরকে বার্তা লঙ্কান পেসার পাথিরানার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ চোটভোগের পর অবশেষে কেকেআর শিবিরে যোগ দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার তরুণ গতিতারকা মাথিশা পাথিরানা। দু'দিন আগেই তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। শহরে এসেই বিশ্রাম না-নিয়ে সরাসরি ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলনে নেমে পড়েন এই লঙ্কান পেসার। তাঁর আগমন স্বাভাবিকভাবেই কেকেআর শিবিরে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। কারণ চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত নাইটদের বোলিং বিভাগ ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

মঙ্গলবার দলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় পাথিরানা জানিয়ে দেন, তিনি ব্যক্তিগত কোনও লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামেন না। তাঁর কাছে সবসময় দলের সাফল্যই সবচেয়ে বড় বিষয়। তিনি বলেন, নিজের জন্য আলাদা করে কোনও পরিকল্পনা নেই, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য শতভাগ দিয়ে দলকে সাহায্য করা। এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, ব্যক্তিগত রেকর্ডের চেয়ে দলের জয়কেই তিনি প্রাধান্য দিচ্ছেন।

সব কিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে আগামী ২৬ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারেন পাথিরানা। একানা স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচে তাঁকে পাওয়া গেলে কেকেআরের পেস আক্রমণে বড়সড় পরিবর্তন আসতে পারে। এখনও পর্যন্ত কার্তিক ত্যাগী কিছুটা ভালো পারফর্ম করলেও বৈভব অরোরা তেমন ছাপ ফেলতে পারেননি। মরশুম শুরুর আগে বৈভব নিজেই বলেছিলেন, হর্ষিত রানার অনুপস্থিতিতে তাঁকেই পেস বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব নিতে হবে। কিন্তু মাঠের পারফরম্যান্সে সেই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়নি।

পাথিরানা দলে এলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই প্রধান পেসার হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারেন। তাঁর গতির সঙ্গে থাকবে ইয়র্কার এবং ডেথ ওভারে চাপ সামলানোর দক্ষতা। ফলে কার্তিক ত্যাগীকেও আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে। অন্যদিকে বৈভবকে নির্দিষ্ট ভূমিকা দিয়ে চাপমুক্ত রাখার সুযোগ তৈরি হবে। অর্থাৎ শুধু একজন বোলার নয়, পুরো বোলিং ইউনিটের ভারসাম্য বদলে দিতে পারেন পাথিরানা।

গত রবিবার রাজস্থান রয়্যালসকে হারিয়ে চলতি মরশুমে প্রথম জয় পেয়েছে কেকেআর। ছয় ম্যাচ অপেক্ষার পর সেই জয় এলেও দল এখনও পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানিতে রয়েছে। প্লে-অফে পৌঁছনোর রাস্তা এখন যথেষ্ট কঠিন। এখান থেকে ভালো কিছু করতে গেলে টানা কয়েকটি ম্যাচ জিততেই হবে। সেই কারণেই পাথিরানার আগমন দলের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তবে কঠিন পরিস্থিতিতেও আশাবাদ হারাননি শ্রীলঙ্কার এই তারকা। তাঁর মতে, এখনও কিছুই শেষ হয়ে যায়নি। যতক্ষণ সুযোগ আছে, ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। দীর্ঘ সময় পর নতুন দলে যোগ দিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত বলেও জানিয়েছেন। নতুন পরিবেশ, নতুন সতীর্থদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তিনি প্রস্তুত।বুধবার দুপুরে চার্টার্ড বিমানে লখনউ রওনা দিচ্ছে কেকেআর শিবির। শনিবার ঋষভ পন্থদের দলের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামবে তারা। সেই ম্যাচে পাথিরানাকে দেখা গেলে নাইট সমর্থকদের আশার পারদ আরও চড়বে।

বোলারদের দাপটে ঘরের মাঠে বিধ্বস্ত লখনউ! ৪০ রানে জিতে স্বস্তিতে রাজস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট মানেই সাধারণত ব্যাটারদের উৎসব। চার-ছক্কার ঝড়, বড় রান, উত্তেজনায় ভরা ম্যাচ;এই চেনা ছবিই দেখা যায় বেশিরভাগ সময়ে। কিন্তু বুধবারের লখনউ সুপার জায়ান্টস ও রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ সেই প্রচলিত ধারণাকে পুরো বদলে দিল। এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য ছিল বোলারদের। ব্যাটারদের জন্য রান তোলা ছিল কঠিন কাজ। শেষ পর্যন্ত দুর্দান্ত বোলিংয়ের জোরে ৪০ রানে জয় তুলে নেয় রাজস্থান।

টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। শুরুতে রাজস্থানের ব্যাটাররা কিছুটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেললেও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন মহম্মদ শামি। নিজের ওভারের শেষ দুই বলে তিনি ফিরিয়ে দেন যশস্বী জয়সওয়াল ও ধ্রুব জুরেলকে। যশস্বী ২২ রান করলেও জুরেল খাতা খুলতে পারেননি। পরের ওভারে মহসিন খান বৈভব সূর্যবংশীকেও আউট করে দেন। মাত্র কয়েক বলের ব্যবধানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় রাজস্থান।

এই কঠিন সময়ে দলকে সামলানোর দায়িত্ব নেন অধিনায়ক রিয়ান পরাগ ও শিমরন হেটমেয়ার। তবে লখনউয়ের বোলাররা এতটাই নিয়ন্ত্রিত লাইন-লেন্থে বল করছিলেন যে সহজে রান পাওয়া যাচ্ছিল না। রিয়ান ২০ রান করে আউট হন, হেটমেয়ারও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। পরে রবীন্দ্র জাডেজা দায়িত্বশীল ব্যাটিং করে ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি ২৯ বলে অপরাজিত ৪৩ রান করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল দুটি চার ও একটি ছয়। শেষ দিকে শুভমন দুবে ১১ বলে ১৯ রান যোগ করায় রাজস্থান ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৯ রান তোলে।

লখনউয়ের হয়ে শামি চার ওভারে ৩০ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। মহসিন খানও সমান কার্যকর ছিলেন, তিনি ১৭ রানে ২ উইকেট পান। প্রিন্স যাদব নেন আরও দুটি উইকেট। অন্যদিকে চোট কাটিয়ে ফেরা ময়াঙ্ক যাদব খুব একটা সফল হতে পারেননি।

১৬০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে লখনউ শুরু থেকেই বিপর্যয়ে পড়ে। মাত্র ১১ রানের মধ্যে আয়ুষ বাদোনি, ঋষভ পন্থ ও এডেন মার্করামের উইকেট হারায় তারা। তিনজনের কেউই উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেননি। এরপর মিচেল মার্শ ও নিকোলাস পুরান কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুরান ধীরগতিতে ২২ রান করে আউট হলে চাপ আরও বাড়ে।

মার্শ একপ্রান্ত ধরে রেখে লড়াই চালান। তিনি ৪১ বলে ৫৫ রান করেন, যেখানে ছিল ছয়টি চার ও দুটি ছয়। কিন্তু তাঁর আউট হওয়ার পর লখনউয়ের আশা কার্যত শেষ হয়ে যায়। নিচের সারির ব্যাটাররা কেউই বড় অবদান রাখতে পারেননি। নিয়মরক্ষার মতো ব্যাটিং করে একে একে সবাই ফিরে যান।

শেষ পর্যন্ত ১৯ ওভারে ১১৯ রানে গুটিয়ে যায় লখনউয়ের ইনিংস। ফলে ৪০ রানের দারুণ জয় পায় রাজস্থান রয়্যালস। টানা দুই ম্যাচ হারের পর এই জয় তাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়াবে। অন্যদিকে লখনউকে ভাবতে হবে ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে। এই ম্যাচে পরিষ্কার প্রমাণ মিলল, টি-টোয়েন্টিতেও ভালো বোলিং ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিতে পারে।

আয়ুষের চোটে চাপে চেন্নাই, আইপিএলে কি এবার দেখা যাবে লোনের প্লেয়ার?

নিজস্ব প্রতিবেদন: সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে বড় ধাক্কা খেয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। দলের তরুণ ব্যাটার আয়ুষ মাত্রে বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এই চোটের কারণে তিনি কিছু ম্যাচের জন্য বাইরে থাকতে পারেন। এমন অবস্থায় ইতিমধ্যেই চেন্নাইয়ের দল গঠন ও বিকল্প ক্রিকেটার নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সেই আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন ভারতের প্রাক্তন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

অশ্বিনের মতে, চেন্নাই সুপার কিংস চাইলে আইপিএলের বিশেষ নিয়ম ব্যবহার করে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিথেকে ক্রিকেটার ধার নিতে পারে। তাঁর পরামর্শ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর তরুণ ক্রিকেটার ভিহান মালহোত্রাকে দলে নেওয়ার কথা ভাবতে পারে চেন্নাই। একই সঙ্গে তিনি অনূর্ধ্ব ১৯ স্তরের প্রতিভাবান ব্যাটার অভিজ্ঞান কুণ্ডুর নামও উল্লেখ করেছেন। অশ্বিন মনে করেন, শুধু তাৎক্ষণিক সমাধান নয়, ভবিষ্যতের দল গঠনের দিক থেকেও এমন ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়া লাভজনক হতে পারে।

ফুটবলে প্লেয়ার লোন খুব পরিচিত বিষয়। এক ক্লাবের ফুটবলারকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্য ক্লাবে পাঠানো হয়। কিন্তু ক্রিকেটে এই নিয়ম খুব বেশি আলোচিত নয়। তবে আইপিএলে এমন একটি ব্যবস্থা রয়েছে, যা খুব কম মানুষই জানেন। নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্রিকেটার চোটের কারণে পুরো মরশুম থেকে ছিটকে যান, তাহলে সেই দল অন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজিথেকে একজন ক্রিকেটারকে অস্থায়ীভাবে নিতে পারে।

এই লোন ব্যবস্থারও কিছু নির্দিষ্ট শর্ত আছে। যে ক্রিকেটারকে নেওয়া হবে, তাঁকে সর্বোচ্চ দু'টি ম্যাচে খেলানো যাবে। আবেদন করতে হবে টুর্নামেন্টের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। এছাড়া যে দল থেকে ক্রিকেটার নেওয়া হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে তিনি মাঠে নামতে পারবেন না। অর্থাৎ, যদি ভিহান মালহোত্রাকে বেঙ্গালুরু থেকে চেন্নাই নেয়, তাহলে তিনি বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না।

এই নিয়ম কার্যকর হলে তা আইপিএলে কৌশলগত নতুন অধ্যায় খুলে দিতে পারে। কারণ শুধু খেলোয়াড়ের ঘাটতি পূরণ নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির সম্পর্ক, আর্থিক হিসাব এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বেঙ্গালুরু যদি কোনও ক্রিকেটার ছাড়ে, তাহলে সেই ক্রিকেটারের বেতনভার থেকে তারা কিছুটা মুক্তি পেতে পারে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে সেটি লাভজনকও হতে পারে।

বর্তমানে পয়েন্ট তালিকায় বেঙ্গালুরু অনেক ভালো জায়গায় রয়েছে, অন্যদিকে চেন্নাই তুলনামূলক চাপে। তাই বেঙ্গালুরু হয়তো এই পরিস্থিতিকে সুযোগ হিসেবেও দেখতে পারে। আবার প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে শক্তিশালী করতে চাইবে কি না, সেটাও বড় প্রশ্ন।সব মিলিয়ে, আয়ুষ মাত্রের চোট শুধু চেন্নাইয়ের জন্য সমস্যা তৈরি করেনি, আইপিএলের এক কম আলোচিত নিয়মকেও আবার সামনে নিয়ে এসেছে। এখন দেখার, চেন্নাই সত্যিই প্লেয়ার লোনের পথে হাঁটে কি না, নাকি নিজেদের স্কোয়াড থেকেই বিকল্প খুঁজে নেয়।

একাধিক একাডেমি ঘিরে ভবিষ্যৎ গড়ার উদ্যোগ

মাঠে ফেরাতে চান নতুন প্রজন্মকে, বাংলার ফুটবলে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সৌরভ পাল

ফুটবলারদের জন্য জার্সি উন্মোচনে সাদার্ন কর্তা সৌরভ পাল ও অন্যান্যরা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন সাদার্ন সমিতির কর্ণধার সৌরভ পাল। তাঁর লক্ষ্য স্পষ্ট, মোবাইলের পর্দা থেকে শিশুদের সরিয়ে আবার মাঠে ফিরিয়ে আনা, আর সেই সঙ্গে ফুটবলের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা। কলকাতা থেকে নৈহাটির পি এন এ সি ও এল এম এ সি ময়দান, খড়দহের সাদার্ন সমিতি কিডস ফুটবল একাডেমিয়া থেকে জলপাইগুড়ি ফুটবল একাডেমি, বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সৌরভ পাল ফুটবল মাঠে অনৈতিক আচরণ পরিত্যাগ করে খেলাধুলার সঠিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার বার্তাও দিচ্ছেন নিয়মিত। দীর্ঘদিন ধরে সাদার্ন সমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে তরুণ ফুটবলার গড়ে তোলার কাজ করছেন সৌরভ পাল। নিজে ফুটবলপ্রেমী হওয়ায় খেলার প্রতি তাঁর টান আরও বেশি। তাঁর বিশ্বাস, ছোটবেলা থেকেই সঠিক প্রশিক্ষণ ও দিশা পেলে বাংলার ফুটবল আবারও তার পুরনো গৌরব ফিরে পেতে পারে।

অনুশীলন করলেন না আনোয়ার

রশিদ-বিষ্ণুকে নিয়ে সংশয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২৮ এপ্রিল গোয়ার মাঠে ওড়িশা এফসির মুখোমুখি হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। ২৯ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের কারণে ইস্টবেঙ্গলের হোম ম্যাচ গোয়ায় সরে গিয়েছে। ফলে ওড়িশার বিরুদ্ধে একপ্রকার অ্যাওয়ে ম্যাচেই খেলতে হবে অস্কার বাহিনীকে। যদিও সেটা ওড়িশা এফসির জন্যও অ্যাওয়ে ম্যাচ। সেই লক্ষ্যেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে জোরকদমে প্রস্তুতি সারছে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

জানা গিয়েছে,পরিবেশও আবহাওয়ারসঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল দল আগামী ২৬ এপ্রিলগোয়ার উদ্দেশ্যেরওনা দেবে এবং বাকি দিনগুলো সেখানেই অনুশীলন সারবে। বুধবার প্রায় ঐচ্ছিক অনুশীলনই ছিল বলা চলে। ফুটবলাররা এলেন, কিছুটা ওয়ার্ম আপ করার পর নিজেদের মধ্যেই মজার ছলে পাসিং অনুশীলন ও রন্ডো করলেন। গত ম্যাচের প্রথম একাদশে থাকা ফুটবলাররা একদিকে রন্ডো করছিলেন, অন্যদিকে রন্ডো করছিলেন বেঞ্চে থাকা বাকি ফুটবলাররা। এদিন অনুশীলনে সাইডলাইনে ছিলেন মহম্মদ রশিদ ও পিভি বিষ্ণু। মূলত বল পায়ে রিহ্যাব সারলেন দুজন। পাশাপাশি সউল ক্রেস্পোকেও সাইডলাইনে সাইক্লিং করতে দেখা গেল। শেষদিকে কিছুটা শুটিং প্র্যাক্টিসকরলেনইউসেফরা।

তবে প্রতিনিয়তই অনুশীলনে নতুন ছক সাজাচ্ছেন অস্কার। ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলকে কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল শিবির। এদিন অনুশীলনে কোচ অস্কার ব্রুজো একেবারেই সিচুয়েশন প্র্যাক্টিসকরালেননা। অনুশীলনেই উসেফেরসঙ্গে ডেভিডকে শুরু থেকেই খেলতেদেখা গিয়েছে,যা থেকে অনুমানকরা হচ্ছে এই জুটিই হয়তো আগামী ম্যাচে প্রথম একাদশে সুযোগ পেতে পারে। বেঙ্গালুরু ম্যাচে লাল কার্ড দেখা মিগুয়েল ফিগুয়েরার অনুপস্থিতিতে ওড়িশার বিরুদ্ধে জোড়া স্ট্রাইকার নিয়ে দল নামানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দুই বিদেশি ফরোয়ার্ডকে একসঙ্গে খেলানোর সম্ভাবনা বেশ কম।

আগের দিনের অনুশীলনে লেফট ব্যাক পজিশনে এক বড়সড় চমক দেখা গিয়েছে। পিভি বিষ্ণুকে যিনি গত কয়েকটি ম্যাচে এই পজিশনে খেলেছিলেন, সামান্য চোটের কারণে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে তাঁকে এদিন সাইডলাইনে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সউলকে কেবল বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বলেই খবর। অনুশীলনে লেফট ব্যাক হিসেবে দেখা গেল জেসিন টিকে-কে, যা রীতিমতো অবাক করার মতো বিষয়। রশিদের গোড়ালির চোট পুরোপুরি না সারায় ওড়িশা ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে, যদিও ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট তাকে খেলাতে জোরকদমে চেষ্টা করছে। আনোয়ার আলির পেশিতে সামান্য টান থাকায় তাঁকে নিয়েও 'ধীরে চলো' নীতি নিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, তবে আশা করা হচ্ছে তিনি ওড়িশা ম্যাচে মাঠে নামতে পারবেন। তবে সমর্থকদের জন্য স্বস্তির খবর হল, কেভিন সিবিল্লে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন।

লাল কার্ড দেখার কারণে মিগুয়েল ফিগুয়েরা ওড়িশার বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারবেন না। লাল কার্ড দেখার পর বেঙ্গালুরু এফসি-র ডাগআউটে বল মারার কারণে তাঁর নির্বাসনের মেয়াদ তিন ম্যাচ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই তাঁর শাস্তি কমানোর জন্য ফেডারেশনের কাছে আবেদন করেছে। তবে এই আচরণের কারণে দলের ক্ষতি হওয়ায় ইমামি ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে মিগুয়েলকে কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।লিগ টেবিলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসতে এই ম্যাচ জেতাটা লাল-হলুদ শিবিরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হিটম্যানের কাছে ক্ষমা চাইলেন বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন নির্বাচক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয় ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। দীর্ঘ ২৮ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ভারত আবার একদিনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়। মুম্বইয়ের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে কোটি কোটি সমর্থকের স্বপ্নপূরণ হয়েছিল। তবে এই সাফল্যের আড়ালেও ছিল কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত, যার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিল রোহিত শর্মার দলে জায়গা না-পাওয়া।

সেই সময় রোহিত শর্মা ভারতীয় ক্রিকেটে উদীয়মান প্রতিভা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। সীমিত ওভারের খেলায় তাঁর ব্যাটিং দক্ষতা, সময় নিয়ে ইনিংস গড়া এবং বড় শট খেলার ক্ষমতা অনেকের নজর কাড়ে। অনেকেই মনে করেছিলেন, তিনি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বকাপ দলে থাকবেন। কিন্তু দল ঘোষণার দিন দেখা যায়, তাঁর নাম তালিকায় নেই। এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত হয়েছিলেন বহু সমর্থক ও ক্রিকেট বিশ্লেষক।

পরে প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, বিষয়টি কোনও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না, বরং সম্পূর্ণ দলগত ভারসাম্যের প্রশ্ন ছিল। নির্বাচকেরা এমন একটি দল গড়তে চেয়েছিলেন, যেখানে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অতিরিক্ত বোলিং বিকল্পও থাকবে। তাঁদের ভাবনা ছিল ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী ভারতের দলকে সামনে রেখে, যেখানে একাধিক ক্রিকেটার ব্যাট ও বল, দুই ক্ষেত্রেই অবদান রাখতে পারতেন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন খেলোয়াড়দের বেছে নেওয়া হয়, যারা প্রয়োজনে কয়েক ওভার বল করতে পারবেন। কারণ দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় কখনও প্রধান বোলার ব্যর্থ হতে পারেন, কখনও চোটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, আবার কখনও ম্যাচের পরিস্থিতি বদলাতে অতিরিক্ত বিকল্প দরকার হয়। তাই নির্বাচকেরা মনে করেছিলেন, বহুমুখী ক্রিকেটাররাই দলের জন্য বেশি কার্যকর হবেন।

এই কৌশল শেষ পর্যন্ত সফলও হয়। যুবরাজ সিং পুরো প্রতিযোগিতায় অসাধারণ পারফরম্যান্স করে ব্যাট ও বল, দুই দিকেই দলকে এগিয়ে দেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ রান করেন, আবার দরকারের সময়ে উইকেটও নেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। বীরেন্দ্র সেওয়াগ, সচিন তেন্ডুলকর, সুরেশ রায়নারাও প্রয়োজনে কয়েক ওভার বল করেছিলেন। ইউসুফ পাঠান ছিলেন কার্যকর অলরাউন্ডার। ফলে দলের ভারসাম্য বজায় রাখতে নির্বাচকদের পরিকল্পনা কাজে লেগেছিল।

তবু রোহিত শর্মার বাদ পড়া নিয়ে আক্ষেপ থেকে যায়। শ্রীকান্ত নিজেও পরে স্বীকার করেন, তাঁর জন্য খারাপ লেগেছিল। তিনি জানান, রোহিত সেই সময় বিশ্বকাপ খেলার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু দল গঠনের বিশেষ পরিকল্পনার কারণে তাঁকে বাদ দিতে হয়েছিল।বিশ্বকাপের আগে রোহিত একদিনের ক্রিকেটে এক হাজার দুইশোর বেশি রান করেছিলেন এবং একাধিক অর্ধশতরানও ছিল তাঁর ঝুলিতে। বিদেশের মাটিতেও তিনি নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাই অনেকের মতে, তিনি সুযোগ পেলে বিশ্বকাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারতেন।

যদিও সেই হতাশাই পরে রোহিতের জীবনে বড় প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী সময়ে তিনি বিশ্বের অন্যতম সফল উদ্বোধনী ব্যাটার হয়ে ওঠেন। একদিনের ক্রিকেটে একাধিক দ্বিশতরান, অধিনায়ক হিসেবে সাফল্য এবং অসংখ্য স্মরণীয় ইনিংস তাঁকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।তাই ২০১১ সালের বিশ্বকাপে সুযোগ না-পাওয়া তাঁর কেরিয়ারের এক আক্ষেপ হলেও, সেটাই হয়তো তাঁকে আরও বড় ক্রিকেটার হওয়ার পথ দেখিয়েছিল। কখনও কখনও একটি হারানো সুযোগই ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় সাফল্যের শুরু হয়ে ওঠে।

২০ বছর পর ব্রাজিলের 'মিশন হেক্সা' সফলের স্বপ্ন দেখছেন কাফু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্বার দেশে বিশ্বকাপ খরা যেন কাটতেই চাইছে না। ২৪ বছর পর আবারও ফিফা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছে ব্রাজিল। সেই ২০০২ সালের বিশ্বকাপ জিতেছিল ব্রাজিল। পাঁচবার ট্রফি তোলা এই দেশের 'হেক্সা মিশন' সফল হচ্ছেই না। তবে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের 'হেক্সা মিশন' সফল হওয়ার জোরদার সম্ভাবনা দেখছেন প্রাক্তন অধিনায়ক কাফু।

তাঁর অধিনায়কত্বেই ব্রাজিল পঞ্চম এবং শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছিল। তারপর ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি, সব বিশ্বকাপেই সমর্থকদের হতাশ করেছে ব্রাজিল। কাফু অবশ্য বলছেন, এবারই খরা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বড় সুযোগ রয়েছে ব্রাজিলের কাছে। ব্রাজিল তরুণ ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে নিয়ে আশা দেখছেন কাফু। তিনি বলেন, 'আমাদের দলে আন্সেলোত্তির মতো অভিজ্ঞ কোচ রয়েছেন। তিনি বেশ সফল। দলের ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবেন। বিশ্বকাপে আমরা যদি গোল হজম না করি, তবে এই দলের প্রতিটি ম্যাচেই গোল করার ক্ষমতা রয়েছে।'

লরিয়াস পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রাক্তন ব্রাজিল অধিনায়ক আরও বলেন, ক্ষুশেষবার খেতাব জয়ের ২৪ বছর কেটে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস, এবারই ব্রাজিলের জন্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সঠিক সময়।দ শুধু কাফুই নন, অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞরাই দলের ভারসাম্য দেখে এবার এগিয়ে রাখছে ব্রাজিলকে। ২০০২ সালের পর একাধিক কোচ বদল হয়েছে ব্রাজিলের। এবার কার্লো আন্সেলোত্তির অধীনে 'হেক্সা মিশনের' স্বপ্ন দেখছে নেইমারের দেশ।

শুভেন্দু অধিকারী • বিজেপি প্রার্থী

নন্দীগ্রামের লড়াইয়ে প্রাধান্য রাজনৈতিক অহংকার, প্রতিশোধ আর অস্তিত্ব রক্ষার

পবিত্র কর • তৃণমূল প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

আজ বাংলায় বিধানসভার প্রথম দফার নির্বাচন। আর এই নির্বাচনের সবটুকু আলো যেন কেড়ে নিচ্ছে এই নন্দীগ্রাম বিধানসভা। আর কেনই বা তা হবে না? তৃণমূলের ক্ষমতা আরোহণের অন্যতম সোপান নিঃসন্দেহে নন্দীগ্রাম। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের চোখে সেই নন্দীগ্রামেই আজ কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তৃণমূল। আর তার জ্বলন্ত উদাহরণ মিলেছে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে। স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রামের মাটিতে ১৯৫৬ ভোটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে 'জায়ান্ট কিলার' তকমা কুড়িয়েছিলেন নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপির প্রার্থী সেই শুভেন্দুই। ফলে নন্দীগ্রামে যত না ভোটের উত্তাপ, তার চেয়ে বৃহস্পতিবারের নির্বাচনে অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে রাজনৈতিক অহংকার, প্রতিশোধ আর অস্তিত্বের লড়াইয়ের।

অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে নন্দীগ্রামের নাম। কারণ, এই পূর্ব মেদিনীপুরের মাটিই একদিন প্রশস্ত করে দিয়েছিল তৃণমূলের ক্ষমতায় আসার পথ। কিন্তু এখন সেই পূর্ব মেদিনীপুরই যেন পথের কাঁটা। ২০০৯ সালের উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রটি বামেদের হাত থেকে ছিনিয়ে বাংলার মসনদ দখল করার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। আর এই লড়াইয়ে সামনে রাখা হয়েছিল ফিরোজা বিবিকে 'শহিদের মা' সম্মান দিয়ে। তবে সময়ের সঙ্গে আমূল বদলেছে ছবিটা। আজ যখন ভোট ঘিরে উত্তাল নন্দীগ্রাম, তখন সব কিছু থেকে দূরে, কার্যত একাকী দিন কাটাচ্ছেন ফিরোজা বিবি। সঙ্গে আক্ষেপ, 'এখন আমার কাজ শেষ। আমার সময় ফুরিয়ে গেছে। তখন তো আমি টিকিটও চাইনি, আর ভোটে দাঁড়াতেও চাইনি। তখন দল ভাল মনে করেছিল তাই দিয়েছিল। এরপর ২০২৬-এ যেন আমি একেবারেই অচল। আর দলের কোনও যোগাযোগ নেই, আমার কোনও কদর নেই।'

তবে ২০২৬-এর নির্বাচনী লড়াই যেন রাম বনাম জগন্নাথ। সবকিছু ছাপিয়ে সামনে চলে এসেছে ধর্ম। মুর্শিদাবাদে যেমন বাবরি মসজিদ বনাম রাম মন্দির, পূর্ব মেদিনীপুরেও মন্দির বনাম মন্দির। অর্থাৎ, রাম মন্দির বনাম জগন্নাথ মন্দির। এখানে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যেই হিন্দুদের কাছে ভোটের আবেদন রাখছেন। হিন্দু-ভোটকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি যখন ভোট বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছেন, তখন দিঘায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে জগন্নাথ মন্দির। তবে বঙ্গ রাজনীতিতে জগন্নাথ মন্দিরের প্রভাবকে খর্ব করতে পাল্টা রামমন্দির নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছে বিজেপি। আর এই প্রসঙ্গেই রামমন্দির নির্মাণ কমিটির সদস্য চন্দন মণ্ডল জানান, ' কোনও পাল্টা নয়, আমরা সনাতনী, আমরা যে কোনও সময়, যে কোনও আরাধ্য দেবতার মন্দির হোক, পুজো হোক, কোনও অসুবিধা নেই। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাঁওতা দিয়েছেন, ওটা জগন্নাথ মন্দির নয়। ওটা একটা কালচারাল সেন্টার। মানুষকে ভাঁওতা দিচ্ছে ওটা মন্দির বলে। নন্দীগ্রামের মানুষ শিল্প পেল না, কিন্তু মন্দির পেল।'

এদিকে হলদি নদীর পাড়ের রাজনৈতিক ছবিটা তারও আগে থেকে বদলাতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনের জেরেই বামকে কার্যত নিঃশেষ করে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল তৃণমূল। কিন্তু ছবিটা বদলাতে শুরু করে ২০২১ সাল থেকে। জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৭টিতেই জয়ী হয় বিজেপি। এই কেন্দ্রগুলি হল হল, ময়না, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি এবং কাঁথি দক্ষিণ। পাশাপাশি ৯টি বিধানসভা কেন্দ্র নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল তৃণমূল। এই কেন্দ্রগুলি হল তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, নন্দকুমার, মহিষাদল, চণ্ডীপুর, পটাশপুর, রামনগর এবং এগরা। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে এখানে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তৃণমূলের। দুটি লোকসভা কেন্দ্রই দখলে নিয়ে নেয় বিজেপি। লোকসভা ভোটের বিধানসভাওয়াড়ি ফলাফলে দেখা গেছে, জেলার মোট ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৫টিতেই এগিয়ে বিজেপি।

যে জেলায় ১৬টি বিধানসভা আসন, ভোটের নিরিখে সব দলের কাছে সেই জেলার গুরুত্বই আলাদা। ফলে পিছিয়ে পড়লেও এখানে হাল ছাড়তে রাজি নয় তৃণমূল। ৫ বছর আগে যে কেন্দ্রে পরাজিত হন স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো, সেই কেন্দ্রে জয়ের স্বপ্ন দেখছেন এক নবাগত তৃণমূল নেতা পবিত্র কর। আর এই পবিত্রই দিনকয়েক আগেও পরিচিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা হিসেবে। আর আজ শুভেন্দু-বধের জন্য তাঁকেই বেছে নিয়েছে তৃণমূল। তবে শুভেন্দুর নির্বাচনী এজেন্ট মেঘনাথ পালের দাবি, 'এবার অন্তত ৩০ হাজারে জিতবেন শুভেন্দু।' অন্যদিকে তৃণমূলের নেতা তথা একদা জমি আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক সেখ সুফিয়ানের হুঁশিয়ারি, 'মিলিয়ে নেবেন, এবারে শুভেন্দুকে হারাবেন ওঁর নিজের লোকেরাই। অন্তত ২০ হাজার ভোটে হারবেন শুভেন্দু ভিতরের আগুনে পুড়ে ছাই হবে পদ্মশিবিরের ঘাঁটি।' প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামের পাশাপাশি এবারে ভবানীপুর থেকেও লড়ছেন শুভেন্দু। আর এই প্রসঙ্গেই সুফিয়ানের বক্তব্য, 'দু'নৌকায় পা দিলে কী হয়, সেটা বাচ্চা ছেলেও জানে। বাকিটা, ৪ মে-র ফল বলবে।' এদিকে তৃণমূল প্রার্থী পবিত্রর দাবি, শুভেন্দুর সঙ্গে কোনওদিনই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল না এবং তিনি কোনও কালেই শুভেন্দুর অনুগামী ছিলেন না এমনকী তৃণমূলে থাকাকালীন ২০১৩ সালে রামনবমীর পুজো শুরু করেছিলেন বলে শুভেন্দু তাঁকে ৩ মাস দল থেকে সাসপেন্ড করেছিলেন বলে জানান পবিত্র। পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'দল তৃণমূলকে পছন্দ করি, ব্যক্তি শুভেন্দুকে অপছন্দ করি প্রথম থেকে অধিকারী পরিবারের অহং বরদাস্ত করতে পারিনি বলে তৃণমূল ছেড়ে নির্দল হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েত দখল করেছিলাম, তখন উনি তিন থেকে চারটে দফতরের মন্ত্রী ছিলেন ওর কারণেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলাম। উনি আমার পরে বিজেপিতে যান ওঁর সঙ্গে একই দলে থেকে কাজ করা সম্ভব নয় বলেই ফের নিজের পুরনো ঘর তৃণমূলে ফিরেছি।' অন্যদিকে প্রচারে অবশ্য সরাসরি পবিত্রর নাম নিচ্ছেন না শুভেন্দু। তবে আক্রমণাত্মক সুরে জানান, 'তৃণমূল হিন্দু ভোট তো পাবেই না, গরিব মুসলমানদের ভোটও এবার পাবে না।' পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী এও জানান, 'স্থানীয় স্তরে আমরা সবাইকে নিয়ে চলি, মানুষের আস্থা অর্জন করেছি। এখানে বিজেপির সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে অল্পকিছু ভূমিকা আমি গ্রহণ করেছি। এবং তারফলে এখানে আমি আসার আগে বিজেপির জায়গা ছিল, এখন বেড়েছে। আগে ৩৭ ভোট ছিল, ২০২৪ এ সেটা ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। আমার বিশ্বাস আমরা এবার ৫৫ শতাংশ ভোট নিয়ে ১৬ টা আসনে জিতব। ২০০৪ এর শুভেন্দু যা, ২০২৬ এর শুভেন্দুও এক। তাই এদের হৃদয়ে আমি আছি।'

এদিকে এই ধর্মীয় বিভাজনের থেকে নন্দীগ্রামকে মুক্ত করতে এখনও মাঠে লড়াইয়ের চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছে বামেরা। স্টিং-অপারেশনে ঘুষ নিতে দেখা গেছে, এই অভিযোগে যার বিধায়ক পদ বাতিল হয়েছিল, সেই ইলিয়াস শেখের সন্তানরাই এখন হাল ধরেছেন বাবার দেখানো পথে রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর এরই রেশ ধরে নন্দীগ্রামের অপর এক অংশের মানুষের বক্তব্য, 'এবারে লড়াইটা হচ্ছে ধর্মের লড়াই। নন্দীগ্রামের গরিব, খেটে খাওয়া মানুষকে দুটো ভাগে বিভাজন করে দেওয়া হয়েছে। একটা গোষ্ঠী ভগবান শ্রী রামের নামে ভোট চাইছে, আর এক গোষ্ঠী জগন্নাথের নামে ভোট চাইছে। মাঝেখানে আর একটা গোষ্ঠীর উদয় হয়েছে, যারা নিজেদের সেক্যুলার বলে দাবি করছে। তারা নন্দীগ্রামে সেক্যুলার নয়, তারা আল্লাহ আর আল্লাহ-এর রাসূলের নামে ভোট চাইছে। এটাই আমরা বার্তা দিচ্ছি নন্দীগ্রামের মানুষদের, যে নন্দীগ্রামে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী শান্তি গিরি, যিনি আজীবন বামপন্থী, কোনওদিন দল বদলাননি। ফলে তাঁর পক্ষে ভোট হোক। মানুষের যে আবেগ, আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে ভাল লড়াই হবে এবং আশা করছি জিতব।'

একদিকে শুভেন্দু অধিকারী যখন পাখির চোখ করেছেন হিন্দু ভোটকে, তখন বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসাবেও মুসলিম ভোটও ক্রমশ জমাট বাঁধছে তৃণমূলের পাশে। বিশেষত এসআইআর-এর পর মুসলিম ভোট প্রায় পুরোটাই ঝুঁকে পড়েছে তৃণমূলের দিকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকা সংশোধনের ফলে যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদের সিংহভাগই মুসলমান বলে উঠে এসেছে একটি সমাজ-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণে। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ গবেষণা সংস্থা 'সবর ইনস্টিটিউট'এর বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের যে ভোটারদের নাম বাদ পড়েছে, তাদের ৯৫.৫ শতাংশই মুসলমান। ভোটার তালিকার যে নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর চলছে, সেই প্রক্রিয়ায় দফায় দফায় অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করছে নির্বাচন কমিশন। সেই তালিকা বিশ্লেষণ করেই এই তথ্য তারা পেয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। তবে প্রশ্ন একটাই. শুধুমাত্র মুসলিম ভোট তৃণমূলের জয় নিশ্চিত করতে পারবে কি না তা নিয়ে। পাশাপাশি জোড়াফুল শিবিরের আশ্বাস, শুভেন্দু অধিকারীর হিন্দু-প্রেমে ধাক্কা দিতে বড়সড় ভূমিকা নিতে পারেন স্বয়ং জগন্নাথ। ফলে সব মিলিয়ে নন্দীগ্রাম এখন শুধুই ভোটের কেন্দ্র নয়, এটি রাজনৈতিক প্রতীকের যুদ্ধক্ষেত্র। শিল্পায়ন বা জমি রক্ষার, সেই ইস্যুও আর নেই। শুধু তাই নয়, ২০০৭-এর জমি আন্দোলন, বাম শাসনের পতনের সূচনার সেই ইতিহাস আজ প্রায় বিস্মৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের চোখে, 'নন্দীগ্রাম এখন স্পেশ্যাল ইকনমিক জোন নয়, স্পেশ্যাল পলিটিক্যাল জোন। এখানে প্রতিটি ভোট শুধু সংখ্যা নয়, প্রতিটি ভোট এক একটি বার্তা। ক্ষমতার, প্রতিশোধের, কিংবা ভবিষ্যতের। ফলে নন্দীগ্রামের লড়াই এখন আবর্তিত একটি ইস্যুতেই, মমতা বনাম শুভেন্দু।'

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
শুভেন্দু অধিকারী	বিজেপি	১,১০,৭৬৪	৪৮.৪৯ %
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল কংগ্রেস	১,০৮,৮০৮	৪৭.৬৪ %
মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়	সিপিএম	৬,২৬৭	০২.৭৪ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
নন্দীগ্রাম	২,৭৪,৬২১	২,৬৭,৬০৮	২,৬৮,৩৭৮

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে বিধাননগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু।

প্রচারে বিধাননগর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সৌম্যজিৎ রাহা।

প্রচারে উত্তর দমদম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌরভ শিকদার, সঙ্গে লিয়েন্ডার পেজ।

জনসংযোগে বিধাননগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

প্রচারে উত্তর দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

জমিয়ে প্রচার করছেন উত্তর দমদম কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর।